দুই আর দু'য়ে চার

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা আট আনা

তৃতীয় মুদ্রণ
১৩৬৭

শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু—

দুই আর দু'য়ে চার

কোনো একটি বাড়ীর বৈঠকখানায় দু'টি যুবক অনেকক্ষণ থেকে নিঃশব্দে বসেছিল। বেলা পাঁচটা বেজে গেছে। পশ্চিম দিকের জান্‌লাগুলি বন্ধ, ওদিকের দু'টি জান্‌লা মাত্র খোলা। মাথার ওপর বিদ্যুতের পাখা ধীরে ধীরে ঘুরছে। বড় টেবিলটার পাশে একখানা চেয়ারে বসে একটি ছেলে দক্ষিণ-দিকের খোলা জান্‌লার বাইরে তাকিয়েছিল, আর একটি ছেলে আরাম-কেদারায় হেলান্ দিয়ে বসে পা দু'টো টেবিলের ওপর তুলে দিয়েছে। মুখের উপর তার একটি ঈষৎ তাচ্ছিল্য মিশ্রিত হাসি টানা, চোখ দু'টো বড় বড়—বুদ্ধিতে এবং প্রতিভায় উজ্জ্বল, সে-চোখ যেন নীরবে মনের সঙ্গে কথা ক'য়ে চলেছে। ডান হাতের দু'টো আঙুলের ডগায় একটা সিগারেট্ অনেকক্ষণ থেকে পুড়ছে, ছাই-এর অংশটা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে। একটু আগে দু'জনের মধ্যে কিছু একটা উত্তেজনামূলক আলোচনা হয়ে গেছে—তাদের এই আকস্মিক গভীর নীরবতা দেখলে সহজেই বোঝা যায়। টেবিলের উপর একখানা খোলা চিঠি পাখার হাওয়ায় কাঁপ্‌ছিল।

ওপাশের ছেলেটি হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে মুখ রাঙা ক'রে বল্‌ল, 'মেয়েদের তুমি এতটুকু সম্মান দিতে জানো না! ওরা যেন তোমার খেয়ালের পুতুল, ছিঃ!'

সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে এ-ছেলেটি হাস্‌ল। প্রথমে সে যেন এই তুচ্ছ কথাটার উত্তরই দিতে চাইল না, তাহার নিতান্তই যেন বন্ধুর সঙ্গে কলহ করবার জন্যেই বল্‌ল, 'সম্মানের কি অর্থ তোমার অভিধানে শুনি?'

টেবিলের উপর থেকে হঠাৎ চিঠিখানি তুলে নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে ও-ছেলেটি বল্‌ল, ‘তুমি যে বিয়ে করেছ, তুমি যে সন্তানের পিতা, তা এ-মেয়েটিকে আগে বল নি কেন?’

চিঠিখানির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, ‘কেনই-বা বল্‌ব? বল্‌বার কোন প্রয়োজন আছে?’ বলে’ কিয়ৎক্ষণ ধরে’ সে হাস্‌ল।

তারপর বহুক্ষণ ধরে উভয়ে চুপচাপ ক’রে রইল। বাইরের অপরাহ্ণ গেল গোধূলির দিকে, এবং তারপর এল সন্ধ্যা ঘনিয়ে।

‘আমি উঠি এখন, মিষ্টার চাটার্জ্জির ওখানে আমার গান শোনার নেমন্তন্ন রয়েছে।’

প্রভাত বল্‌ল, ‘শোনো, এ মেয়েটাকে তবু একটা কিছু উত্তর দেবে না? চিঠির মধ্যে কান্নাকাটি করেছে যে!’

দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে এ যুবকটি আবার ফিরে এল, তারপর প্রভাতের হাত থেকে চিঠিখানি নিয়ে অত্যন্ত সহজে ও অম্লান বদনে কুচি কুচি করে’ ছিঁড়ে ছোট ছেলের মত হাওয়ায় ঘরময় উড়িয়ে দিল। স্পষ্ট যেন বোঝা গেল, চিঠির উত্তরও সে দেবে না এবং মেয়েটিকে জীবনে সে আর কোনোদিন স্মরণও করবে না!

দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে’ যাবার সময় সে ঘাড় ফিরিয়ে বলে গেল, ‘মেয়েলিপনা করবার আমার সময় নেই!’

একটিমাত্র মুহূর্ত্ত, তারপরই ঘরের ভিতর থেকে একটি ক্ষুব্ধ কণ্ঠের উক্তি শুধু তার কানে গিয়ে লাগ্‌ল—‘ব্রুট’।

এই হ’ল এ গল্পের ভূমিকা।

এক

শহরের কোনো এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে গানের আসর বসেছে। উজ্জ্বল আলোকিত কক্ষের মধ্যে ফরাসের উপর বহু গণ্য মান্য শ্রোতা এবং দর্শক আসীন। উকীল, ডাক্তার, রায়বাহাদুর, ব্যারিষ্টার, ব্যবসায়ী এবং কবি—সকল জাতের শ্রোতা আপন আপন বিশেষ পরিচ্ছদে ভূষিত হ'য়ে মণ্ডলাকারে বসে' সভাটি ধন্য করছিলেন।

ঘরের বাইরে দালানের উপর বসেছিলেন মেয়েরা। দালানের আলো এবং সজ্জা ঘরের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। চুড়ির আওয়াজ, টুক্‌রো কথা, হাসির শব্দ, বিচিত্র সাজসজ্জার বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং তার উপর আলোকের অত্যুগ্র প্রখরতায় এক রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল।

ওস্তাদেরা এসেছেন নানা জায়গা থেকে। কেউ লক্ষ্ণৌ, কেউ আলিগড়, কেউ-বা কাশীর লোক। সকলের চেয়ে যিনি বড় তিনি হচ্ছেন কোথাকার কোন্ মহারাজার সভা-গায়ক। মহারাজা এখন বিলাতে, তাই তিনি দিন-দুয়েকের জন্য আসতে পেরেছেন। নাম ফৈজু খাঁ।

সঙ্গীত সুরু হবার আগে যে ভূমিকা, তাতে ধৈর্য্য রাখা সত্যিই কঠিন। খাঁ সায়েব প্রথমে পান মুখে দিয়ে চুরুট ধরালেন, মাথার পাগড়িটা আর একবার বেঁধে নিলেন, দুই পাশের সারেঙ্গী, তবল্‌চি, এবং তম্বুরাওয়ালাকে খানিকক্ষণ উপদেশ বিতরণ করলেন—পাশে ছিল মাটির হাঁড়ি, তাইতে তিনি পানের পিক্ এবং থুতু ফেললেন, গলার আওয়াজ ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য বার-কয়েক এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে কণ্ঠের কসরৎ করে' নিলেন।

ঘণ্টা-খানেক পরে সুর তিনি যা ধরলেন তা নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু শ্রোতার ধৈর্য্য এবং শ্রদ্ধার উপর যে অত্যাচার তিনি এতক্ষণ ধরে' করেছিলেন তাতে তাঁরা সহজে তাঁকে ক্ষমা করতে পারলেন না। মেয়েরাও তাই। সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার চেয়ে কণ্ঠের মাধুর্য্যই তাঁদের বেশী প্রিয়। ওস্তাদজীর এই দীর্ঘকালের কসরৎ মেয়েদের কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে' গেল।

ওস্তাদজী যখন একেবারে নীরব হলেন, শ্রোতাদের মধ্যে তখন ক্ষোভ ও বিরক্তি ঘন হয়ে' উঠেছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে দালানে মেয়ে-মহলে একটি অস্ফুট কোলাহল শোনা গেল। রায়বাহাদুর ভাবলেন, এবার বুঝি কোনো মহিলা গান ধরবেন কিন্তু সুমুখে উপবিষ্ট ম্লেচ্ছ মুসলমান ওস্তাদটির পানে তাকিয়ে সমস্ত মন তাঁর বিতৃষ্ণায় ভরে' উঠেছিল। পাশে ডাক্তারবাবুকে তিনি বল্‌লেন, 'আর কেন, আজকের মতন—আমাদের মেয়েদের গান কি আর ও-লোকটা কিছু বুঝবে?' ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, 'তাই ত!'

কিন্তু চিক্-এর পর্দ্দা সরিয়ে যে আসবে এসে ঢুক্‌লো সে নারী নয়! সুন্দর তার দেহ, দৃঢ় বলিষ্ঠ তার গঠন, মনে হয় দেহের সাধনা করেছে সে দীর্ঘদিন ধরে'। চোখ দু'টি তার বুদ্ধি ও প্রতিভায় দীপ্তিমান। তার রূপ এবং দেহ-মাধুর্য্য নারীকে লজ্জা দিতে পারে। সমস্ত সভামণ্ডপটির মধ্যে মুহূর্ত্তেই সে যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে' দিল।

'আরে, রমাপতি যে? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমিও ত গাইতে পারো শুনেছি!'

'তাই নাকি, রমাপতি আমাদের গাইতে পারে? একটা গান ধর ত হে!'

বিনয় এবং সৌজন্যে রমাপতি যেন মুইয়ে পড়ছে। বিনীত একটুখানি

হেসে বল্‌ল, 'আপনাদের এ আসরে আমার নেমন্তন্ন হয় নি, আমার নেমন্তন্ন হয়েছিল অন্দরের মধ্যে।'

অধ্যাপক মহাশয় ডাক্তারবাবুর কানে কানে বললেন, 'জানেন ত, রমাপতি ইংরেজি নিয়ে এম্‌-এতে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়েছিল? গত বছরে হয়েছিল পি-আর-এস্‌। ফিলজফিতে থিসিস্‌ লিখে সেদিন হ'ল পি-এইচ্‌-ডি। সে লেখা এমনিই যে, ও অনেকের রেকর্ড ব্রেক্‌ করে' এল! চমৎকার ছেলে!'

রমাপতি বল্‌ল, 'ভোজন পর্ব্বটি শেষ করে' লুকিয়ে আমি পালাচ্ছিলাম, কিন্তু—'

চিক্‌-এর পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে বল্‌ল, 'কিন্তু ওঁরা কেউ ছাড়লেন না! একটি গান অন্তত আমাকে গেয়ে যেতেই হবে।'

হারমোনিয়মটা একজন তার দিকে এগিয়ে দিল। দালানের ওধার থেকে কে একটি অল্পবয়সী মেয়ে বলে' উঠ্‌ল, 'আর দেরী করবেন না রমাপতিবাবু!'

সিল্কের চাদরটা দু'ধারে ছড়িয়ে বসে' রমাপতি হারমোনিয়মটা টেনে নিল। গান যখন সে ধরল তখন প্রথমেই মনে হলো—হ্যাঁ, বিধাতা তাকে শুধু রূপই দেন্‌ নি, কণ্ঠের মত কণ্ঠও সে সঙ্গে করে' এনেছে! দেখতে দেখতে তার ললাট, তার চক্ষু, তার সর্ব্বাঙ্গ যেন সঙ্গীতে মুখর হয়ে' উঠ্‌ল! শ্রোতার দৃষ্টিতে সে ইন্দ্রজাল রচনা করে' দিল। গানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গান, সুরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুরকে সে মূর্ত্ত করে' তুল্‌লো। যে-সঙ্গীত মানুষকে চিরদিন তৃপ্তি দিয়ে এসেছে, যে-সুরের মধ্যে মানুষ চিরদিন বিরহকে, বেদনাকে মূর্ত্তি নিতে দেখেছে—শ্রোতার অন্তরের সেই গহনতম তারগুলিকে সে ঝঙ্কৃত করে' তুল্‌লো। রমাপতি সুদক্ষ শিল্পী!

গান যখন থাম্‌ল, মনে হলো একটি শরাহত রক্তাক্ত পক্ষী যেন

দূর আকাশে উড়ে যাবার জন্য কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়াচ্ছে!

রমাপতি উঠে দাঁড়িয়ে ছোট একটি নমস্কার করে' বাইরে এল। তাকে হাসিমুখে আদর করে' বিদায় দেবার মত শক্তি তখন কারো ছিল না। মুগ্ধ এবং অচেতন শ্রোতাগুলি তার পথের দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মত শুধু নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

বাইরে এসে রমাপতি একবারটি দাঁড়াল। সদর দরজা দিয়ে যেতে গেলে তাকে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। রাত এখন খুব বেশী না হলেও তার তাড়াতাড়িই ফিরে যাওয়া দরকার। উঠানের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল, খিড়কির পথটায় তেমন আলো নেই। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে সে এগিয়ে গেল। নর-নারী নির্বিশেষে তাকে অভিনন্দিত করবার অসংখ্য স্তাবককে সে যে পিছনে ফেলে এল, সেদিকে সে গ্রাহ্যই কর্‌ল না।

দরজা পার হবার আগে ডান-হাতি একটি সিঁড়ি পার হয়ে' যেতে হয়। এ সিঁড়িটি দোতলায় একেবারে অন্দরের দিকে চলে' গেছে। মেয়েরা ছাড়া আর কারো এপথ ব্যবহার করবার কথা নয়। যাবার সময় হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত্ত রমাপতি অবাক হয়ে' গেল। তারপর একটু হেসে বল্‌ল, 'প্রমীলা দেবী, এখানে দাঁড়িয়ে? লোকে চোর বলে' ধরবে যে!'

প্রমীলা বল্‌ল, 'সদর দরজা ছেড়ে খিড়কি দরজা দিয়ে পার হওয়াও সাধুর লক্ষণ নয় রমাপতিবাবু!'

সবিনয়ে আঘাতটি গ্রহণ করে রমাপতি বল্‌ল, 'ওটা আমার অভ্যেস, ওটাকে আমার চরিত্রও বলা যেতে পারে প্রমীলা দেবী। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই আমাকে চোরের অভিনন্দন দেবার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিলেন না, কি বলেন?'

প্রমীলা বল্‌ল, 'আপনার গানের প্রশংসা করবার জন্তে দাঁড়িয়েছিলাম, জানি আপনি এই পথ দিয়েই যাবেন। সকলের প্রশংসার মধ্যে আমার কথা মিলিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো না। আমি তাই একা এলাম আপনাকে জানাতে।'

রমাপতি বল্‌ল, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সত্যিকাবের প্রশংসার ভঙ্গীই আছে, ভাষা নেই।'

'সত্যিই তাই রমাপতিবাবু। আমি বসে' বসে' শুনছিলাম কিন্তু আমার ভেতরটা এক-একবার অস্থির হয়ে নেচে উঠ্‌ছিল, দুঃখের দীর্ঘ-নিশ্বাস ফুলে উঠ্‌ছিল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন—'

মেয়েটি লেখাপড়া জানে, কিন্তু তার এই তৃতীয় শ্রেণীর উচ্ছ্বাস শুনে রমাপতি একটু হাস্‌ল। পরে বল্‌ল, 'গান শুন্‌লে এসব মনে হয় নাকি?'

'সে আপনাকে আমি বোঝাতে পারবো না। মনে হচ্ছিল, দুই চোখে আমার যেন আগুন জ্বলে' উঠেছে, আমি নিজের গায়ের রক্ত-চলাচল শুন্‌তে পাচ্ছি—'

রমাপতি তার দিকে তাকালো। উপরের সিঁড়ি থেকে আলোর একটুখানি আভাস প্রমীলার চক্‌চকে পরিচ্ছদের ওপর পড়ে' ঝল্‌মল্‌ করছিল।

প্রমীলা বল্‌ল, 'আমি বিহ্বল হয়ে' গেলাম, আর একটু হলে' হয় ত নিজের গলা টিপে নিজেকে থামাতে হতো। আমার কিছু মনেই ছিল না, ইচ্ছে হলো পর্দ্দা তুলে' ভেতরে ঢুকে আমি—ক্ষমা করবেন রমাপতিবাবু—'

রমাপতি বল্‌ল, 'আপনারা জ্ঞান এবং বুদ্ধিহীন আবেগের পুতুল! আপনারা এক কথা বল্‌তে গিয়ে অন্য কথা প্রকাশ করে' ফেলেন।'

প্রমীলা লজ্জিত হ'ল না। শুধু বল্‌ল, 'তা হবে, আমি শুধু ভালো লাগার কথাই বলছিলাম আপনাকে।'

রমাপতি বল্ল, 'নমস্কার, একদিন আপনাকে ভাল করে' গান শুনিয়ে দেবার ইচ্ছে রইল।'

'শোনাবেন ? কবে ?'

'যেদিন খুসী। একা যাবার সাহস হয় ত আপনার হবে না।'

প্রমীলা বল্ল, 'কোন ভয় আমার নেই, দেখে নেবেন।'

'তাই নাকি, বেশ, তবে এই কথাই রইল।' বলতে বলতে রমাপতি বেরিয়ে চলে' গেল।

পথে নেমে এসে চাঁদের আলোয় সে একবার প্রমীলাদের বাড়ীর দিকে তাকাল। তার মনে পড়ল, সেদিনও কি একটা উপলক্ষ্যে প্রমীলা তাকে প্রশংসা করে' পাঠিয়েছিল। মেয়েদের প্রশংসার কোনো মূল্যই তার কাছে নেই! নারীর প্রশংসা পাওয়া পুরুষের দুর্ভাগ্য!

রমাপতির অনেক কাজ। সে আর দাঁড়াল না, তার কারণ কোথাও দাঁড়াবার সময়ই তার নেই। পথ ধরে সে চল্‌তে লাগল। আজ কোথায় যেন তাকে যেতে হবে। সে ছাড়া তার গতিবিধি আর কারো জান্‌বার কোনো সম্ভাবনাই নেই। একটা বড় বাজারের মধ্যে ঢুকে সে মস্ত বড় একটা ফুলের তোড়া কিন্‌ল। নাকের কাছে ধরে' ফুলের তোড়াটা সে একবার শুঁকে দেখ্‌ল, চমৎকার গন্ধ! তারপর সেটা হাতে করে' বাইরে এসে একখানা চলন্ত ট্যাক্সিকে হাত বাড়িয়ে থামিয়ে তাড়াতাড়ি তার ওপর চড়ে' বসল।

দুই

বাল্যকাল থেকেই রমাপতির মা নেই! বছর-খানেক হলো পিতাও গেছেন। দরিদ্র না হলেও নীলাম্বরবাবুকে ধনী বলা চলে না। কিন্তু তাঁর যশ ছিল। মেয়েদের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। দুঃস্থ, অনাথা,

সমাজ-পরিত্যক্তা এবং অকাল-বিধবাদের জন্য তিনি বহু পরিশ্রমে এবং বহু অর্থব্যয়ে বছর কয়েক আগে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'নারীর প্রতি কর্ত্তব্য' এবং 'ব্রহ্মচর্য্য' নামক বই দু'খানি তাঁরই লেখা। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় লোক!

একমাত্র সন্তান হিসাবে রমাপতিও কম নয়। তার পরিচয়ও কোথাও খাটো ছিল না। বরং আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটির মত আপনার দীপ্তিতে বংশের আর সকলের আলো-কে সে ম্লান করে' দিয়েছিল। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, শক্তিতে, সৌজন্যে সে যে-কোনো যুবকের আদর্শ।

সকাল বেলা তার বাইরের ঘরটি প্রতিদিন ছেলের দলে ভরাট থাকে। আজো তার ব্যতিক্রম হয়নি। কানাই, বাদল, অমরেশ, ননী প্রভৃতি তাকে ঘিরে বসেছিল।

অমরেশ বল্‌ল, 'রমাদা, দাতব্য করে' করে' তোমার স্নেহ আমাদের জন্য আর এতটুকু নেই, সব শেষ হয়ে' গেছে। নৈলে এই 'সেমি-ফাইন্যালে' তোমার মতন ব্যাক্ যদি না পাই ত মিথ্যেই এতদিন লড়ে' এলাম।'

'পাগল হয়েছিস অমর? এ বয়সে আবার আমি বল্ পায়ে করবো তুই বলিস? বরং যা, যত টাকা লাগে দেবো, 'প্লেয়ার' ভাড়া করে' নিয়ে আয়।'

বাদল বল্‌ল, 'কী যে বল রমাদা, টাকা আর তুমি কত দেবে, এবার কি পথে বসবে। তুমি চাঁদা দাও না, এমন প্রতিষ্ঠান, দেশে ক'টা আছে জানি নে, অথচ তোমার এই ত অবস্থা। দরিদ্র-ভোজনে বলে' যে টাকাটা তুমি মাসে মাসে দাও তাতে দেশের একটা স্থায়ী বড় কাজ হতে' পারতো।'

রমাপতি বল্‌ল, 'স্থায়ীত্বের দিকে তোরা অত ঝোঁক দিস্ কেন বল্

ত? কোনো একটা কীর্ত্তি রেখে গিয়ে অমরত্বের সাক্ষী দেওয়াটাই সাংসারে খুব বড় কাজ নয় বাদল, তার চেয়ে এ জগতে একটিমাত্র মানুষের পেটের ক্ষুধা ঢের বড়।'

সকাল বেলাটা ছেলেদের নিয়ে রমাপতির এমনি করেই কাটে।

খানিক বেলায় সে ভিতরে আসে। রমাপতির স্ত্রীর নাম বনলতা, ছয় বছরের ছেলেটির নাম টুটু। রমাপতি যে সংসারী এ কথা তাকে দেখলে সহজে মনে হবার যো নেই বটে। তবুও রমাপতি স্বামী, রমাপতি পিতা, রমাপতি গৃহকর্ত্তা।

বনলতা দরজার কাছটিতে এগিয়ে এল। মৃদুকণ্ঠে বল্‌ল, 'ভাবছিলাম তুমি বুঝি রাতে ফেরো নি।'

রমাপতি তার দিকে তাকিয়ে একবার হাস্‌ল। বল্‌ল, 'তাই নাকি, এত বড় ভাবনাটা তোমাকে পেয়ে বসেছিল? ভারি কষ্ট হয়েছে ত।'

স্ত্রীর সকল কথাকে একটি বিদ্রূপের ভঙ্গীতে নেবার অভ্যাস রমাপতির মধ্যে প্রবল ছিল। ভালবাসার সম্বন্ধকে বিদ্রূপ করা যে-কোনো নারীর পক্ষে অপমান। রমাপতি আবার বল্‌ল, 'না ফেরাটাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, না লতা?'

বনলতা মাথা নিচু করে' বল্‌ল, 'আমি তা বলি নি। দরজা দিয়ে শুয়েছিলাম তাই কিছু টের পাই নি।'

রমাপতি তার উত্তরে বল্‌ল, 'আমার পক্ষে তোমার মতন্ স্ত্রীই দরকার। ঝাঁঝ্ নেই!'

বনলতা কোনো জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে চলে' গেল।

করুণ বিষণ্নতার মূর্ত্তি এই বনলতা। সে যখন কথা বলে তখন মনে হয় সে গুন্ গুন্ করে' গুঞ্জনধ্বনি তুলছে। কম্পিত দৃষ্টি তুলে' কোনো আবেদন জানাবার আগে তার ঠোঁট দু'টি কাঁপে। সে মর্ম্মে মরে' যেতে

জানে কিন্তু প্রতিবাদ জানাবার শক্তি তার নেই। তার আত্মার যেটুকু গন্ধ সেটুকু সীমা ছাড়িয়ে বাইরে বিস্তৃতিলাভ করে নি। অনাদর এবং উপেক্ষা সইবার জন্য বিধাতা তাকে করেছেন কোমল। পথের প্রান্তে ছোট্ট একটি ঘাসের ফুলের মত তার জীবন। আত্মপ্রচারের চেয়ে আত্মগোপন করাটাই তার ধর্ম্ম।

রমাপতি আর একটুখানি এগিয়ে এসে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পরমানন্দে বক্তৃতা দিয়ে বল্‌ল, 'আমি অবাক হয়ে যাই যখন ভাবি কেউ আমার স্ত্রী, কেউ আমার সন্তান। মানুষের ওপর এত বড় শাস্তি কেন বল ত? দুর্ব্বল মানুষ, যে নিজের ভার বইতে পারে না তার গলায় এম্‌নি করে' স্ত্রীর পাথর, সন্তানের পাথর ঝুলিয়ে দেওয়া? আমার বন্ধু, আমার আলাপীর সম্বন্ধে যেমন আমার কোনো দায়িত্ব নেই, আমার স্ত্রী, আমার সন্তান সম্বন্ধেও তেমনি কোনো দায়িত্ব আমার থাকা উচিত নয়।'

বনলতা তেমনি করেই নিঃশব্দে বসে' রইল। রমাপতি সেদিকে একবার তাকিয়ে উঠে এসে টুটুকে কোলে তুলে নিল। কয়েকটি চুম্বনে তাকে বিপর্য্যস্ত করে' দিয়ে কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে বল্‌ল, 'এবার মা'র কাছে যাও—যাও ত টুটুমণি!'

ছোট ছেলেকে এক মিনিটের বেশী রমাপতির ভাল লাগে না। টুটু যদি ও পাড়ার রামদয়াল সাহার ছেলে হ'ত তা হলে'ও সে এর চেয়ে কম আদর করত না। নিজের সন্তান বলে' কোনো বিশেষ অনুভূতির প্রশ্রয় রমাপতির মধ্যে নেই। অবোধ, মূঢ়, এবং জ্ঞানহীন বলে' শিশুদের প্রতি তার কেমন একটি অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে।

রমাপতি এমনিই। সে কোনো ধর্ম্ম মানে না, কারণ সে মনে করে মানুষের স্বাধীন জীবনকে পঙ্গু করবার এত বড় অস্ত্র আর নেই। সমাজ,

নীতি, রুচিকে সে স্বীকার করে না, কারণ এরা নাকি মানুষকে আপনাদের স্বেচ্ছার মূঢ় যন্ত্র বানিয়েছে। রমাপতি এমনিই!

বিকাল বেলা রমাপতিকে এক ঘণ্টার জন্য পড়াতে বেরুতে হয়। এ তার প্রতিদিনের কর্ত্তব্য। কিন্তু অনিয়মের বিশৃঙ্খলাতেই তার আনন্দ। জীবনকে বড় পটে গভীর করে' দেখতে গেলে কর্ত্তব্য এবং নিয়মানুগত্যের ছোট ছোট বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হয়। যে-নীতি মানুষ তৈরী করেছে তার প্রতি রমাপতির শ্রদ্ধা নেই।

'নমস্কার, আসুন মাষ্টারমশাই, আজ একটু সকাল সকাল এসেছেন দেখছি। আমার চিঠি পেয়েছিলেন?'

সরযূ একটুখানি সরে' দাঁড়াল। রমাপতি চেয়ারটা টেনে নিয়ে তার উপর বসে বল্‌ল, 'বি এ পাশ করতে চলেছো, চিঠির সম্ভাষণটা কিন্তু দোরস্ত হয় নি সরযূ।'

সরযূ হাসতে হাসতে বল্‌ল, 'আপনি সব সময়েই 'অরিজিন্যাল,'—কেন বলুন ত—আবার কি অপরাধ করলাম?'

রমাপতি বল্‌ল, 'ছাত্রী যদি মাষ্টারমশাইকে চিঠিতে লেখে, 'মাই ডিয়ার স্যর' তবে সেটা শুধু মাত্র শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পরিচয় হয়ে' ওঠে না। তোমাব লেখা উচিত 'ডিয়ার স্যর'—কি বল?'

মুখ রাঙা করে' সরযূ বল্‌ল, 'ভুল হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সত্যি কথা শুনবে?'

সরযূ মুখ তুল্‌লো। রমাপতি তাকে শুনিয়ে দিল, 'এটা আমার খুব বড় গৌরব যে তোমার মত ছাত্রীকে পড়াতে পেয়েছি। তুমি যে চল্‌তি নিয়ম মানো নি এর চেয়ে বড় তৃপ্তি আর আমার কিছুতে নেই সরযূ! যাক্‌, আজকে কি পড়বে বল।'

'ফিলজফি!'

'আচ্ছা সরযূ, আমি এই যে মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট কালের জন্য চাকরী করতে আসি নে তার জন্যে তোমার কিছু অসুবিধে হয় না?'

'কি যে বলেন আপনি!'

'কিন্তু কি মনে হয় তোমার বলবে না?'

সরযূ এবার না হেসে থাকতে পারল না। বল্‌ল, 'আপনার সম্বন্ধে মনে হওয়ার আর শেষ হয় না কিন্তু! হয় ত খুঁজলে দেখা যেত আপনি রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে, কিম্বা শ্মশানে! সেখানে যদি না পাওয়া যায় ত জানবো কোনো দুর্ভিক্ষ মহামারীর দেশে গিয়ে অন্নবস্ত্র বিলোচ্ছেন, নয় ত কোনো দূর রেল-ষ্টেশনের ছোট ওয়েটিং-রুমে বসে' ভগবানের অনস্তিত্ব প্রচার করছেন—আপনাকে সহজে জান্‌তে পারা যায় না এইটুকুই শুধু জানি আপনার সম্বন্ধে।'

রমাপতি হেসে বল্‌ল, 'অত্মপ্রশংসা নয়, কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ শুনতে আমার বেশ লাগে সরযূ।'

সরযূ বল্‌ল, 'সত্যি মাষ্টারমশাই, বিশ্বাস করুন, আমি বি-এ পাশ না করতে পারি দুঃখ নেই, কিন্তু আপনার ছাত্রী হতে পাওয়াটা আমার পক্ষে খুব বড় কথা।'

রমাপতি বল্‌ল, 'তোমার আমার কথা বলছি নে, কিন্তু যারা হৃদয় দিয়ে মেয়েদের জয় করতে যায় তারা পাগল; স্নেহ, প্রেম আর মমতা নিয়ে কোনো মেয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়া সস্তা প্রেমিকের লক্ষণ। মেয়েরা শুধু কথার পুঁতুল! কিন্তু তবু আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ সরযূ।'

'কেন বলুন ত?'

'আমি কিছুকাল আগে একটি মেয়েকে পড়াতাম, যতক্ষণ থাকতাম, মেয়েটির জ্যেঠামশাই বসে থাকতেন দরজার কাছে একটি মাদুর পেতে।'

সরযূ বল্‌ল, 'আমার দাদা আপনাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করেন।'

রমাপতি বল্‌ল, 'শ্রদ্ধা জিনিসটার কথা ভাবলে আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়। কাঁচের চেয়েও এ জিনিসটা সহজেই অল্প আঘাতে ভেঙে যায়। আমার মনের দিকে তাকিয়ে তুমি যদি শ্রদ্ধা করতে শেখ তা হলে' আমার বড় বড় ত্রুটিও তুমি উপেক্ষা করে' যেতে পারবে।' মানুষের ব্যবহারকে তাচ্ছিল্য করে' তার আদর্শকেই বড় করে' দেখা উচিত।'

বক্তৃতার নেশা যেদিন ধরে রমাপতির সেদিন এই অবস্থাই হয়।

বিকাল পার হয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল। পশ্চিম দিকের জান্‌লায় খানিকটা রক্তরশ্মি পড়ে' ঘরের মধ্যে একটি আবছায়া গোধূলির আবহাওয়া এনেছিল। পড়াশুনোর কথা দু'জনে ভুলেই গেছে।

সরযূ বল্‌ল, 'আপনার বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করাটা খুব অন্যায় হবে রমাপতিবাবু? এতদিন আমি সাহস করে'—'

'কিছু না, ও আমি মুখস্থই বলতে পারি। একটি স্বাস্থ্যবতী নারী আছেন, মৃদু-স্বভাব, স্বল্পভাষিণী। আমার ধারণা তাঁর সমস্ত মন, সমস্ত দৃষ্টি আমার প্রতি আলোর শিখার মত উঁচু হয়ে আছে। এমন সতী-সাধ্বী মেয়ে বাংলা দেশে দুর্লভ। সুবিধা পেলেই তিনি আমার স্ত্রী বলে' নিজের পরিচয় দেন। আর একটি শিশু আছে তার আটপৌরে নাম টুটু, পোষাকী নাম অমরকুমার। লোকে জানে আমিই তার পিতা। ওই নারীটি আর শিশুটি শুন্‌তে পাই আমাকে অবলম্বন করে' বৃহৎ জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ, আত্মসম্মান, প্রতিষ্ঠা—এ সবের জন্য নাকি শুধু আমিই দায়ী। ভাবতে পারো, দু'টি প্রাণী নিরন্তর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, যেদিকেই তারা মুখ ফেরায় আমাকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না, তারা যা কিছু ভাবে, শুধু আমাকেই কেন্দ্র করে'? ভাবতে পারো?'

সরযূ বল্ল, 'এ ত সবাই জানে মাষ্টারমশাই, সেই ত আপনার সংসার। এ ত আর কিছু নতুন নয়।'

'নতুন ত কিছু নয় সরযূ, নতুন করে' দেখাটাই হচ্ছে আসল কথা। আমি ভাবি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার শিক্ষা যার হ'ল না, পরের দায়ীত্ব ঘাড়ে নেবার শিক্ষা তার হ'ল কোথায়? একটি মেয়ে যদি ভাবতে আরম্ভ করে যে আমি তার স্বামী, প্রেমিক, আশ্রয়দাতা, জীবন-মরণ—তা হলে' আমার পক্ষে সে-বন্ধন, কত বড় বল ত? যে-নদী পথ হারিয়ে মাঝপথে শুকিয়ে যায় তার কথা বুঝি, কিন্তু যে নদীর স্রোতকে তুমি বাঁধতে চাইলে সে কি করবে বল দেখি? আমার জীবনে সব চেয়ে বড় বিস্ময় যে একটি বিশেষ নারীর বোঝা আমার পিঠের ওপর। মা-বাপের অদূরদর্শিতার ফলে এ বোঝা আমাকে বইতে হচ্ছে।'

মুগ্ধচিত্তে সরযূ তার কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার বল্ল, 'এসব কি আপনার মনের কথা মাষ্টারমশাই?'

রমাপতি বল্ল, 'মনের কথা আরো খারাপ, তোমার মত আধুনিক মেয়ের কাছেও আমি সে সব কথা প্রকাশ করতে পারি নে।'

দরজার বাইরে কার পায়ের শব্দ হ'ল। সরযূ মাথা তুলে বল্ল, 'দাদা যে, এত সকাল সকাল আজ ফিরলে?'

রমাপতির দিকে তাকিয়ে হেসে নমস্কার করে' জ্যোতিষ বল্ল, 'আর ভাই সকাল সকাল! সকাল বেলা খেয়ে-দেয়ে যাই, আলিপুরের চৌকিতে বসে' পা টন্ টন্ করতে থাকে! ভাবি দেশটা কি সত্যিই সাধু হয়ে গেল? মামলা-মকদ্দমা কি তারা আর করবে না?'

তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে রমাপতি ও সরযূ দু'জনেই হেসে উঠল।

জ্যোতিষ বল্ল, 'জলখাবার আর বাস্ ভাড়াটা পর্য্যন্ত ওঠে না—মাষ্টারমশাই, আপনিই বলুন ত, 'প্রেষ্টিজ্' আর থাকে কেমন করে'?'

'থাকে !' রমাপতি বল্ল, 'ওকালতী ছাড়বার জন্ম যদি আপনি ব্যর্থ উকীলদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। যেমন এদেশের রাজনীতি আর কি ! দেশের উপকার যখন আর কোনো দিকে করতে পাচ্ছি নে তখন বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠা চাই বৈকি ! নইলে খ্যাতি হয় কেমন করে ?'

ভাই-বোনে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠ্ল। জ্যোতিষ বল্ল, 'আমরা অন্ধকারে থেকে থেকে ভুলেই গেছি যে আলো বলে' কোনো বস্তু আছে !' বলে' সে সুইচ্‌টা টিপে দিতেই সমস্ত ঘরখানা অকস্মাৎ আলোয় হেসে উঠল।

সরযূ বল্ল, 'এ লজ্জা তুমি দিতে পারো না দাদা, আলোর কথা ভুলি নি, আমরা শুধু জ্বাল্‌বার লোকটির অপেক্ষায় ছিলাম।'

রমাপতি বল্ল, 'জ্বালা যখন হ'ল তখন দেখি সে আলো কী শক্তিহীন। ঘর ছেড়ে সামান্ত জান্‌লার বাইরেটাকেও সে আলোকিত করতে পারে নি ! সারা পৃথিবীকে যে আলো দিতে পারে সে সূর্য্য, সখের দীপালি নয়—নৈলে সূর্য্যের পরে অন্ধকারই মানায়।'

'হার মানলাম। বলে' জ্যোতিষ হাসতে হাসতে বল্ল, 'আমার চা খাওয়া হলে' এ-কথাটাকে আর একটু টানতে পারতাম, কিন্তু সরযূর বি-এ পাশ করাই চাই।'

জ্যোতিষ গানের একটা কলি ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে ভেতরে চলে' গেল।

রমাপতি বল্ল, 'আজ বইয়ের পাতাটি পর্য্যন্ত খোলা হ'ল না সরযূ।'

সরযূ হাসিমুখে বল্ল, 'যে-পড়াটা এতক্ষণ হ'ল তা নিতান্ত কম নয় মাষ্টারমশায়ই। আপনারও এক ঘণ্টা ছেড়ে আড়াই ঘণ্টা হয়ে' গেল। এখন আর কোথাও যাবেন নাকি ?'

রমাপতি বল্ল, 'তাই ভাবছি, এখন রাস্তায় বেরিয়ে একটিমাত্র পথ আমার খোলা আছে, যে-পথটি সোজা আমার স্ত্রীর দিকে চলে' গেছে।

সেই পুরোনো, একঘেয়ে, বিরক্তিকর রাতের জীবন সুরু হবে। সেই দেখবো ভালবাসার অতি পরিচিত ভঙ্গী—তিনি দেবেন পা ধোবার জল, আসন পেতে ঠাঁই করবেন, সন্তানকে কাছে নিয়ে যত্ন করে' খাওয়াতে বলবেন, পানের রেকাবিতে চুণটুকু পর্য্যন্ত দিতে ভুলবেন না, যদি ডেকে একটু গল্প করতে যাই তিনি মনে মনে ধন্য হয়ে' মুখে একটু অভিমানের সুর আনবেন, অতি-বাৎসল্যের ঝোঁকে ছেলেটির ভবিষ্যত নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন, তাঁর সারাদিনের পরিশ্রমের ওপর আমি কতক্ষণে একটু সহানুভূতি ও করুণা বর্ষণ করবো, মনে মনে তিনি তার অপেক্ষা করবেন। এমনি করে' ধীরে ধীরে রাত ঘনিয়ে আসবে, ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়বে, বাইরের অনাবশ্যক আলোটা নিবিয়ে দিয়ে তিনি পায়ের কাছে এসে বসবেন, আমি কতক্ষণে খবরের কাগজটি পড়া শেষ করবো তিনি তার অপেক্ষা করবেন, আমি কি কথা বললে তিনি কি জবাব দেবেন তা গুনিয়ে রাখবেন—অর্থাৎ সেই প্রতিদিনের পুনরভিনয় আর কি।'

রমাপতি উঠে দাঁড়াল। চটি জুতোটি পায়ে দিয়ে সরযূ বল্‌ল, 'একটু দাঁড়ান, দাদাকে একবার বলে' আসি।'

দালানে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে সে ওপরে উঠে গেল, এবং মিনিট দুই পরে ঠিক তেমনি টক্ টক্ করে' নেমে এসে বল্‌ল, 'চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।'

'কোন্‌দিকে যাবে ?'—'চলুন পার্ক-এর দিকে যাই।'

তিন

একটা বড় বাগানের ভিতরে দু'জনে এসে ঢুক্‌লো। মাথার ওপর অবারিত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র তাদের দিকে তাকিয়েছিল, নিচে তারা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে চলেছে। দূরে এক-একটি গ্যাসের বাতি জ্বল্‌ছে।

সরযূ বল্‌ল, 'চলুন রমাপতিবাবু, জলের ধারে গিয়ে বসি গে, ওই যে, আমাদের জন্যে কে একটা বেঞ্চি খালি রেখে গেছে।'

রমাপতি স্বপ্নের মধ্যে পথ চল্‌ছিল। বল্‌ল, 'আমাদের জন্যেই বটে, চল—জলের ধারে বসলে মনের গভীরতা বেড়ে যায়।'

বেঞ্চিতে এসে দু'জনে বসলো। রমাপতি বল্‌ল, 'তোমার কাছে আমি কখন্ মাষ্টারমশাই আর কখন্ রমাপতিবাবু তা অনেক সময়ে বুঝতে পারি। তুমি যখন নিজের কথা বলতে চাও তখনই কাছে ডাকো, অন্য সময় আমি তোমার মাষ্টারমশাই ছাড়া আর কিছু নই।'

সরযূ কথা বল্‌ল না। একটি মুহূর্ত্তের জন্য রমাপতির কথাগুলিকে নিজের অনুভূতিতে স্পর্শ করে' আবার উদাসীন হয়ে' গেল।

নিঃশব্দে বহুক্ষণ কেটে যাবার পর রমাপতি বল্‌ল, 'প্রায় সাত মাস হ'ল তোমাকে পড়ানো সুরু করেছি সরযূ, তুমি আমার যোগ্য ছাত্রী কিম্বা আমি তোমার যোগ্য শিক্ষক সে-কথা বলছি নে, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি তোমার মধ্যে বহুতর সম্ভাবনা। আমি শুধু কথাই বলে' যাই কিন্তু তোমার ভেতর দিয়ে এই দুর্ভাগা দেশের বিধাতা যদি মেয়েদের শিক্ষার ধারাকে লোকের চোখে চিনিয়ে দিতে পারে তা হলে' সেদিন আমায় স্মরণ ক'রো। আমি নিজের শক্তিকে চিনি বলেই বলছি, আমি সমস্ত দেশে এক নতুন প্রেরণা ছড়িয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু না, তা হবার যো নেই—আমার মাথায় লাঠি মেরে রেখেছে।'

'কেন, আপনার বাধা কি মাষ্টারমশাই?'

'বাধা যেটা, সেটা আমার লজ্জা, অন্ততঃ সে কথাটা প্রকাশ করে' ফেল্লে আমি আর কাপুরুষ বলে' পরিচয় দিতে পারবো না।'

সরযূ রমাপতির পানে চেয়ে রইল।

একটু চুপ করে থেকে রমাপতি আবার বল্‌ল, 'তুমি জানতে চাইছ,

আমার গলাটা কোথায়। কিন্তু তার যে কোনো সংজ্ঞা নেই। গাছের ফল আছে, ফুল আছে, সবুজ পাতা আছে, মূল, কাণ্ড সবই আছে কিন্তু সেটা হচ্ছে বিষবৃক্ষ। আমার যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে মানুষের ধ্বংসের বীজ। আমার সকল প্রেরণার গোড়ায় সেই কলঙ্কের দাগ।'

সরযূ বল্‌ল, 'আজ হয় ত একলা এই বাগানে রাতের বেলা আপনার পাশে বসে' এ কথা বুঝবো না মাষ্টারমশাই—আপনার সমস্ত মহত্ব নিয়ে কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট অন্ধকারের দিকে আপনার আত্মলোপ ঘটবে, একটি স্ত্রী আর সন্তান নিয়ে অবজ্ঞাত অখ্যাত মানুষের মত নিতান্ত নগণ্য হয়ে' জীবনযাত্রা শেষ করে' যাবেন—যে আন্‌ল এত বড় স্বপ্ন, এতখানি আলো—না মাষ্টারমশাই, সে কথা ভাবলে আমার কান্না পায়।'

রমাপতি বল্‌ল, 'তা হোক্, তুমি বল্‌ছ অত্যন্ত সাধারণ কথা। মহত্বর চেয়ে মানবত্ব অনেক বড়।'

সরযূ বল্‌ল, 'মানবত্ব মহত্বকে বাদ দিয়ে দাঁড়াতে পারে ?'

'পারে না, তবু তার একটা পরিমাপ আছে। মহত্বই সব নয়। তুমি কি বল্‌তে চাও, মহত্ব প্রচার করতে গিয়ে আমি আমার জীবনকে ব্যর্থ করে' দেবো ?'

'জীবন বলতে আপনি কি মনে করেন ?'

'রক্তের তেজস্বিতাকেই আমি বল্‌বো জীবন। একে আমি প্রচলিত রীতি-নীতির পায়ে অঞ্জলি দিয়ে খর্ব্ব করতে পার্‌বো না। এ তেজ হচ্ছে দুর্ব্বার, অদম্য। এর সংযম বুঝতে পারি, শাসন বুঝতে পারি নে।'

'আপনি কি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট নন ?'

আকাশের অনন্ত বিস্তারের দিকে রমাপতি একবার চোখ তুলে' তাকালো। তার দু'টি দৃষ্টি যেন বহুদূরে ডানা মেলে উড়ে চলেছে। সেইদিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল, 'একটুও না।'

'আমাকে বলতে কি আপনার বাধ্‌ছে ?'

রমাপতি তার মুখের দিকে তাকালো। সরযূর কালো দু'টি চোখের তারায় দূরে গ্যাসের আলো এসে পড়েছিল। সে বল্‌ল, 'ওরকম করে' চেয়ে থাক্‌লে কিন্তু আর আমার শোনা হবে না মাষ্টারমশাই।'

রমাপতি একটু হাস্‌ল। এবং হাসিমুখেই সে বসে' রইল অনেকক্ষণ। তার পর একসময় গা ঝাড়া দিয়ে বল্‌ল, 'চল উঠি, এখানে এমনি করে' ব'সেই বা কি হবে!'

দু'জনেই উঠ্‌ল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সরযূ বল্‌ল, 'খুব কিন্তু সাম্‌লে নিয়েছেন আপনি। নিজের কথা আর একটু হলেই বলে' ফেলেছিলেন!'

'সব কথাই কি প্রকাশ করা সঙ্গত ?'

'তা বলে' মনের ভাষা চেপে রাখাও স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়!'

রমাপতি ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালো। তারপর বল্‌ল, 'বল্‌ব না এ আমি প্রতিজ্ঞা করি নি সরযূ, তুমি স্ত্রীলোক না হলে' এতক্ষণে অকপটেই বলতাম।'

পার্ক থেকে বেরিয়ে দু'জনে রাস্তায় পড়ে' চল্‌তে লাগল। সরযূ তারপর থেকে আর মাথা তোলে নি। তট যেমন নদী-প্রবাহে একটু একটু করে' ক্ষয়ে' সমান হয়ে যায়, রমাপতি তেমনি বিশ্বাস ও শৃঙ্খলাকে একটু একটু করে' নষ্ট করেছিল। রমাপতির কথায় তার সমস্ত মন কণ্টকিত হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু ভালোও লাগে। তার স্মৃতির আকাশে রমাপতির এতদিনকার প্রত্যেকটি কথা জ্যোতিষ্কের মত জল্‌ জল্‌ করছে।

খানিকক্ষণ পরে সরযূ ডাক্‌লো, 'মাষ্টারমশাই!'

রমাপতি বল্‌ল, 'কি বল ?'

'আপনি কি ভালবাসা মানেন না ?'

'মানি বৈ কি। ভগবানও মানি। আমি আছি আর এরা নেই তা কখনও হতে পারে? আমি সামান্য হাঁচি-টিকটিকি-মাদুলিটি পর্য্যন্ত মানি।'

'কিন্তু আপনার কথাবার্ত্তায় ত তা ধরবার যো নেই!'

'শুধু কথায় নয়, কাজেও আমি এদের প্রশ্রয় দিই নে। প্রেমের সঙ্গে যদি আমার মনের যোগাযোগ না থাকে সেকি আমার দোষ! দুর্ব্বলের বাঁচবার আশ্রয় আর নির্ব্বোধের হৃদয়াবেগকে যদি আমি এড়িয়ে চলতে চাই তা হলে' অন্ততঃ তুমি আমায় ভুল বুঝবে না আশা করি।'

সরযূ বল্‌ল, 'ভালবাসা কি আপনার কাছে নির্ব্বোধের হৃদয়াবেগ?'

রমাপতি বল্‌ল, 'তোমরা যাকে বলো 'ভালবাসা', 'প্রেম'—তা হচ্ছে মিহি মেয়েলিপনা, দুর্ব্বল উচ্ছ্বাস।'

পথ ফুরিয়ে এসেছিল। সরযূ বল্‌ল, 'ভারি অন্ধকার, আমার বাসা অবধি যাবেন ত?'

'চল।'

'কাল আপনি কখন্ আসবেন মাষ্টারমশাই?'

রমাপতি হেসে বল্‌ল, 'না এলে মাইনে কাটবে?'

রমাপতির হাতটা একটু ঠেলে দিয়ে সরযূ বল্‌ল, 'আপনার কথার ছিরি! আমি কি তাই বল্‌লাম?'

রমাপতি বল্‌ল, 'তোমাকে যদি পরীক্ষায় পাশ করতে হয়, তা হলে' আমাকে একটু এড়িয়ে চলা দরকার।'

সরযূ বল্‌ল, 'সবাই কি পাশ করে?'

'তাতে যে আমার বদ্‌নাম! আমার হাতে কেউ ফেল্ করে নি!'

'আপনি প্রেমকে মানেন না, বদ্‌নামকেই বা মানেন কেন?'

'ওটা আমার মূলধন।'

'তা হোক, আপনাকে নিয়মিতই আসতে হবে।'

আর সে দাঁড়ালো না, তাড়াতাড়ি ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চটি জুতোর শব্দ করে' ওপরে উঠতে লাগল।

সে রাত্রে ভগ্নীর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কয়ে' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় জ্যোতিষ বলে' গেল, 'রাত অনেক হয়েছে সরযূ, আজকে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার জন্যে যদি তোকে ফেল্ করতে হয় তা হলে' দুঃখিত হ'ব না।'

সরযূ বল্‌ল, 'তুমি মনে কর তোমার ঘুম পেলেই বুঝি পৃথিবীশুদ্ধ লোক ঘুমে ঢুলে' পড়ল ?'

দরজাটা একটু ভেজিয়ে বেরিয়ে গিয়ে জ্যোতিষ বল্‌ল, 'বেশ ত, আমাকে বাদ দিয়ে যদি এই সমস্ত পৃথিবীকে জাগিয়ে রাখতে পারিস্ ত একবার চেষ্টা করে' দেখ্।'

তোড়জোড় করে' বই-খাতা নিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে সরযূ বস্‌ল। তার মুখের চেহারাটা যদি বইয়ের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে ত সে বাঁচে। কিন্তু আজ রাত্রে তাব চোখে ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

জান্‌লার কাছে একবার এসে সে দাঁড়াল। অন্ধকার গগনের অসীম বিস্তারের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো রমাপতিরই কথা। জীবনে কত বড় অভিশাপ নিয়ে এসেছে, সমস্ত পেয়েও যে তৃপ্তি পেল না, প্রেমকে অস্বীকার করে' প্রবৃত্তিকেই যে সংসারে বড় করে' দেখল, তার দিন কি নিয়ে কাটবে ? সমাজের কক্ষচ্যুত সে গ্রহ, রিক্ত, পথহীন। আকাশের নিচে দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্যকে সে দলিত করে' চলেছে একা, পরিচয়লেশহীন ! কিন্তু তার পাশে নিজের যে-মূর্ত্তি সরযূ কল্পনা করল তা এতটুকুও সুখকর নয়। এই ছাত্রী-জীবনে যাকে সে ভালোবেসেছিল,

সে রমাপতি নয়। যাক্ সে কথা। প্রেম তখনই বড় হয়ে' ওঠে যখন তার মূর্ত্তি বেদনার, কারুণ্যের। অশ্রুর অশ্রুত ভাষায় ভালোবাসার গভীরতা বাড়ে। তবু রমাপতি তাকে মুগ্ধ করেছে, বিস্মিত করেছে, অন্ধ করেছে। এই কয়মাসে একটু একটু করে' তার ব্যক্তিত্ব, তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, তার আত্মবিচারের ধারা নিজের মধ্যে সে ডুবিয়ে দিয়েছে। সরযূ আজ অসহায় একটি মূঢ় মুগ্ধ নারী ছাড়া আর কিছু নয়। রমাপতিকে কাটিয়ে ওঠবার কোনো শক্তিই আজ তার আর নেই। সমস্ত রাত্রি জেগে জেগে সরযূ এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

দিন আষ্টেক পরে একটি দিনের সন্ধ্যার কথা বল্‌ছি।

মোটর থেকে নেমে সরযূ বল্‌ল, 'এবার বাসায় ফিরবো ত ?'

রমাপতি বল্‌ল, 'কি আশ্চয্যি, আমি কি তোমার পথ-নির্দ্দেশক ?'

ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রমাপতি বল্‌ল, 'চল তোমার বাসার দিকেই ত যেতে হবে, তোমার যে আবার পড়া বাকি।'

'না না, আজ থাক্—আজ আর পড়বো না। ফেরবার সময় আমি একাই ফিরবো।'

'তা হলে' এখান থেকেই যদি যাও ত বাসা কাছে হবে।'

সরযূ একবার পিছন ফিরে তার বাসার পথের দিকে তাকালো। বাসায় ফিরতে সে যেন কোথায় আতঙ্কে সঙ্কুচিত হয়ে' পড়েছিল। বল্‌ল, 'থাক্, চল আর একটু যাই তোমার সঙ্গে, চল এই বাঁ-দিক দিয়ে।'

দু'জনেই চল্‌ল সুমুখের একটা পথ ধরে'। দু'জনের আলাপের মধ্যে আর যেন কোনো সজীবতা নেই, উত্তাপ নেই।

কিছুদূর গিয়ে রমাপতি বল্‌ল, 'ঠিক হয়েছে, যাবে আমার একটি

মাসতুতো বোনের কাছে? আমি তাকে গান শেখাচ্ছি কিছুদিন ধরে'। মেয়েটিকে তোমার হয় ত ভালও লাগতে পারে।'

সরযূ গা ঝাড়া দিয়ে বল্‌ল, 'চল। একটা গানও না হয় শুনে আসা যাবে।'

সন্ধ্যা তখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি। পথ চল্‌তে চল্‌তে সরযূ বল্‌ল, 'দাদা জানেন আমি এক বন্ধুর বাড়ীতে নেমন্তন্নে গেছি।'

'বেশ ত।'

সরযূর মনে কোথায় যেন একটা বিক্ষোভ জেগে উঠেছিল। তবু শান্ত মৃদু কণ্ঠে সে বল্‌ল, 'জানো, দাদার স্নেহার্দ্র দৃষ্টির নিচে আমি মানুষ হয়েছি? আমার সম্বন্ধে ওঁরা অনেক আশা, অনেক সম্ভাবনা মনে মনে পোষণ করেন! বি এ পাশ করবার পরেই আমার বিয়ে দেবার জন্যে সবাই ব্যগ্র, পাত্রও প্রস্তুত, তা জানো?

'এ ত খুব ভালো কথা!'

'ভালো কথা বটে, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমার সমস্ত ভবিষ্যতই অন্ধকার।' সরযূর গলা ধ'রে এল।

রমাপতি বল্‌ল, 'মেয়েরা ভাবপ্রবণ হলেই ঘটে বিপদ। জীবনের ছোট ছোট ঘটনাকে ঘোরালো করে' গম্ভীরভাবে তোমরা বিচার কর কেন? সমস্তই একটা অর্থহীন ছেলেখেলা এ কথা বোঝা কি এতই কঠিন? আত্মবিচার যে করে সে পঙ্গু!'

সরযূর একটা হাত ধরে' ঝাঁকুনি দিয়ে রমাপতি আবার বল্‌ল, 'সোজা হয়ে চল, এই যে আমরা এসে পড়েছি।'

বাইরে থেকে সাড়া না দিয়েই একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দু'জনে ওপরে উঠতে লাগল। ওপরের সিঁড়িতে উঠে রমাপতি ডাক্‌লো, 'সুবালা?'

'ছোড়দার গলা না?' বলে' বছর ষোল বয়সের একটি মেয়ে

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুন্দর মুখশ্রী, নধর সুপরিপূর্ণ দেহলতা।

রমাপতি বল্‌ল, 'দাঁড়া চুপ করে', আগে এঁর সঙ্গে পরিচয় করে' দিই। ইনি আমার ছাত্রী সরযূ রায়, এবার বি-এ পরীক্ষা দেবেন। আর ও-মুখপুড়িকে দেখেই বুঝতে পাচ্ছ, কে! নামও জেনেছ।'

'ওঁর কথা ত তুমি অনেকবার বলেছ আমার কাছে ছোড়দা—আসুন, আপনাকে ভারি ক্লান্ত মনে হচ্ছে!'

সরযূ বল্‌ল, 'এলাম আপনার গান শুন্‌তে। আমার আবার গান গাওয়াটা কেমন আসে না।' বলে' সে উঠে এসে জুতো ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুক্‌লো।

রমাপতি বল্‌ল, 'মৃত্যুঞ্জয় বুঝি আসে নি এখনও আপিস থেকে? বলি আগে চা খাওয়াবি, না এসেই ষাঁড়ের আওয়াজ ধরবো?'

সুবালা ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌ল, 'কবে তুমি চা খাবার আগে গান গেয়েছ ছোড়দা? দাঁড়াও, আজ তোমার অভ্যর্থনা একটু দেরীতে হলেও চল্‌বে। সরযূদিদি, ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন বলা রইল।'

সরযূ হাসবার চেষ্টা করে' বল্‌ল, 'তা হলে' ত্রুটি কিছু করে' মহত্ব দেখাবার সুবিধেটুকু আগেই দাও না ভাই।'

সুবালা শুধু হেসে তার উত্তর দিল। চায়ের জল ষ্টোভ-এর ওপর চাপিয়ে দিয়ে সে হঠাৎ বল্‌ল, 'হ্যাঁ মনে পড়েছে, আচ্ছা ছোড়দা, শোনো ত এদিকে, একটা কথা বলি?'

সিঁড়ির একান্তে রমাপতিকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি চোখ রাঙিয়ে সুবালা বল্‌ল, 'তুমি কি ভেবেছ বল ত? তোমার জ্বালায় কি লোকের কাছে মুখ দেখানো বন্ধ করবো? তোমাকে নিয়ে কি কথা রটেছে তা জানো?'

রমাপতি অগ্রজের যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বল্ল, 'রটনা ছাড়া ত আর কিছু নয়।'

'দেখো ছোড়দা, সাধু সেজো না বলছি, ঘটনাকে রটনা বলে' চালিও না। গান শোনাবার নাম করে' আর কোথাও তুমি প্রমীলাদিকে নিয়ে অমন করে' ঘুরতে বেরিও না।' কে নাকি কবে তোমাদের লেক্-এর ধারে বসে' হাসি-ঠাট্টা করতে দেখেছিল।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। একথা মনে রেখো।'

সুবালা তাড়াতাড়ি আবার এধারে এল। মুখ বাড়িয়ে সরযূর উদ্দেশে বল্ল, 'বৌদিদির কথা পেড়ে গুণধর দাদাকে একটু শাসন কচ্ছিলাম। আলোর নিচেই যে থাকে, অন্ধকার ভোগ তাকেই করতে হয়।'

সরযূ মাথা হেঁট করে' ছিল! তার বিনয়-নম্রতা দেখে সুবালা মুগ্ধ হয়ে গেছে।

চা এবং জলযোগের পর বস্‌লো গানের বৈঠক। সরযূর সম্মুখে রমাপতি এই প্রথম গান গাইল—

"এবার বুঝি যাবার বেলা হ'ল,
ক্ষতি কি তাহে যদি-বা তুমি ভোল।
যাবার রাতি ভরিলে গানে,
এই কথাটি রহিল প্রাণে,
ক্ষণেক-তরে আমার পানে
করুণ আঁখি তোল'।"

সরযূর চোখ ততক্ষণে জলে ভরে' উঠেছে। সুবালা ফোঁস করে' ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বল্ল, 'নাঃ, আর যাই হোক ছোড়দার ওপর রাগ-অভিমান করা চলে না।'

রমাপতি চমৎকার গান গায় এবং তারই প্রশংসা করতে গিয়ে দুইটি নারীর হৃদ্যতা আরো বেশী বেড়ে গেল। রমাপতি একখানা খবরের কাগজ নিয়ে যখন ওল্টাতে লাগল, সেই অবসরে সুবালা পা ছড়িয়ে সুরু করল রাজ্যের আলাপ-আলোচনা। সুবালা ঠিক হেমন্তের পরিপূর্ণ নদীটির মত। কূলপ্লাবিনী সে নয়, নিজের সীমার মধ্যে থাকাই তার রূপ। হাতে চুড়ি, বালা, সীমন্তে সিঁদূর, পরণে রাঙা পাড় শাড়ী, উজ্জ্বল দু'টি চোখে আনন্দ-দীপ্ত হাসি, পায়ে আল্‌তা—দেখে দেখে সরযূর আর আশ মেটে না। এই সুসজ্জিত ঘর, দেওয়ালে টাঙানো কতকগুলি ছবি, পরিষ্কার বিছানাটি, পরিচ্ছন্ন গৃহ-সজ্জাগুলি—সমস্তগুলির আড়াল থেকে একটি অচঞ্চল তপস্যালব্ধ প্রেমের ব্যঞ্জনা আত্মপ্রকাশ করছে!

খবরের কগজখানা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রমাপতি বল্‌ল, 'আমি পাশের ঘরেই আছি।' বলে' সে বেরিয়ে গেল।

'পালিও না যেন। খেয়ে দেয়ে যেও ছোড়দা।'

পাশের ঘরে এসে আলোটার কাছে বসে' অগভীর মনোযোগের সঙ্গে খবরের কাগজের একটা জায়গা সে পড়তে লাগল। একটি বিজ্ঞাপন। আসাম দেশের কৃষ্ণগড়ের মহারাজা আছেন দিল্লীতে, তাঁর পরিবারবর্গ সেখানে যাবেন। তাঁদের সেখানে পৌছে দিয়ে আসার জন্য একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং ভদ্র যুবকের প্রয়োজন। সমস্ত ব্যয়ভার, আহারাদি এবং কয়েকদিনের দক্ষিণা মহারাজা বহন করবেন। বিশেষ বিবরণের জন্য বালীগঞ্জের কোন এক ঠিকানায় আবেদন জানাতে হবে।

কাগজের তারিখটা রমাপতি উল্টে দেখল। আজকের তারিখই বটে। আনন্দে ও উত্তেজনায় সমস্ত শরীর, শিরা-উপশিরা পর্য্যন্ত তার রোমাঞ্চ হয়ে' উঠল। পথের প্রতি মমতা যে তার চিরদিনের! পথে বেরিয়ে দেশে দেশে ঘুরে যে নিজেকে নব নবরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছে

সেই ত জানে জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যের আস্বাদ কেমন! পথে চলে' চলে' নিজেকে আবিষ্কার করে' বেড়াবার আনন্দ!

কতক্ষণ রমাপতি এমনি ভাবে বসে রইল। সুবালা দরজার কাছে এসে বল্‌ল, 'সরযূদিদি আমাকে বলে' আজকের মতন চলে' গেলেন ছোড়দা। তোমার অপেক্ষা তাঁর সইলো না। ভাল কথা ছোড়দা, তোমার টুটু কেমন আছে গা? আর বৌদিদি?'

ছোড়দা তখন দিল্লীর পথে ছুটে চলেছে। এসব কথায় তার তখন মন দেবার সময় ছিল না। বল্‌ল, 'সব ভালো আছে, তুই এখন খেতে দে দেখি? তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

'ওরে বাবা, তোমার আজকাল এত? বৌকে ছেড়ে দুদণ্ডও বাইরে থাকতে পারো না?'

'হা হতোস্মি!' বলে' রমাপতি উঠে দাঁড়াল!

সে যখন বাসায় ফিরল তখন রাত অনেক। হিন্দুস্থানী দাই কাজ-কর্ম্ম সেরে তার কুঠরীতে শুতে গেছে। ঘরে ঢুকে রমাপতি দেখল টুটু ঘুমিয়েছে। চৌকাঠের উপর মাথা হেলান্‌ দিয়ে বনলতার তন্দ্রা এসেছিল, স্বামীর পায়ের শব্দে সে সোজা হয়ে উঠে বসল। স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে সব সময়ে সে সাহস করে না, বলতে গেলে থতিয়ে যায়, কিম্বা ঠিক বক্তব্যটি প্রকাশ করতে না পেরে ভিতরে ভিতরে লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে। সে আহত হয়ে চুপ করে' থাকবে সেও ভালো, কিন্তু দৃঢ়তা দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার দুঃসাহসিকতা তার একটুও নেই।

উঠে গিয়ে একটি থালা পেতে খাবার দেবার চেষ্টা করতেই রমাপতি বল্‌ল, 'থাক, আজ আর দরকার নেই। খেয়ে এসেছি।'

ওইটুকুই যথেষ্ট। সামান্য একটি কৈফিয়ৎ চাইবার সাহসও বনলতার

নেই। আজ সে অনেক যত্ন করে কচুরি ভেজেছিল সে আনন্দ তার একেবারে ব্যর্থ হয়ে' গেল।

নিজের আলাদা বিছানাটার ওপর বসে' রমাপতি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। সে যখন নিজের কথা ভাবে তখন সে বিচ্ছিন্ন, একক, তার স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, আত্মীয়-বন্ধু তার কেউ নেই। সে দেখে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিজের সম্ভোগ, নিজের জীবন, নিজের মৃত্যু!

আজ একবার নিজের ঘরের দিকে রমাপতি তাকালো। বিশৃঙ্খল কতকগুলি ধূলি-মলিন গৃহসজ্জার মধ্যে তাদের প্রতিটি দিন কেটে যায়। বছর দুই আগে একবার সে চেষ্টা করেছিল নিজের সংসারটিকে সুদৃশ্য করে' তোলবার। কিন্তু যখনই তার মনে পড়েছিল, এই সন্তান আর স্ত্রীটিকে নিয়ে সমস্ত জীবন তাকে বন্দীর মত কাটাতে হবে, তখনই তার রুচি চলে' গিয়েছিল। অল্পদিনের জন্য সে গৃহী হতে পারে, ধার্ম্মিক হতে পারে, অল্প দিনের জন্য সে মহৎ হতে পারে, সংযত ও উদার হতে পারে, কিন্তু চিরদিনের জন্যই তাকে যে একই চরিত্রের মানুষ হতে হবে এত বড় বন্ধন সে সইবে না। তাকে যদি আজ কেউ বলে, কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে' তাকে জীবন কাটাতে হবে তা হলে' তার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর অন্য গতি নেই। তার চরিত্রটা প্রবৃত্তিমূলক, কিন্তু তাই বলে' যে সে সব সময়ে বহুনারী পরিবৃত হয়ে থাকবে, এত বড় অভিশাপ বিধাতা তাকে যেন না দেন।

আলোটা টিপ্ টিপ্ করে' জ্বল্ছে। একটা বালিশের ওপর মাথাটা কাৎ করে' সে ভাবতে লাগল সরযূর কথা। নারীর জন্যে রমাপতি পারে পরিশ্রম করতে, তপস্যা করতে, দুঃখ এবং নির্য্যাতন সইতে। যাকে পাবার জন্যে বেদনা সইতে হ'ল না, তার ভালবাসার মূল্য কি!

রমাপতি আবার উঠে বস্‌ল। চুপ করে' থাকাটা তার স্বভাব

বিরুদ্ধ। বল্‌ল, 'টুটু বেশ বড় হয়ে উঠেছে, কি বল? মানুষ হয়ে উঠতে আর দেরী নেই!'

কথার জবাব দিতে গিয়ে বনলতা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। উত্তর দেওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না। রমাপতি বল্‌তে লাগল, 'তোমাদের আমি যে যত্ন করতে পারি নে তার জন্যে আমার কোন দোষ দিও না, আমার ইচ্ছা অনুযায়ী যদি আমার চরিত্রকে চালাতে পারতাম, তা হলে' দুনিয়াতে অনেক বড় কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হতো। আজ যদি তোমাকে বলি, তুমি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ তা হলে' সেটা আমার মনের কথা বলে' ধরে নিও।'

বনলতার দুইটি চক্ষু দিয়ে জলের ধারা নেমে এল।

রমাপতি বল্‌ল, 'আমি সন্তানের পিতা এ অপমান আমি সইতে পারি নে। তুমি আমার স্ত্রী এও আমার পক্ষে বদ্‌নাম। যেখানে সামান্যও বন্ধন, আমি সেখানে অতিরিক্ত হিংস্র।—আচ্ছা, টুটু বোধ হয় সাত বছরের হলো, এবার ওকে লেখাপড়া শেখানো দরকার, কি বল?'

'আমার কাছে পড়ে।'

'তোমার কাছে? ও, তা হলে' তুমি মন-মন মায়ে-পো'য়ের যা হোক একটা ব্যবস্থা করে' নিয়েছ বল? নিতান্ত আমার মুখ চেয়ে আর ব'সে নেই, কেমন?'

বনলতা বল্‌ল, 'ওর ত একটা উপায় করা দরকার!'

রমাপতি বল্‌ল, 'ওটা তুমিই করো বনলতা। মায়ের কাছে ছেলের শিক্ষাই সকলের চেয়ে বড়। তোমার মত মায়ের শিক্ষা ওকে ছোট করবে না এই আমার বিশ্বাস।'

তারপর রাত্রি এল ঘনিয়ে। নীচে রাস্তার দোকানগুলি একে একে বন্ধ হয়ে' গেল। একখানা ছ্যাক্‌রা গাড়ীর শব্দ এইমাত্র দূরে গিয়ে

মিলিয়েছে। অনেকক্ষণ পরে বনলতা উঠে এসে দেখলো, রমাপতি ঘুমিয়ে পড়েছে।

শেষ কথাটিতে তার প্রতি রমাপতির যে শ্রদ্ধাটুকু প্রকাশ পেয়েছিল, অন্তরের সমস্ত দরজাগুলি একে একে বন্ধ করে' দিয়ে সেইটিকে নিয়ে সে চুপি চুপি চুম্বন করতে লাগল। আজ যদি তার চোখে ঘুম না আসে, তবে সে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েই রাত কাটাবে। অশ্রুজলে অন্ধকার দৃষ্টি নিয়ে সে কেবলই ভাবতে লাগল, রাত পোহাবার আগে বাতিটি সে নিবোবে, না এমনি জ্বালিয়ে রাখবে! ভাবতে ভাবতে তারও তন্দ্রা এল!

চার

বালীগঞ্জের একটি বাড়ীর ফটকের ভিতর রমাপতি এসে ঢুক্‌লো। লাল সুরকির একটি পথ দু'দিক থেকে ঘুরে দালানের ওপর উঠে গেছে। দু'ধারে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। আয়াপানির চারা দিয়ে বাগানের সীমা নির্দ্দেশ করা। বাগানের মাঝখানে একটি ফোয়ারার মাথার পাইপ-এর মুখে একটি কাঁচ্‌কড়ার বল্‌ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জলের তোড়ের সঙ্গে বল্‌টা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌ছে।

একটি বৃদ্ধ লোক নাকের নীচে চশমা জোড়া নামিয়ে বারান্দা পার হয়ে ভিতরে যাচ্ছিলেন। রমাপতির আপাদমস্তক একবার তাকি য়ে হেসে বললেন, 'বিজ্ঞাপন দেখে ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'নড়ে' চড়ে' বেড়ানো অভ্যেস আছে বাপু? ওই যার নাম অভিজ্ঞতা?'

'আছে বৈ কি।'

'দাঁড়ান, খবর দিই ভেতরে। আমার ছেলের নিয়ে যাবার কথা ছিল কিন্তু সে ভুগ্‌ছে ম্যালেরিয়ায়।'

রমাপতির সুন্দর চেহারাটা তাকে অনেক কাজে অনেকখানি পথ এগিয়ে দেয়। ভিতরে যাবার সময় বৃদ্ধ আর একবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে একটু গেলেন।

বসবার জায়গা না দিলে কোথাও বসে পড়াটা অসুন্দর। রমাপতি পিছন ফিরে ফোয়ারার বল্‌টার দিকে তাকিয়ে রইল। পায়ের কাছে গাঁদা ফুলের চারার আগ্‌ডালটা প্রায় বারান্দার ওপর উঠে এসেছে। রমাপতি হেঁট হয়ে' হাত বাড়িয়ে অন্যমনস্ক ভাবে একটা গাঁদা ফুল তুলে নিয়ে হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

বৃদ্ধ আবার বেরিয়ে এলেন। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্‌লেন, 'এই হল্‌টা দিয়ে বেরিয়ে ওই যে সিঁড়িটে দেখা যাচ্ছে, ওইটে ধরে' সোজা ওপরে চলে' যান্‌। বৌমা বারান্দায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

রমাপতি বল্‌ল, 'আপনার সঙ্গে কথা কইলে হবে না? আর তা ছাড়া কথা ত এমন কিছু নয়! শুধু—'

'যা বল্‌ছি তাই শুনুন না, বুড়ো মানুষের কথা। আমি এ বাড়ীর সরকার। যান্‌, বৌমা অপেক্ষা করছেন। উনিই এখানকার যা কিছু সব।'

রমাপতি যে আপত্তিটুকু জানিয়েছিল সেটুকু নিজের একটি বিশেষ দিককে লোকের কাছে সৎ বলে পরিচিত করবার জন্যে। বৃদ্ধের কথা শেষ হবার আগেই সে ভিতরে ঢুকে চল্‌লো। হল্‌ দিয়ে উঠোন পার হয়ে' সিঁড়ি ধরলো, তারপর সোজা গিয়ে উঠলো ওপরে।

একটি বর্ষীয়সী সম্ভ্রান্ত মহিলা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। রাঙা পাড় একটি তসরের শাড়ী তাঁর পরণে। রমাপতি নমস্কার করে' দাঁড়িয়ে বল্‌ল, 'আমি আপনাদের নিয়ে যেতে পারি।'

মহিলাটি স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'এ ত নিয়ে যাওয়া নয়, সঙ্গে থাকা, আমাদের একা যাওয়ার কোনো বাধা নেই। তবু পুরুষ মানুষ সঙ্গে না থাকলে ট্রেণে চড়ে বিদেশ যাওয়াটা মেয়েদের পক্ষে শ্রীহীন হয়ে পড়ে। এসো বাবা, ঘরের মধ্যে বসবে এসো।'

ভিতরে ঢুকে রমাপতি একটি চেয়ারে বসলো। মহিলাটি বসলেন একটি মার্কেল পাথরের টেবিলের অপর দিকে। বললেন, 'তিনি রয়েছেন দিল্লীতে, এবার আইন-পরিষদের বড় বৈঠক বসেছে, তাঁর অনেক কাজ। তা ছাড়া বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁকে এখন যখন তখন ট্রেণে আনাগোনা করতে দিতে ত আর পারি নে।'

রমাপতি সংক্ষিপ্ত উত্তরে বল্‌ল, 'তা ত বটেই।'

'আমাদের শুধু দিল্লী যাবারই কথা নয়, ইচ্ছে আছে আরও একটু এদিক ওদিক ঘুরি। তোমার কি অত সময় হবে বাবা?'

রমাপতি বল্‌ল, 'এ ত সময় হওয়ার কথা নয়, ভালো লাগার কথা।' আপনারা যদি ক্লান্ত না হন আমারো কোনো কাজ আট্‌কাবে না।'

মহিলাটি বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পৈরাগকুমারী, দিদি-মণিকে এই খবরটা দাও গে, আমাদের সঙ্গে যিনি যাবেন—এই যে, এসেই হাজির। এঁর সঙ্গে আমাদের যাবার কথা পাকা হয়ে' গেল সবিতা।'

সবিতা হাত তুলে একটি নমস্কার করে' বল্‌ল, 'তোমার আহ্নিকের যোগাড় করে' রেখে এসেছি মা।' তারপর বল্‌স, 'বাবার চিঠি এইমাত্র পেলাম, কাল আমাদের যাওয়াই চাই। আমি ত ভেবেছিলাম আমিই তোমাকে নিয়ে যাবো। গাড়ী বদলও নেই, সুতরাং লিলুয়া আর দিল্লী ত প্রায় একই কথা।'

রমাপতির যাওয়ার গৌরবটা যেন একটু হাল্কা হয়ে' গেল। সে

বলল, 'তা বটে, দূর দেশে একা যাবার আজকাল আর কোনো বাহাদুরী নেই।'

মহিলাটি এর পর বললেন, 'তোমার নাম কি বাবা ?'

'রমাপতি লাহিড়ী।'

'লাহিড়ী ?'

সবিতা ধীরে ধীরে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে পৈরাগকুমারীর হাত থেকে জলখাবারের থালা ও চায়ের 'ট্রে'টা হাতে করে' এনে টেবিলের ওপর রাখ্ল। নিটোল দু'খানি হাতে তার দু'গাছি সোনার চুড়ি চিক্ চিক্ করছে।

উনি এবার বললেন, 'মেয়েলি কৌতূহলের ত্রুটি নিও না বাবা। তুমি কি এখন পড়াশুনো কর্‌ছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আগে এম-এ পাশ করেছি, তারপর পি-আর-এস্, সম্প্রতি পি-এইচ্-ডি হয়ে ভাবছি নতুন বছরে প্রফেসারিটা নেবো কি না।'

প্রশংসায় মহিলাটির চোখ দু'টি উদ্দীপ্ত হয়ে' উঠল। তিনি বললেন, 'তা হলে' নিতান্ত ছাত্রাবস্থা নয় ?'

'ছাত্রাবস্থাটা চিরকালই, ওটা ছাড়া আমার পক্ষে একটু কঠিন। তবে উপার্জ্জনের দিকটায় এবার একটু মনোযোগ দেবার কথা ভাবছি।'

'তারপর ?'

'তারপর বাবা যা রেখে' গেছেন সেটা বাবারই। অর্থাৎ সে সম্পত্তিটা তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের আশ্রমের নামে যাবে। যেটা আমার নয় সেটার ওপর আমার লোভও অল্প, ঔদাসীন্যও বেশি।'

তিনি বললেন, 'এখন এই পর্য্যন্ত থাক্‌ক। তোমার চা জুড়িয়ে গেল বাবা। অনুরোধ করবার আর অপেক্ষা রেখো না।'

রমাপতি যখন উঠে দাঁড়াল, তিনি বললেন, 'সমস্তই আমাদের তৈরী, বাঁধা-ছাঁদা যা কিছু। এবার তোমার দিকের আয়োজন।'

রমাপতি এবার হাস্‌ল। বল্‌ল, 'আমার শেকড় কোথাও নামে নি মা, গেরো দিয়ে নিজেকে কোথাও জড়িয়ে রাখি নি। সে শুধু বাতাসের ইঙ্গিতের অপেক্ষা করে' থাকে। আজ রাত্রের পাঞ্জাব মেল্‌টা ধরলে কেমন হয়?'

'খুব ভালো কথা।'

'তবে আমি চললাম, ঠিক সময় এসেই হাজির হ'ব।'

'আচ্ছা বাবা, তোমার জন্যে আশীর্ব্বাদটা এখন তবে তোলা রইল।'

রমাপতি নমস্কার করে' গেল সুমুখের দরজা দিয়ে বেরিয়ে। তিনি গেলেন অন্দরের দিকে। সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়ে একবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে রমাপতি আবার ফিরলো; সবিতা তখনও ভিতরে যায় নি। রমাপতি এগিয়ে এসে বল্‌ল, 'মা কি চলে' গেলেন?'

সবিতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌ল, 'আর কিছু বলবেন? ডাক্‌বো?'

রমাপতি মাথা হেঁট করে' বল্‌ল, 'সামান্য অপরাধ তখন করে' ফেলেছিলাম। নতুন গাঁদার চারার ডালশুদ্ধ একটা ফুল অন্যমনস্কে তুলে' ফেলেছি।' বলে' সে গাঁদাফুলটি টেবিলের ওপর রাখল।

তার সেই আরক্ত লজ্জা দেখে সবিতা আর হাসি চাপতে পারল না। বল্‌ল, 'গুরুতর অপরাধ হয়েছে!' তারপর ফুলটি সে নিজের হাতে তুলে' নিয়ে বল্‌ল, 'এটা রইল আমার কাছে, আপনার হয়ে' দেখি মার কাছে মার্জ্জনা চেয়ে নিতে পারি কি না।'

রমাপতি বল্‌ল, 'মনে থাকবে ত আপনার?'

পিছন ফিরে সবিতা হেসে বল্‌ল, 'দেখি!'

রমাপতি বেরিয়ে গেল। তার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাওয়া পর্য্যন্ত

সবিতা একদৃষ্টিতে রইল তাকিয়ে। তারপর ভাবলো, এ ফুলটি কোথায় রাখা চলে! এর জীবনই বা কতটুকু! এতক্ষণ হাতের চাপে আঁউরে গেছে, কাল দেখা যাবে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে' রয়েছে। সবিতা একবার তাকে রাখলো টেবিলের ওপর, সেখান থেকে নিয়ে তুলে' রাখলো আলমারির মাথায়। নিজের মনেই সে একবার হাসল এই ছেলেমানুষীর জন্য কিন্তু বাগানের এতগুলি গাঁদাফুলের মধ্যে এটি যেন তার কাছে একটি বিশেষ রূপ নিয়েছে, এটি যেন তার মনের একটি সুদূর সাক্ষ্য! ফুলটি বাঁধ্‌ল সে আঁচলের খুঁটে।

ফুলটিকে ঘিরে সমস্ত মনটা যেন তার খেলায় মেতে উঠেছিল।

*

* *

দাই এসে সরযূর বাইরের ঘরে ঢুকলো। বেলা তখন পাঁচটা হবে। একখানা চিঠি সে রাখল সরযূর টেবিলের ওপর। কথা সে কিছু বল্‌ল না, সরযূও কোনো প্রশ্ন না করে' তার মনিব্যাগটি খুলে' একটি টাকা দিল দাইয়ের হাতে। কপালে টাকাটি ঠেকিয়ে হিন্দুস্থানী মেয়েটি বেরিয়ে চলে' গেল। চিঠি খুলে' সে পড়ল—

সরযূ,

নিশ্চয় চম্‌কে উঠ্‌বে না। আমি এখনই দিল্লী রওনা হচ্ছি, সেখান থেকে অন্য যায়গায় যাবার কথা আছে। সঙ্গে আছেন এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ-পরিবার। যাঁকে মা বলেছি তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় হলে' তুমিও মা না বলে' পারতে না।

বনলতা রইল। বেচারিকে অসুস্থই রেখে যেতে হচ্ছে। একটি বন্ধুর দায়ীত্বে এদের রেখে যাচ্ছি।

তোমার সুমুখেই পরীক্ষা। পড়াশুনোর কি করবে বল ত? আমার ফিরতে পনেরো দিনের বেশী দেরী হলেই তুমি আর একটি মাষ্টার দেখে নিও।

জ্যোতিষবাবুকে আমার কথা ব'লো।

রমাপতি।

একটু একটু শীত পড়েছিল। কোলের ওপর একটা শাল চাপা দিয়ে বইখানা খুলে যখন সরযূ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে' রইল। জান্‌লার বাইরে দূরে একটা শুক্‌নো খেজুর গাছের ফাঁকে অস্তমান সূর্য্যের খানিকটা রক্তরশ্মি এসে পড়েছে তার গায়ের ওপর।

রমাপতি যে দেশ থেকে চলেছে, এ সংবাদের মধ্যে একটি কেমন স্বস্তি আছে। রমাপতির উগ্র খরদীপ্তি দৃষ্টির পক্ষে অস্বাস্থ্যকর-বোধ হচ্ছে। রমাপতি এবার কিছুদিনের মত অস্তে নেমে যাক্। একটি স্নিগ্ধ অন্ধকার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

সরযূ উঠে দাঁড়াল, আর তার পড়া হলো না। শালটা নামিয়ে ফার্-কোট্‌টা গায়ে চড়িয়ে জুতোটা পায়ে দিয়ে সে ভিতরে গেল। বৌদিদিকে সঙ্গে নিয়ে এক বন্ধুর বাড়ী খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসা মন্দ কি!

পাঁচ

একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ কম্‌পার্টমেণ্ট্ রিজার্ভ করা হয়েছে। ভিতরে জায়গার কোনো অভাব নেই। পৈরাগকুমারী মেঝের উপর নিজের পুঁটুলিটা গুছিয়ে বসে' রয়েছে। তার বাড়ী লক্ষ্ণৌ জেলায়। সে মনে করে ট্রেণে উঠলেই যে কোনো লোক তার দেশেই যায়।

সুরবালা ছিলেন মাঝখানের সিটে। ওধারে জান্‌লার কাছে বসেছে সবিতা। সবুজ রেশমের ফুলকাটা একখানি সাদা র‍্যাগ সে গায়ের ওপর ফেলে রেখেছে। তার কোনো চাঞ্চল্য আছে, এমন কোনো চিহ্ন তার মুখে নেই। চুলগুলি তার সুবিন্যস্ত ছিল, এখন সেগুলি বিপর্য্যস্ত হয়ে' গেছে।

রমাপতি বসেছে এদিকের জান্‌লায়। তার পরিচ্ছদের একটা আভিজাত্য ছিল। এমন বোঝবার যো নেই যে তার অবস্থার কোনো দৈন্য আছে। নিজেকে পরিচ্ছন্ন এবং সুবেশ করবার জন্য তার অর্থ-ব্যয়ের কোনো কুণ্ঠাই নেই। নিজের চেহারাটার সম্বন্ধে সে এমনিই সচেতন যে তার মত পরিচ্ছদ সংগ্রহ করতে যে কোনো পরিমাণ অপব্যয়কে সে স্বীকার করতে পারে। নিজের পরিচয়কে সে ছোট করে' প্রকাশ করতে শেখে নি। চেহারাটা তার দীপ্ত, তেজোব্যঞ্জক, বড় বড় চোখে তার প্রতিভার আলো ঝল্ মল্ করছে, চওড়া কপাল, স্ফীত বুক—শক্তিকে সে শুধু আয়ত্তই করে নি, ক্রীতদাস করেছে। কিন্তু তার পুরুষ রূপের মধ্যে কোথাও উগ্রতা নেই। কোমলতা তার শক্তিকে একটি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য এনে দিয়েছে।

সবিতা একটু নড়ে' পাশ ফিরে বসল।

কথা আরম্ভ করলেন প্রথমে সুরবালা। তিনি বললেন, 'দুর্গম পথের সঙ্গী হতে গেলে যে যে গুণ থাকা দরকার তা তোমার আছে বাবা। কোনো অবস্থাই তোমাকে কাতর করতে পারে না।'

রমাপতি বিনীত কণ্ঠে বল্‌ল, 'এ ত দুর্গম পথ নয় মা!'

সুরবালা বললেন, 'মেয়েদের কথা বলছি। সকল পথই তাদের কাছে অপরিচিত। ঘরের বাইরে এলেই রাজ্যের সঙ্কোচ তাদের জড়িয়ে ধরে। যাদের ধরে না তারা মেয়ে নয়।'

রমাপতি বল্‌ল, 'তা হ'লে' আপনাদের উপায় ?'

'উপায় কোনোদিনই নেই। যত স্বাধীন মেয়েই হোক্‌ না কেন, সঙ্গে পুরুষ মানুষ না থাকলে তার মনে হবে পথটা শেষ হ'লে' বাঁচি। দুনিয়ার সঙ্গে এ জাতটার পরিচয় অতি অল্প।'

রমাপতি হাসতে লাগল। সবিতা কিন্তু এ আলাপের মধ্যে কোনো সাড়াই দিল না।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে' গাড়ী ছুটে চলেছে। জান্‌লার শার্সির ওপর মুখ রেখে রমাপতির মনে হ'ল, সকাল বেলাকার সামান্য আলাপ-টুকুর কথা কি ও-মেয়েটি একেবারে ভুলেই গেছে ? তবু এর নিঃশব্দতাকে লজ্জা বা সঙ্কোচ বলা চলে না, প্রশান্ত সাগরের মত এর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য রয়েছে—একটি অতলস্পর্শ গভীরতা। কিন্তু মেয়ের গভীরতায় রমাপতির বিশ্বাস নেই। মেয়েরা অতিরিক্ত সহজবোধ্য এ কি শুধু কথার কথা ? কোথায় তাদের গাম্ভীর্য্য, কোথায় তারা বেশী কথা বলে, হাসলে তাদের কোথায় মানাবে, নিজের ব্যবহার সম্বন্ধে তারা কেমন সচেতন, তাদের চিন্তা ও বুদ্ধি কতদূর পর্য্যন্ত দৌড়য়—রমাপতির চেয়ে এ সব এত বেশী আর কে জানে !

সুরবালা মুখ ফিরিয়ে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লেন, 'তোমরা ক'টি ভাই বোন রমাপতি ?'

'আমিই শুধু। আর একটি বোন থাক্‌লে হয় ত ছন্দটা বজায় থাকতো কিন্তু বিধাতা করেছেন ছন্দোপতন। মা আমার মাথার সিঁদুর নিয়েই বিদায় নেন। তাঁর মৃত্যুর পর পিতাঠাকুর 'ব্রহ্মচর্য্য' নাম দিয়ে একখানি বই লিখতে সুরু করেন, শুনেছি এবার নাকি সে বইখানি কলেজের ছেলেদের পাঠ্য হবে। হওয়াই উচিত।'

সুরবালা বললেন, 'তোমার যা দেখতে পাচ্ছি তাতে ত তোমাকে গৃহী বলে' মনে হচ্ছে না বাবা?'

রমাপতি বল্‌ল, 'আমি অত্যন্ত গৃহী, গৃহ নৈলে আমার একটি দিনও চলে না মা। আমি গৃহী, সংসারী, সঞ্চয়ী, আমি সমস্তই। কিন্তু না পেলে কি করব বলুন। কোনো পাখীই উড়ে' উড়ে' বেড়ায় না, এ আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

'তা হলে' আজো তোমার বিয়ে করা হয় নি?'

রমাপতি হাস্‌ল। বল্‌ল, 'বিয়ের কথা ভাবলেই আমার হাসি পায়। অবিশ্যি এমন বলছি নে যে ভীষ্মদেব হয়ে থাকবো, কিন্তু ওটা আমার কল্পনায় আসে না। বিয়ে হলেই ত ভাবতে হবে মৃত্যুর তারিখটা কতদূর।'

'ভুল করলে বাবা। যে নদী মরুভূমি দিয়ে বইল তার কোনো দাম নেই। তোমাকে বয়ে' যেতে হবে গ্রামের ভেতর দিয়ে, ক্ষেতের পাশ দিয়ে, লোকালয়ের কোল ঘেঁষে। জীবনটাকে বাজে খরচ করলে সঞ্চয় করবে কে?'

রমাপতি তাঁর দিকে তাকাল। বনলতার প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে কি এখনও মিটু মিটু করে' বাতিটি জল্‌ছে? টুটু কি ঘুমিয়েছে?

সুরবালা আবার বল্‌লেন, 'শূন্য রেলগাড়ীকে চলতে দেখলে সবাই হাসবে, যাত্রী তাকে নিতেই হবে। মালা-বদলের পর যখনই অন্যের দায়ীত্ব তোমার কাঁধের ওপর এল, তখনই হ'ল তোমার জীবনের আরম্ভ।'

গাড়ীর বেগ এক সময়ে আলগা হয়ে' গেল। শার্সিটা নামিয়ে গলা বাড়িয়ে রমাপতি দেখ্‌ল, কোন্ একটা ষ্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে।

ষ্টেশনে এসে থামতেই রমাপতি নাম্‌ল। নাম্‌ল অকারণে। একটু ইতস্ততঃ করে' জান্‌লার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, 'চা খাবেন, আনিয়ে দেবো?'

মুখখানি একটু বাড়িয়ে সবিতা বল্‌ল, 'আপনার খাবার দরকার হয়েছে ?'

'খেলে মন্দ হয় না, শীতকালের রাত।'

'তবে ডাকুন।'

চা-ওয়ালা এসে দু' পেয়ালা চা তৈরী করে' দিল। একটি পেয়ালা রমাপতি তার কাছে তুলে ধরতেই সবিতা বল্‌ল, 'ওটা আপনি খান।' এই বলে' হাত বাড়িয়ে ফেরিওয়ালার হাত থেকে সে দ্বিতীয় পেয়ালাটি তুলে নিল।

চায়ের আস্বাদ তখন রমাপতির মন থেকে চলে' গেছে। ঘটনাটা মুহূর্ত্তের, তবু রমাপতির মনে হলো, এত বড় প্রত্যাখ্যান আজ অবধি তাকে কেউ করে নি। এ অপমান যেন তার গায়ের রক্তের মধ্যে বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ল।

'তেতো লাগছে, ষ্টেশনের চা অতি বিশ্রী।'

সবিতা বল্‌ল, 'চিনি হয় নি বুঝি ?'

'চিনি বেশী ঢাললেই কি চা তৈরী ভালো হয় ?'

শেষেরটুকু ফেলে দিয়ে পেয়ালাটা সে ফেরিওয়ালার হাতে দিল। তারপর পকেট থেকে পয়সা বার করতেই সবিতা বলে' উঠ্‌ল, 'দাঁড়ান্।' বলে' নিজের পেয়ালাটি লোকটির হাতে তুলে দিয়ে সে সঙ্গের মণিব্যাগটি খুলে' দু' আনা পয়সা চুকিয়ে দিল। তারপর রমাপতির বিবর্ণ কালো মুখখানার দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বল্‌ল, 'আপনার ত দেবার কথা নয়! আপনি এসেছেন আমাদের সঙ্গে।'

'তাই নাকি, আমি ভাবছিলাম তা নয়।'

সবিতা হেসে বল্‌ল, 'ভেবে দেখুন, তাই।'

গাড়ী আবার ছুটে চলেছে। চলেছে দুলে' দুলে'। মাথার ওপর চামড়ায় ঢাকা বাঙ্ক-এর শিকলটা নড়ছে। আলোটা একটু একটু কাঁপছিল। রমাপতি উঠে এসে বল্‌ল, 'একবার উঠুন মা—না না, আর কোনো আপত্তি নয়, আপনার বিছানাটা পেতে দিই ভাল' করে'।'

সুরবালা স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'সেবা নিতে লজ্জা করব না; সব পাওনাই কি সংসারে ছাড়তে আছে। সবিতা, তুমিও একটু ধর মা।'

সবিতা উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, 'উনি একটু ব্যস্তবাগীশ মা, আর ক' মিনিটের মধ্যে উঠে আমিই তোমার বিছানা করে' দিতাম। নিন্, সরুন, ও রকম করে' কম্বল পাতে না, ওই কি লেপ পাট করবার ছিরি? চুপ করে' বসুন দেখি আপনার জায়গায় গিয়ে।' বলে' সবিতা তার হাত থেকে কম্বলটা টেনে নেবার চেষ্টা করল। রমাপতি ছাড়ল না। সোজা হয়ে' দাঁড়িয়ে বল্‌ল, 'আমার অধিকারও কম নয় মনে রাখবেন।'

সবিতা মাথা হেঁট করে' সুরবালার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বল্‌ল, 'বীর বটে! মা তুমি একটু প্রশংসা কর? এত কষ্ট কচ্ছেন উনি আমাদের জন্যে!'

সুরবালা হেসে বললেন, 'দু'দিক রক্ষে হয় এমন কথাই আমার বলা উচিত, কি বল রমাপতি?'

রমাপতি ততক্ষণ সরে দাঁড়িয়েছে। তার বলবার ভঙ্গী দেখে দু'জনে না হেসে থাকতে পারল না। রমাপতি বল্‌ল, 'ছেড়ে দেওয়াই ভালো। এ যুগে মেয়েদের একটু আল্‌গা দিয়ে দেখতে চাই তাদের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত!'

সবিতা বল্‌ল, 'অনেক দূর! আপনাদের সবই গেছে ফুরিয়ে, এবার আমাদের এগোবার পালা।'

সবিতার গাম্ভীর্য্যের একটি আবেদন ছিল। রমাপতি একটু হেসে

নিজের জায়গায় এসে বস্‌ল। যে কাঁটাগুলি তার গায়ে আজ একটির পর একটি করে' বিঁধ্‌ছে, তার আঘাত ছিল কিন্তু জ্বালা ছিল না।

রাত হয়েছে। সুরবালার চোখে তন্দ্রা এসেছিল। প্রৌঢ়া পৈরাগকুমারী ইতিমধ্যে জলযোগ শেষ করে, নিদ্রার বন্দোবস্ত করে' নিয়েছে। গোড়া থেকেই দুনিয়ার প্রতি একটি অখণ্ড ঔদাসীন্যকে সে চমৎকার বজায় রেখে চলেছিল।

অনেকক্ষণ পরে এক সময় রমাপতি হাত বাড়িয়ে একটু হেসে বল্‌ল, নিন্‌ এই আপনার রুমালটা, তখন বোধ হয় পড়ে' গিয়েছিল আপনার হাত থেকে!'

সবিতা মুখ রাঙা করে' উঠে তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে রুমালটা ছিনিয়ে নিল। বল্‌ল, 'এর গেরোটা খুলেছিলেন?'

'কি হবে সে কথা শুনে? সব কথাই কি মেয়েদের বলতে আছে?'

সবিতা তার মার দিকে একবার তাকাল। তারপর তেমনই আরক্ত মুখে বল্‌ল, 'বলুন আপনি খুলেছিলেন কিনা।'

রমাপতি হাস্‌ল। বল্‌ল, 'ওই গোপনীয় ব্যাপারটা ত? ওতে আর এত লজ্জা কি? আপনি যা লুকোতে চাইলেন আমি তা জেনেছি এ কথা শুনলে আপনি চটে উঠবেন, কিন্তু আনন্দও পাবেন ভেতরে ভেতরে। মেয়েদের স্বভাবই তাই! আপনার ওই গেরোটা খুলি নি, একথা শুনে আপনি খুসী হবেন কিন্তু ভালো লাগবে না। আমাকে এতক্ষণ ধরে' আপনি কি অপমানটা করলেন বলুন ত?'

'অপমান করেছি? আপনাকে?'

রমাপতি তার জবাব না দিয়ে চুপ করে' রইল।

সবিতা বল্‌ল, 'নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করেন বলে'ই আমার

কথা আপনার গায়ে লেগেছে। বুদ্ধি হয় ত আপনার আছে কিন্তু আপনাকে বোঝা অত্যন্ত সহজ।'

রমাপতি বল্‌ল, 'ওই আমার স্নবিধে। আর যাই হই, হেঁয়ালি দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখি নি। ভেতরে যার একেবারে ফাঁপা, বাইরে তার নানা আড়ম্বর, নানা ছলা-কলা। অসাধু ভাষায় যাকে বলে মেয়েলিপনা এবং ইতর ভাষায় বলে ন্যাকামি।'

সবিতা বল্‌ল, 'যেমন আজকালকার ছেলেরা।'

রমাপতি বল্‌ল, 'শিশু, আপনাদের কাছে তারা শিশু।' বলেই সে একবারটি হাস্‌ল। হেসে বল্‌ল, 'একটু রূঢ় হলে' ক্ষমা করবেন, ইস্কুল-কলেজের মেয়েদের মধ্যে ছলা-কলা, আড়ম্বর, আর ন্যাকামি এমন বেড়ে গেছে যে, একমিনিট দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা যে-কোনো ভদ্র লোকের পক্ষেই কঠিন। ছোঁয়াচে রোগের মতন সেগুলো এখন সঞ্চারিত হতে স্নরু করেছে কলেজের ছাত্র আর অবিবাহিত ছোক্‌রা কেরাণীদের মধ্যে। যাক্ সে কথা, অপরাধ উভয় পক্ষেরই।'

রুমালটি নিয়ে সবিতা লুকিয়ে ফেলেছিল! এবার সে মুখের হাসি চেপে রেখে বল্‌ল, 'কি অপমান আপনাকে করেছি কই বললেন না ত?'

রমাপতি বল্‌ল, 'থাক্ গে, ওজন করে' কথা বলা মেয়েদের অভ্যেস নয়, এ কথা আমার জানা ছিল।'

'আপনি যে মেয়েদের বিধাতা দেখছি। এত জানলেন কি করে'?'

রমাপতি বল্‌ল, 'মেয়েদের জানতে হলে যে-কোনো একটা মেয়েই যথেষ্ট। প্রাণের কথা ছেড়ে দিন, সে সবারই থাকে—হৃদয় বলে' কোনো বস্তুই ওদের নেই। কেবল একটা মাত্র মন ওদের বিভিন্ন মাংসপিণ্ডের ভেতরে থেকে একই কাজ করে, একই কথা ভাবে।'

সবিতা বল্‌ল, 'চমৎকার!'

এ বিদ্রূপ রমাপতিকে এবার নির্ব্বাক করে' দিল। কিন্তু এ যে সরযূ নয়, বনলতা নয়, প্রমীলা নয়—এ অন্য মেয়ে। সমস্ত কথাগুলিকে একে একে হাসিমুখে সে ফিরিয়ে দিতে জানে।

গাড়ীর দোলায় সুরবালার তন্দ্রা ভেঙে গেল। তিনি বল্লেন, 'রাত কত হ'ল রে?'

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে সবিতা বল্ল, 'বারোটা বাজে মা।'

'অনেক রাত—তোমরা এবার—'

ঘুমের নেশায় ভদ্রমহিলার মুখ দিয়ে আর কথা সর্‌ল না। সবিতা হাসতে হাসতে বল্ল, 'গাড়ীখানা ধাক্কা খেয়ে না ওল্‌টালে আর ওঁর ঘুম ভাঙবে না।'

রমাপতি বল্ল, 'পুরাকালের লোক, ওঁরা ঘুমুতে জানেন।' বলে' সে ওঁদের চোখের ওপরের আলোটা নিবিয়ে দিল।

গাড়ীখানা যেন আজ তার সমস্ত গতি খুলে' দিয়েছে। নিজের সকল শক্তি নিঃশেষ না করে' সে আর থামবে না। এ কোন্ দেশ, কোন্ পথ দিয়ে তারা ছুটে চলেছে, রমাপতির আর কিছুই মনে ছিল না। এ পথ যদি তার কোনোদিন না ফুরোয় সে কোনো প্রতিবাদ জানাবে না। অজানা অদেখা নারীর সঙ্গে একটি রাত্রির এমন ক্ষণ-পরিচয়, এ যে কত বড় আনন্দ তা শুধু সেই জানে।

শার্সির বাইরে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে। সুদূর রহস্যে ঢাকা প্রান্তরের ওপর একটি ধূসর মন্থর আলো যেন বিশ্রাম নিয়েছে। আকাশের অসংখ্য তারা আর চাঁদ চলেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তর আর গাছের সারগুলি ছুটছে তার অপর দিকে। রমাপতি ভাবতে লাগল, সুন্দরী একটি নারী আছে তার এই গাড়ীর মধ্যে, তারই নিশ্বাসের হাওয়ায় সে নিচ্ছে নিশ্বাস, তার চোখের দৃষ্টি এই গাড়ীটির ভিতরে রচনা

করেছে রাত্রির একটি মায়া—এ হচ্ছে জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদের মত। আজকের এই প্রতিবেশটি যেন পৃথিবীর মধ্যে ছোট্ট একটি স্বর্গ—এ যেন উধাও হয়ে' চলেছে কোন্ এক অলক্ষ্য আনন্দলোকের দিকে।

রমাপতির মুখের ওপর এসে পড়েছে পাণ্ডুর একটুখানি চাঁদের আলো। নিদ্রাহীন একটি জাগ্রত স্বপ্ন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রচনা করতে করতে তার চোখে তন্দ্রা এল।

ঘুম যখন তার ভাঙল তখন মনে হ'ল এ কোথায়! গাড়ী ছুটছে? কিন্তু সে যে এতক্ষণ ছিল তার নির্জ্জন সাগরতীরের একটি ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে! তার সুমুখে বসেছিল অমৃতপাত্র হাতে তার চিরজীবনের ধ্রুবতারা! চোখে তার ভালবাসার ভাষা, সমস্ত অঙ্গে তার বসন্তশোভা, অরণ্যের মর্ম্মরগুঞ্জনের মত তার প্রেমের আবেদন—জীবনের অপরিমিত হলাহলকে মন্থন করে' এই একটুমাত্র আগে সে যেন পেয়েছিল মৃত-সঞ্জীবনী। রমাপতি চোখ মুছে উঠে বস্‌ল। রাত্রির মোহ তার চোখ থেকে এখনো মিলিয়ে যায় নি ভেবে তার হাসি এল।

উঠে বসে সে দেখ্‌ল, পথটা ইতিমধ্যে কখন ঘুরে' গেছে। ওদিকের জান্‌লার কাঁচের ভিতর দিয়ে সবিতার মুখের ওপর এসে পড়েছে অস্পষ্ট চাঁদের আলো। চোখ দু'টো রগ্‌ড়ে রমাপতি তার মুখের দিকে তাকালো। দিব্যলোকের খরদীপ্তিতে আজ সে যে রূপ দেখেছিল, এই গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে সে রূপের যেন অনেকখানি পরিবর্ত্তন হয়েছে। এমনটি সে ত আগে দেখে নি। নিদ্রিত দু'টি চোখের তারার ওপর কালো ভ্রমরের মত ভুরু দু'টি নিশ্চল হয়ে' যেন ধ্যানে বসে' রয়েছে! মুখখানির ওপর নিদ্রার একটি আবেশ মাখানো। ঈষৎভিন্ন পাত্‌লা দু'খানি ঠোঁট নিশ্বাসের সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে।

রমাপতি স্তব্ধ হয়ে' সবিতার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

ভোরের আগেই সবিতার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেই তার প্রথম দৃষ্টি পড়ল রমাপতির দিকে। বিস্মিত কণ্ঠে সে বল্‌ল, বসে' রয়েছেন যে? ঘুমোন নি?'

রমাপতি হেসে বল্‌ল, 'না, আপনার কথাগুলো আমাকে ঘুমুতে দেয় নি।'

সবিতা উঠে বস্‌ল। জান্‌লাটা খুলে' দিতেই এক ঝলক্ ঠাণ্ডা হাওয়া তার মুখে চোখে এসে লাগ্‌ল। দূরে প্রান্তরের ওপারে প্রভাতের একটু একটু রঙ্ ধরেছে। সে বল্‌ল, 'সমস্ত রাত ধরে' আপনাকে ছট্‌ ফট্‌ করতে হবে জান্‌লে আমি কথা বলতাম না আপনার সঙ্গে। আমার ওপর হয় ত আপনার ধারণা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল!'

'তা হবে!' বলে' রমাপতি চুপ করে' রইল।

সুরবালা যখন জেগে উঠে বস্‌লেন, তখন প্রভাত-সূর্য্যের রাঙা আলোয় দিক্‌দিগন্ত ভরে' গেছে। রমাপতির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বাড়ীতেও বোধ হয় এ রকম ঘুম আমার বহুকাল হয় নি।'

সবিতা বল্‌ল, 'ছোটবেলায় তোমার দোলায় না দুলে' বোধ হয় ঘুম হ'ত না মা। আমার ত রেলগাড়ীতে শুয়ে চোখ বুজতে ভয় করে।'

সুরবালা হেসে বললেন, 'জেগে থাকার বয়েস আমার শেষ হয়ে' গেছে। সজাগ হয়ে' থাকার দিন আর আমাদের নেই, ওটা এখন তোমাদের। এবার যে ক'টা দিন বাঁচবো, আশা করছি বেশ চোখ বুজেই কাটিয়ে দিতে পারবো।'

মোগলসরাইতে গাড়ী এসে থামতেই রমাপতি নাম্‌ল। বল্‌ল, 'এবার দিল্লীতে আপনাদের ওখানে একটা টেলিগ্রাম করে' দেওয়া যাক্। ষ্টেশনে গাড়ী রাখবার কথা বলে' দেবো মা?'

সুরবালা বললেন, 'হ্যাঁ, তা হলে' ত ভালই হয়।'

প্লাট্‌ফরমের ওপর দিয়ে রমাপতি যখন পিছন ফিরে চলে' যাচ্ছিল, সবিতা একাগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

সুরবালা বললেন, 'ছেলেটিকে কেমন মনে হচ্ছে রে?'

সবিতা চট্‌ করে' তাঁর মুখের দিকে তাকাল। কান দু'টি তার ক্ষণেকের জন্য রাঙা হ'য়ে আবার সহজ হয়ে' গেল। সে বল্‌ল, 'বড় বেশী কথা বলে!'

সুরবালা বললেন, 'আমার কিন্তু খুব ভাল লেগেছে—ভারি সরল। কথা বেশী বলে, কিন্তু যা বলে তা আরো বেশী। যারা পরের নিন্দে করে তাদের আমি দেখতে পারি নে, কিন্তু যারা নিজের নিন্দে করে তারা যে অনেক বড়।'

সবিতা বল্‌ল, 'মানুষকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখা তোমাদের অভ্যেস।'

রমাপতি ফিরে এসে বসবার ঠিক পরেই গাড়ী ছেড়ে দিল। সবিতা বল্‌ল, 'একটু আগে মা আপনার প্রশংসা কচ্ছিলেন।'

রমাপতি হাসতে হাসতে বল্‌ল, 'সেটা বোধ হয় প্রশংসা নয়—বাৎসল্য। প্রশংসাটার জন্য এবার আমায় অপেক্ষা করে' থাকতে হবে।'

সবিতা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, 'মুখ ধোয়া ত হ'ল, আসুন এবার জলখাবার বার করে' দিই।'

ছয়

মহানগরী দিল্লী। ওদিকে শীর্ণস্রোতা যমুনার ওপরেই মুসলমানের ভগ্ন জীর্ণ দুর্গ, তার পরেই সুরু হয়েছে দিক্‌চিহ্নহীন বিশাল প্রান্তর—ভারতের বিভিন্ন জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার শ্মশান। সেই শ্মশানের

মাঝখানে দাঁড়িয়ে অমরত্বের বিদ্রূপের মত কুতব-মিনার। মহাকাল একটু একটু করে' তাকে ক্ষয় করে' চলেছে। এদিকে শহর—মুমূর্ষু স্থাবর বৃদ্ধার মত! জরাজীর্ণ কঙ্কালখানির ওপর চলেছে প্রলেপ, আধুনিক সংস্কার!

অসংখ্য দোকান-পাট, অবিরাম কোলাহল, লক্ষ লক্ষ মানুষের জটলা,—ট্রাম, বাস্, টাঙা, গরুর গাড়ী, এক্কা এবং সাইকেলের ভিড়। মুসলমান, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারহাট্টি, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী। বাঙালীর সংখ্যা এদিকে অল্প!

শহর পার হয়ে তারা এল রেলের একটা পুলের ওপর। পুল পার হয়ে তারা দ্রুত চললো সোজা নয়াদিল্লীর দিকে। রাস্তার দুইদিকে নূতন রকমের বাড়ী, এক রকমের বাগান।

সবিতা বল্‌ল, 'দিল্লীতে এসেছিলেন কখনো?'

সুরবালা তার দিকে তাকালেন। রমাপতি বল্‌ল, 'বহুকাল আগে, এসব তখন কিছু ছিল না। ষ্টেশনটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের মত, এইটুকুই শুধু মনে পড়ে।'

সবিতা বল্‌ল, 'এতবড় ষ্টেশন এদেশে আর নেই।'

সুরবালা বল্‌লেন, 'ওঁর সঙ্গে আমি একবার গিছলাম বম্বে, সেখানকার ষ্টেশনের নাম ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্, গাড়োয়ানরা বলে 'বোরি বন্দর'। সত্যি তার কাছে রাজপ্রাসাদও লজ্জা পায়।'

রমাপতি বল্‌ল, 'দেখতে অত ভাল তার বোধ হয় কারণ আছে। ওদেশের লোকেরা জাহাজ থেকে নেমে ওই ষ্টেশনে প্রথম গাড়ী চড়ে। অত বড় জমকালো ষ্টেশন দেখে তারা একটা কোনো ধারণা করবার সুযোগ পায়।'

সুরবালা হেসে বললেন, 'উনিও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন।'

সবিতা চুপ করে’ কথাগুলি শুনলো। এবার কি সে রমাপতির সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রশংসা করবে? কিন্তু ঔদাসীন্যকেই সে আগেকার মত বজায় রেখে চললো।

‘রাইসিনা’র মধ্যে ঢুকে মোটর এল ‘কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে’র ওপর। রাস্তাটি আর সবগুলির মতই পরিচ্ছন্ন, সুদৃশ্য, প্রাসাদবহুল। একটি প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ীর গেট্ পার হয়ে মোটরখানি ভিতরে ঢুকে মার্ব্বেল পাথরের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো।

রমাপতি আর সুরবালা যে দরজা দিয়ে নামলেন, সবিতা নামল তার অপর দরজা দিয়ে। ব্যাপারটি অতি সামান্য, কিন্তু দু’জনে অকস্মাৎ চোখোচোখি হয়ে একটু না হেসে থাকতে পারল না। ভিতরে খবর পেয়ে কর্ত্তা বেরিয়ে এলেন। বয়স আন্দাজ বছর পঞ্চাশ, কাঁচায় পাকায় দাড়ি, দোহারা সুন্দর মানুষটি। প্রথমেই সুরবালাকে দেখতে পেয়ে হেসে বললেন, ‘বিশেষ অসুবিধে হয় নি ত? তোমার টেলিগ্রাম আমি ঠিক সময়েই—আরে!’

রমাপতির দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ বিস্ময়ে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। ততক্ষণে উচ্চকণ্ঠে রমাপতি হেসে উঠেছে। সুরবালা ও সবিতা একেবারে হতবাক্।

‘মাষ্টারমশাই!’

রমাপতি এগিয়ে যেতেই তিনি আনন্দে তাকে একেবারে আলিঙ্গন করে’ ফেললেন। বললেন, ‘সুরবালা, তুমি চিনবে না—কলেজে এই ছেলেটিকে পড়ানো ছিল আমার প্রতিদিনের গৌরব। এতদিন কোথা ছিলে লাহিড়ী?’

আহ্লাদের আবেগে জগদীশবাবুর চোখে প্রায় জল এল।

রমাপতি বলল, ‘মাই ওল্ড্ বয়! মনে পড়ে আপনার কাছেই সেবার

এসেছিলাম! ক' বছর হ'ল? আপনি ত শহরে ছিলেন তখন! এদিকে এলেন কবে? কৃষ্ণগড়ের মহারাজা হলেন কেমন করে' মাষ্টারমশাই?'

মুখে তার হাত চাপা দিয়ে জগদীশবাবু বল্‌লেন, 'চুপ, একে একে সব বলবো, সমস্ত মামার বাড়ীর সম্পত্তি। স্থরবালা, তোমার এই ছেলেটি সোজা নয়। আমি একে পড়াতাম কিন্তু এই ছিল আমার মাষ্টার। ধর্ম্ম মানে না কিন্তু এ হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক। জাত মানে না, তবু এ হচ্ছে এক মহাজাতীর তপস্বী। এর সমাজ নেই, কিন্তু—না, এখন আর বলবো না। স্থরবালা, শুধু রত্ন নয়, তুমি পথ থেকে এনেছ রত্নের ভাণ্ডার!'

রমাপতি বল্‌ল, 'বালীগঞ্জের বাড়ী আপনার কতদিনের মাষ্টারমশাই'?

'চুপ, ও পরিচয় এখন নয়! সব বল্‌বো। সবিতা, অবাক হয়ে গেছিস্, না রে? অবাক হবারই কথা! এত বড় চরিত্র বাঙ্‌লা দেশে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য; সত্যকার যারা বড়, তাদের জন্যে সানাই বাজাবার লোক নেই!'

সবিতা চলে' যাচ্ছিল, যাবার আগে বলে' গেল, অবাক হচ্ছি যে আপনি ওঁকে চেনেন বাবা।'

স্থরবালা বললেন, 'তা হলে' একটা ছেলের মতন ছেলে পেলাম বল?'

জগদীশ বললেন, 'নাগালের মধ্যে পেলাম তাই বুঝতে পাচ্ছি নে স্থরবালা, নৈলে এ অনেক বড়, অনেক উঁচু। স্যর আশুতোষ একে দেখে বলেছিলেন, 'Intellect, not superior, but supreme. ডিবেটিং সোসাইটি আর বেঙ্গল ক্লাবে তোর বক্তৃতা দু'টো আজো মনে পড়ে লাহিড়ী। ইংরেজী কাগজগুলোয় কই এখন যে আর লিখিস্ না?'

রমাপতি হেসে বল্‌ল, 'যারা লেখে তারা এখনো দুনিয়া সম্বন্ধে আশা পোষণ করে!'

সুরবালা ও জগদীশ দু'জনেই হেসে উঠলেন।

'এসো ভেতরে এসো।'

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আতিথ্য দেওয়া হ'ল রমাপতিকে। দোতলায় দক্ষিণ দিকের ফ্লাটটা তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। সুসজ্জিত দু'খানি ঘর একটি লাইব্রেরী, বারান্দা, ছাত। জগদীশবাবু বললেন, 'নিজেকে লুকিয়ে রাখিস নে লাহিড়ী, যাকে মা বলেছিস, তাঁকে গান শোনাতে আপত্তি করিস নে। ভাল কথা, আপাততঃ মাতৃ-পিতৃহীন ত?'

রমাপতি বল্‌ল, 'আপাততঃ কেন মাষ্টারমশাই, চিরদিনের জন্যেই।'

'বেশ, তারপর?'

হেসে রমাপতি বল্‌ল, 'আর কি শুন্‌তে চান্?'

জগদীশবাবু বললেন, 'তাদের কথা বলছি যারা উড়ে' উড়ে' এসে বাসা বাঁধে।'

'বিয়ে করেছি কি না? হাঃ হাঃ হাঃ—'

জগদীশবাবু বললেন, 'আমার চুল পেকেছে পাকুক, তবু বলবো বিয়ে করাটা তোর পক্ষে হবে আশ্চর্য্য—absurd! ও কাজ করিস নে।'

'শুধু তাই নয়, ওটা আমার সয় না। মানে, ভাবতেই যেন কোথায় বাধে।'

জগদীশবাবু হাসতে হাসতে চলে' গেলেন। এত প্রাচুর্য্য, এত তারুণ্য এর আগে তাঁর ছিল কোথায়? দোতলার সমস্ত বারান্দায় পায়চারি করতে করতে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প সুরু করে' দিলেন। আলোচনার সমস্তটাই রমাপতিকে নিয়ে। সুরবালা বললেন, 'প্রথম দেখেই, বুঝলে? ঠিক সেই থেকেই ছেলেটিকে আমার ভাল লেগেছিল। পাশ ত সবাই করে কিন্তু এমন করে' লেখাপড়া আর ক'জন শেখে। গাড়ীতে সমস্ত রাস্তা কত রকমের, কত দেশের, কত সমাজের, কত বিষয়ের আলোচনা

—তোমায় বলব কি, এত অল্প বয়সে এত বেশী জানতে আমি আর কাউকে দেখি নি!'

জগদীশবাবু বললেন, 'তাই বল সুরবালা—আমিও বলি এই! এর নাম শিক্ষা, বিদ্যা, জ্ঞান—এর নাম গভীরতা।'

'অথচ দেখলাম না-আছে কোনো অহঙ্কার, না-কোনো গৌরব। এমন করে' আমাদের সঙ্গে মিশে গেল যেন নিতান্ত শিশু।'

সবিতা এবার এল ঘর থেকে বেরিয়ে। ডাকল, 'বাবা?'

'কেন মা?'

'আপনাদের হ'ল কি বলুন ত?'

জগদীশ খানিকক্ষণ তাকালেন কন্যার মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'ওঃ না, এ কিছু না। এমনি রমাপতির কথা হচ্ছিল। ভারি আনন্দ হয়েছে তাই বোধ হয় বেশীই বলে' ফেলেছি দু' এক কথা।'

সবিতা বলল, 'আনন্দের জন্যে যে আপনারা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন! একজনকে নিয়ে এত করলে আর সবাই যে ছোট হয়ে যায় বাবা!'

নীচে মোটর এসে দাঁড়াল, জগদীশ কন্যার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। সবিতাও যে কম নয় তাঁর!

তারপর গেছে একটি মাস। রমাপতি দেশে ফিরে যেতে পারে নি। জগদীশ তাকে ছাড়েন নি, দেশে যাবার প্রয়োজন তারও এমন কিছু নয়। রমাপতির একটা বিশেষত্ব এই যে, যে-কোনো অবস্থার সঙ্গেই সে মিশে যেতে পারে। এখানে বসে তার দেশের খবর রাখবার কোনো আগ্রহই নেই। তাকে দেখে মনে হবে তার কোনো আত্মীয়-বন্ধু, স্বজন-পরিজন—কোথাও কোনোদিন কেউ ছিল না। সবাইকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে

সে ভুলে বসে আছে। একবার যাদের সে ছেড়ে আসে তাদের আর কোনো মূল্যই সে দেয় না।

রাইসিনাতে এর মধ্যেই তার হয়েছে প্রতিষ্ঠা। জগদীশবাবুর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু অনেক দিন পর্য্যন্ত তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কস্তুরী মৃগের মত দিক্‌বিদিকে ছুটেছে তার গন্ধ।

একদিন সে বল্‌ল, 'নেমন্তন্ন খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত হলাম।'

সবিতা বল্‌ল, 'ক্লান্ত ত হবেনই, আপনার বাইরেটার সঙ্গে বাইরের লোকের পরিচয়, তারা ত মুগ্ধ হবেই।'

জামাটা ছেড়ে রমাপতি বল্‌ল, 'আমার কি শুধু বাইরের চাকচিক্যই আছে তুমি বল?'

জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে সবিতা বল্‌ল, 'আমি বলছিলাম অন্য কথা।'

রমাপতি বল্‌ল, 'তা বলে' তুমি বল্‌তে পারো না, আমার একটা দিকের সঙ্গেই সবার পরিচয়, আর একটা দিকের কথা কেউ জানে না—নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া।'

সবিতা তার মুখের দিকে তাকালো। বল্‌ল, 'সেই নিতান্ত অন্তরঙ্গটির জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

'কেন? সবিতা, তোমার বিদ্রূপ সইবে কিন্তু অবিচার সইবে না। আমার আসল পরিচয়ের মধ্যে কোনো ভেদরেখা টেনে দিও না। সবটা জড়িয়ে আমাকে দেখো। আমার দুর্ব্বলতাগুলোই যদি তোমার চোখে বড় হয় তা হলে' ত আমি সহজ হতে পারবো না তোমার কাছে?'

'নাই-বা হলেন!' বলে' সবিতা বেরিয়ে চলে' গেল।

রমাপতির একটি মধুর অবসাদ এসেছে। একটি বিষণ্ণ ক্লান্তি। খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রশংসা সে দুই অঞ্জলি ভরে' পান করেছে। তার জীবনের যেদিকটায় কোলাহল, অস্থিরতা, জনতার আনাগোনা, যেদিকে

তার জাঁক-জমক, উৎসব-আয়োজনের বাহুল্য, সেদিকে আর তার মন নেই। সে চায় এবার একটি জনবিরল পরিচ্ছন্ন শান্তি, সুস্নিগ্ধ জীবনের একটি ছোটখাটো পরিধি।

বিকালের দিকে একদিন চা খাবার সময় সে বল্‌ল, 'মা, আর কতদিন ?'

সুরবালা বল্‌লেন, 'দেশে যাবার জন্যে বুঝি মন উড়েছে ?'

'মনে হচ্ছে যেন তাই।'

'তোমার ত বাবা ঢাল-তলোয়ার কিছুই নেই। সর্দ্দারি করতে মন উঠবে ?'

সবিতা চায়ের পেয়ালাটি মুখ থেকে নামিয়ে হাস্‌লো।

রমাপতি বল্‌ল, 'সর্দ্দারি কর্‌ব না মা, কিন্তু বোঝাপড়া করবো।'

'কার সঙ্গে ?'

'নিজেকে নিয়েই। সাদা চোখ মেলে তুনিয়াটাকে একবার ভালো করে' দেখতে চাই। মাটির দিকে চেয়েই এতকাল হেঁটে এলাম, এবার শান্ত হয়ে একবার আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাবো।'

'এ যে বৈরাগ্যের সুর বাবা ?'

সবিতা কি হাসতে হাসতে এবার মাটিতে লুটিয়ে পড়বে ?

রমাপতি বল্‌ল, 'বৈরাগ্য এতকাল ছিল না। অনেক দেখতে গিয়ে কিছুই দেখা হয় নি, এবার দেখবো নিজের দিকে তাকিয়ে। বৈরাগ্য আমাকে সন্ন্যাসী করবে না, হয়ত চোখ খুলেও দিতে পারে।'

'তপস্যা করবে নাকি ?'

রমাপতি বল্‌ল, 'আপনার কথা শুনে এবার সবিতার দম্‌ না বন্ধ হয়ে' গেলে বাঁচি। তপস্যা করবো নিজের সিংহাসনে বসেই। সাদা কথায় একটুখানি গৃহস্থ হতে সাধ যাচ্ছে।'

'তাই বল বাবা, আমি ত ভয়েই মরি। দিল্লীর শ্মশান দেখে দুনিয়ায় কার-কারবারকে মিথ্যে বলে' উড়িয়ে দাও নি এই আমার ভাগ্যি। আজকালকার ছেলেদের সন্ন্যাসী হওয়াটা ছোঁয়াচে হয়ে উঠেছে কিনা!'

এবার সবিতা জবাব দিল, 'কি করবে বল মা, যাদের একমুঠো ভিক্ষেও জুটলো না, তারাই আজকাল সর্ব্বস্ব ত্যাগের ভাণ করে।'

সেদিনকার চায়ের আসরে এমনি করে' রমাপতির অনেক কথাই শুনতে হলো।

জগদীশ বললেন, 'না, রাইসিনার আলো আমি নিবতে দেবো না। দিল্লী ছাড়া তোমার আর কোথাও ঠাঁই নেই রমাপতি।'

'কিন্তু মাষ্টারমশাই, এ যে হাত-পা বাঁধা!'

'ভয় নেই, তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এতদিন ধরে' আমি চুপ করে' বসে নেই। আপাততঃ পার্লামেণ্ট অফিসে তোমার ব্যবস্থা হলো, শ দুই টাকা এখন মাইনে দেবে, তারপর কিছুদিনের মধ্যেই—আচ্ছা সে ব্যবস্থার কথা বলবো তোমায়!'

'চাকরী করবো মাষ্টারমশাই?'

'চাকরী নয়, এটা কাজ—জীবনকে একঘেয়েমি থেকে বাঁচানো।'

'কিন্তু প্রতিদিনের কেরাণী-জীবনে—'

'কেরাণী-জীবন নয়, কর্ম্মজীবন! বেশ, এ নিয়ে তোমায় বোঝাবো এক সময়।'

রমাপতির চাকরী হলো। সুরবালা শুনে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করলেন। সবিতা বললে, 'বেকার বসে থাকার চেয়ে এ বরং—পুরুষরা হচ্ছে ঘোড়া, বসে থাকলেই বাতে ধরে।'

রমাপতি তার দিকে ফিরে দাঁড়াতেই সে দরজার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

ভাঁড়ার ঘরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রমাপতি বল্‌ল, 'আপনাদের পৌঁছে দিতে এসে যে এত বড় দৈব-ঘটনা ঘটবে তা কে জানতো বলুন?'

সুরবালা বল্‌লেন, 'কিছু করতে ত তোমায় হ'তই বাবা, এ না হয়— বিদেশ বলে' কি তোমার ভাল লাগছে না?'

রমাপতি বল্‌ল, 'ওই দেশ-ভক্তিটা আমার নেই মা। সুবিধে এবং সুযোগ পেলে কোনো দেশই আমার জন্মভূমির চেয়ে খাটো নয় এ বোধ আমার হয়েছে। তা ছাড়া গেঁয়ো যুগীর ভিক্ষে আর জুটছিল না, এ বরং একটা কিছু নতুন রকম হলো। তবুও কোথায় যেন কি একটা খচ্‌ খচ্‌ করছে!'

'ও কিছু নয়, সেরে যাবে—আর একটু জল হাওয়া এখানকার বসতে দাও?'

'দৈব-ঘটনা আরো কতদূর গড়াবে তা কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি নে মা।'

সুরবালা তরকারি কুটতে কুটতে বল্‌লেন, 'সেটা আমরা কেউই বুঝি নে বাবা।'

সেদিন সন্ধ্যা বেলা এইখানেই এক বাঙালী ডাক্তারের বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। ফিরতে প্রায় ন'টা বাজলো। কন্‌কনে শীতের রাত। সবিতার গায়ে ছিল একটি কালো মখমল ও লোমের তৈরী 'লেডিস্‌ কোট'। সেটা না ছেড়েই সে রমাপতির ঘরে এসে ঢুক্‌লো। বল্‌ল, 'চুপ করে' বসে' রয়েছেন যে?'

রমাপতি মাথা না তুলেই বল্‌ল, 'এ রকম করে' বসে থাকা দেখে কি মনে হচ্ছে তোমার?'

সবিতা তার দিকে একবার তাকালো। বল্‌ল, 'মনে হচ্ছে দেনার দায়ে যেন আপনার মাথা বিক্রি হয়ে গেছে।'

রমাপতি বল্‌ল, 'ঠিক তাই। এ দেনা শোধ করি কেমন করে' বল ত?'

'দেনাটা কার কাছে আগে বলুন ?'

'বল্‌বো ? যদি বলি তোমার কাছে, বিশ্বাস করবে ?'

'না।'

'কেন নয় ? হাত পেতে ঋণ নেওয়াটাই পৃথিবীতে বড় নয় সবিতা।'

সবিতা কিয়ৎক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বল্‌ল, 'দিল্লীতে কি আপনার মন টেঁকৃছে না ?'

'কি উত্তর চাও ? এখানে যে থাকবো—কেন ? কি নিয়ে ? চাকরি করা আর গান গেয়ে হৈ হৈ করে' বেড়ানোটাই জীবনের চরম কথা নয় !'

সবিতা বল্‌ল, 'ডাক্তারবাবুর বাড়ীর মেয়েরা আপনার গানের খুব প্রশংসা করলেন। আমি বলে এসেছি বুধবারে তাঁরা এখানে আসবেন।'

রমাপতি একটুখানি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বল্‌ল, 'প্রশংসা, যেদিকেই ফিরি প্রশংসা ! ও আর আমাকে শুনিও না সবিতা। পথে-ঘাটে, দেশে-বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়ে বেড়াতে আর আমি পারি নে।'

জান্‌লার একটুখানি ফাঁকে সবিতা দূরে বিচিত্র আলোক-মালায় সজ্জিত রাইসিনার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। শহরের মাথার ওপর উঠেছে বোধ হয় অষ্টমীর চাঁদ। শীতের কুয়াসা ভেদ করে' নীচে সে আলো বেশীদূর এসে পৌছতে পারে নি। মৃদুকণ্ঠে সে বল্‌ল, 'মনে হচ্ছে বসে' বসে' বেশীদিন এখানে চাকরী করতে আপনার ভাল লাগবে না।'

রমাপতি বল্‌ল, 'তুমি বল সবিতা আমি কি কর্‌বো, তুমি বলে' দাও।'

'আপনি চিরদিনই অবাধ্য, আমার কথাই বা আপনি শুনবেন কেন ?'

'এইটেই শুধু জান্‌লে আমি অবাধ্য, আমি অধার্ম্মিক, আমি

নীতিজ্ঞানহীন! তুমিও যদি এ দোষ দাও সবিতা তা হলে' আর আমার দাঁড়াবার জায়গা কোথাও থাকে না। তুমি আঘাত করে' করে' আমাকে চুরমার করে' দিয়েছ এ কথা আর আমি লুকোবো না। আমার ছিল দু'দিকে দুই তট, মাঝখানে ছিল খানা একটা শুখনো পথ। সে পথে তুমি এলে নদী হয়ে প্লাবন সঙ্গে নিয়ে, আমাকে দিলে ভাসিয়ে ডুবিয়ে।'

সবিতা বল্‌ল, 'আপনি যদি এখানে না থাকেন, তা হ'লে লজ্জাটা আমাকেই সইতে হবে, তা জানেন ত?'

'তুমি সইবে আমার জন্যে! কেন?'

'মা জানেন না, আমিই বাবাকে চুপি চুপি বলেছিলাম আপনাকে কোনো একটা কাজ দেবার জন্যে।'

'তুমি?'

সবিতা বল্‌ল, 'আমার যে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। আপনি এখানে থাকবেন অথচ কোনো কাজ নেই, বাবাও আপনাকে ছাড়তে চান্ না—তা বলে' আমাকেও ত লোকের কাছে মুখ দেখাতে হবে!'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রমাপতি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

সবিতা জান্‌লার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, 'অতিথি-সৎকার আপনি নিতে পারেন, অনুগ্রহ নেবেন কেন? সে আমি কিছুতেই সইতে পারবো না।'

রমাপতি তার খুব কাছে সরে' গিয়ে বল্‌ল, 'আমার জন্যে এতখানি তুমি কখন্ ভাবলে বল ত?'

এত কাছাকাছি সে দাঁড়িয়েছিল যে সবিতা আর তার দিকে মুখ ফেরাতে পারল না। অল্প একটু হেসে বল্‌ল, 'ভাববার লোক ত উপস্থিত আর কেউ আপনার নেই!'

তারপর দরজার দিকে একটু এগিয়ে এসে সবিতা পুনরায় বল্ল, 'সেদিন কুতব মিনারের বাগানে বসে' আপনাকে যা বলতে চেয়েছিলাম মনে আছে ?'

রমাপতি এসে আরাম-কেদারায় হেলান্ দিয়ে বস্‌লো। বল্ল, 'এখানে থাকার কথা নিয়ে ?'

'হ্যাঁ' বলে' একটু থেমে সবিতা বল্ল, 'যে যাই বল্ক, এই বাড়ীতেই স্থায়ী হয়ে থাকা আপনার পক্ষে সম্মানজনক নয়, সে লজ্জা যে আমারই।'

'অন্য জায়গায় গিয়ে থাকবার কথা বল্‌ছ ?'

'হ্যাঁ, এ রকমভাবে থাকার মধ্যে একটা বিশ্রী রুচি রয়েছে। পাশের বাড়ী থাকা ভাল কিন্তু এক বাড়ীতে নয়।'

'সেই ভালো।' রমাপতি বল্ল, 'অতিরিক্ত কাছাকাছি এলে বোধ হয় কিছুই দেখা যায় না! কেমন তাই না ?'

সবিতা ধীরে ধীরে এসে রমাপতির বিছানাটি আর একবার হাত দিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে দিয়ে বালিশ দু'টি ঠিক জায়গায় রাখ্‌ল। গরম জামাটা তুলে' নিয়ে আল্‌নার হুকে লাগিয়ে রেখে দিল। টেবিলের ওপর বইগুলি সাজালো অতি যত্নে। তারপর সে চলেই যাচ্ছিল, পিছন দিক থেকে রমাপতি বল্ল, 'এবার শুতে যাচ্ছ, না সবিতা ?'

'তবে কি সারারাত ধরে' আপনার এখানে বসে' গল্প করতে হবে ?'

'না তা বলি নি। সে দাবি ত আমার নেই। বলতাম হয় ত যে সারারাতই তুমি এখানে থাকো—কিন্তু না, সে ভুল আর আমি করবো না। কেড়েও নেওয়া যায় না, চাইলেও পাওয়া যায় না, বড় কিছু পেতে গেলে তপস্যার দরকার ; তা আমার নেই।—সবিতা ?'

সবিতা উত্তর দিল না।

রমাপতি আবার বল্‌ল, 'আমাকে এখন যদি তুমি অনুভব করে' দেখ তা হলে' দেখতে পাবে, আমি স্থির, শান্ত, আমি নির্লিপ্ত, মেঘমুক্ত। আশ্চর্য্য, আমি যে এমন তা আমি নিজেই জানতাম না।'

অনেকক্ষণ পরে সবিতা বল্‌ল, 'যাই আজকের মতন।'

'যেতে হবেই ?'

'বাঃ এ ত বেশ দৌরাত্ম্য আপনার ? রাত হ'ল যে অনেক। বলে' সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেড়িয়ে চলে' গেল।

আলোটা জ্বলাই রইল, জান্‌লা দিয়ে বইতে লাগল একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া, আকাশের ভাঙা চাঁদ নামতে লাগল নীচের দিকে। আলো নিবিয়ে ঘুমিয়ে এ মধুর অনুভূতিটিকে নষ্ট করতে রমাপতির ইচ্ছা হ'ল না। তার কি নবজন্ম সুরু হয়েছে ?

পরদিন সকাল বেলা বেরিয়েই রমাপতি কাছাকাছি কোথায় একটা বাসা ঠিক করে' এল। ভিতরে এসে জানাতেই জগদীশ বললেন, 'বুঝতে পারলাম না ত লাহিড়ী ?'

রমাপতি বল্‌ল, 'মনের স্বাধীনতার চেয়ে বাইরের স্বাধীনতাটা বেশি ভাল লাগে মাষ্টারমশাই। একা থেকে আমি ওটাকে আস্বাদ করতে চাই।'

'এ ত বড় কথা হলো, ছোট কথাটা কি বল ত শুনি ?'

রমাপতি হো হো করে' হেসে উঠলো। সবিতা ছিল ওপাশে দাঁড়িয়ে, সে আড়ালে চলে' গেল! জগদীশ বললেন, 'বিধাতা পড়েছেন বিপদে, তোমার চরিত্র এমন রহস্যময় হয়ে উঠবে জান্‌লে আগে থেকে তিনি সাবধান হতেন। বল ত মনের কথাটা কি ?'

রমাপতি বল্‌ল, 'আমার পা ছুটো আমার ভার বইতে পারে কি না একবার দেখে নিতে দিন্‌ ?'

'আর এক ডিগ্রি সহজ করে' বল ?'

রমাপতি বল্‌ল, 'চাকরীর জীবনটা কেমন, একটু একান্তে সেটা আস্বাদ করতে চাই মাষ্টারমশাই।'

জগদীশ স্থরবালাকে ডেকে বললেন, 'শুন্‌লে ত ?'

স্থরবালা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বড় হয়েছ বাবা, এখন নিজের বুদ্ধিই সকলের চেয়ে বড় !'

রমাপতি তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌ল, 'আপনার কাছে আমি ত কোনোদিনই বড় নই মা !'

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রমাপতি চলে' যাবার পর নিজের ঘরে গিয়ে সবিতা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসলো। রমাপতির মত চরিত্রকে সে যে নিজের আয়ত্বে এনে ফেলেছে এতে গৌরব করবার কিছুই ছিল না, কিন্তু যে-বিশ্বাস, যে-শ্রদ্ধা রমাপতি আজ তার প্রতি নিবেদন করে' গেল, এর মূল্য দেবার মত শক্তি তার আছে কি না এই কথাটাই সে বার বার তলিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। আর সবাই রমাপতির সম্বন্ধে যা জানে, সবিতা সে জানাকে গ্রাহ্য করে না। সে জানে রমাপতি ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, রমাপতির মত অসহায় দুনিয়ায় আর কেউ নেই, রমাপতির সমস্ত জীবনে অতৃপ্তির একটি করুণ ছায়া ! সে জানে নারীর প্রতি রমাপতির অবজ্ঞা, বিতৃষ্ণা, কিন্তু সে ভালবাসার ভিখারী। রমাপতি নাস্তিক কিন্তু তার অন্তরের নীড়হারা পক্ষীটি অন্ধের মত আকাশের পারে পারে আলোকের সন্ধানে উড়ে' উড়ে' বেড়ায়। সমাজ-ধ্বংসের বীজটিকে রমাপতি মনে মনে লালন করে এ কথা ত সবাই জানে, কিন্তু সবিতা জানে, রমাপতি চায় শৃঙ্খলা, সদাচার, নীতি, ধর্ম্ম—রমাপতি মহত্বের কাঙাল, মনুষ্যত্বের কাঙাল, স্নেহ-মমতার কাঙাল !

সবিতা উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত দিনের একটি অলস মন্থরতার স্রোতে এমন করে' কে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ? আজ তার মনে হলো

নিজের চিন্তাটাই তার কাছে বড় নয়, দামী নয়, একান্ত নয়। সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি ধরে' নিজের চিন্তা, নিজের বোঝা, নিজের হিতাহিত বয়ে' বেড়াবার মত দৈন্য ও নীচতা সংসারে বোধ হয় অল্পই আছে। অন্যের ভার কাঁধে না নিলে আর তার দিন কাটবে না!

নিজেকে ভুলতে পারাটাই কি ভালোবাসার মহত্তর সাধনা? আজ কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর সবিতাকে দিতে পারলে হয় ত ভালই হতো।

রমাপতির ঘরের দরজার কাছে সে এসে দাঁড়াল। হৃদয়াবেগের কয়েকটি তার আজ ক্ষণে ক্ষণে কেমন করে' যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্ছে যে নিশ্বাস রমাপতি এই ঘর থেকে নিয়ে গেছে, সবিতা বুক ভরে নিল সেই হাওয়া। ঘরের দু'টি দরজা যেন তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য হাত মেলে রয়েছে। ভিতরে এসে সবিতা দাঁড়াল। জান্‌লাগুলি পুরাতন বন্ধুর মত তার দিকে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। এই জান্‌লায় ছিল রমাপতির আকাশ, যে-আকাশ বহুদিন ধরে' তার কল্পনাকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গেছে, ওই মেহগণি গাছটি মাথা দুলিয়ে জানাচ্ছে রমাপতিকে সে ভোলে নি, রমাপতির একাকীত্বের সে ছিল সাথী।

সবিতার চোখে কি জল আসছে? না, তার ভালোবাসায় দুর্ব্বল অশ্রুপাতের মোহবিলাস নেই—রমাপতিকে সে ভালোবেসেছে এই সত্য কথাটি অনুভব করে' সর্ব্বাঙ্গ তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো।

সাত

জগদীশ বললেন, 'একি ভাল হবে মা? সে না আসুক কিন্তু তার খবর আমাদের নেওয়া চাই। তুমি এক-একবার যেও তার কাছে।'

সবিতা বল্‌ল, 'একদিকের গরজে দুনিয়া চলে না বাবা।'

'চলে না, কিন্তু লাহিড়ীর চলে। লাহিড়ী যে ধাতুতে তৈরী তাতে আর যাই থাক্ সামাজিকতা নেই। তোমার মার পক্ষে ত আর যখন তখন সম্ভব নয়, এ ভার আমি তোমার ওপরেই দিলাম মা।'

'কিন্তু বাবা—'

'আর কিন্তু নয় মা, তোমার যেখানে সঙ্কোচ, আমার সেখানে কোনো বক্তব্য নেই। তোমার কর্ত্তব্য আমার চেয়ে তুমিই ভাল বুঝবে মা!'

সেদিন পৈরাগকুমারী ফিরে আসতেই সবিতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোর দাদাবাবু কি কচ্ছিল রে?'

পৈরাগ হাসলো। হেসে হাত মুখ নেড়ে সে মাতৃভাষায় জানালো, দাদাবাবু আছেন পরমানন্দে। বোম ভোলানাথটি হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কচ্ছেন। ললাটে তাঁর চিন্তার রেখাটিও নেই, একলা বাড়ীতে অবিশ্রান্ত সঙ্গীত-চর্চ্চা ও কাব্যালাপ করেন। তাঁর জন্য কারো মাথা না ঘামালেও চলে।

'তুই যেতে কি বললেন?'

'বাবু আর মাইজির কথা জিজ্ঞেস করলেন।'

'বললেন না যে একদিন যাবো?'

'কিছুই না, আসবার নামও করলেন না।'

'আমার কথা?'

পৈরাগকুমারী বল্ল, 'আমি বললাম তোমার কথা দিদিমণি, তিনি রইলেন মুখ বুজে।'

এমনি করে' আবার কিছুদিন চলে' গেল।

শীতের হাওয়া কমে গেছে। রৌদ্র উঠেছে খরতর হয়ে। এদেশে বসন্তকালকে চেনা যায় না! শীতের পরই গরম, মাঝামাঝি আর কিছু নেই।

পাশেই একটি মুসলমানের প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ী। একটি অলোক-প্রাপ্ত মুসলমান পরিবার। রমাপতির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছে। রমাপতি প্রায়ই সেখানে গান গায়, শিক্ষা ও সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করে। দিন তার এক রকম মন্দ কাটে না।

ছুটির দিন। এখানকার কোথায় এক বাঙ্গালী ক্লাবে থিয়েটার হবে—রমাপতিকে তারা নাট্য-আলোচনা করবার জন্য টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সে যখন ফিরে এল তখন সন্ধ্যার বিলম্ব আছে।

ঘরে এসে ঢুকতেই সে অবাক হয়ে গেল। একটা টেবিলের ওপর সবিতা একমনে চা ও জলখাবার সাজাচ্ছে। রমাপতিকে দেখেই সে বল্‌ল, 'যাওয়া হয়েছিল কোথায়? যান্‌ মুখ-হাত ধুয়ে আসুন।'

ঘরে ঢুকে এসে রমাপতি বল্‌ল, 'কখন্‌ এলে?'

মুখের ভিতর থেকে সবিতার একটি অভিমানক্ষুব্ধ কম্পিত আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল, ঠোঁট দু'টি টিপে সে বল্‌ল, 'কখন্‌ এলাম সে কথা শুনে আর কি হবে আপনার?'

রমাপতি মাথা হেঁট করে' রইল। তারপর বল্‌ল, 'তোমাদের ওখানে আমার যে কেন যাওয়া হয়ে ওঠে না তা আমি নিজেই জানি নে সবিতা। আমি যে অকৃতজ্ঞ তা নিজের মনেই বেশ বুঝতে পারি। আমাকে শাস্তি দেবার মত আমি কাউকেই খুঁজে পাই নি, তাই অন্যায় করা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'এসব কি কৈফিয়ৎ আপনার?'

'না, এ আত্মবিচার। সবিতা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।'

সবিতা বল্‌ল, 'দুনিয়ায় সবাই সবিতা নয়, লেখাপড়া শিখে এটুকু আপনার বোঝা উচিত ছিল। যাক্‌ গে।'

যে-চেয়ারে রমাপতি বসেছিল, তার স্থমুখে টিপয়টা সবিতা একটু এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল, 'চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!'

অনেকক্ষণ পর রমাপতি বল্‌ল, 'একটা কথা তুমি আমায় বলবে সবিতা?'

সবিতা তার মুখের দিকে তাকালো। বল্‌ল, 'সেই কথাটাই বুঝি শুন্‌তে আপনার বাকি আছে?'

'কি জানি, আচ্ছা তুমি যে এখানে একা এলে—'

'একা নয়, পৈরাগের সঙ্গে।'

'একা যে রয়েছ এখানে তাতে কি কোনো বাধা পাও নি?'

'মা আর বাবা আপত্তি করেছেন কিনা তাই বলছেন?'

'ধর তাই যদি বলি?'

সবিতা বল্‌ল, 'আপনি কি তাঁদের সে সঙ্কীর্ণতার খোঁজ পেয়েছেন?'

'পাই নি, তবু বলছিলাম যে—'

'তবে চুপ করুন। আমি যে মাটির পুতুল নয় তা তাঁরা জানেন।'

সবিতা ষ্টোভ্‌টা নিবিয়ে দিল। কতকগুলি খাবার সে এনেছিল বাড়ী থেকে, সেগুলি সে মেঝেয় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল। ফল-পাকড়ের খোসাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে এল।

রমাপতি বল্‌ল, 'তুমি কি আমার ঘরের কাজ করতে এলে এতখানি পথ ভেঙে?'

সবিতা বল্‌ল, 'এলাম আপনাকে নেমন্তন্ন করতে। বাড়ীতে আজ নতুন ধরণের সরবৎ তৈরী করেছি। মা বলেছেন আপনাকে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে।'

রমাপতি হেসে বল্‌ল, 'এ কথাটা মায়ের নাম করে' নিজেই চালিয়ে দিলে না ত?'

সবিতা না হেসে পারল না। হাত তুলে সে একবার মাথার খোঁপাটা ঠিক করে' নিল। আজ সে পরে' এসেছে একটি কোমল নীল রংয়ের শাড়ী। শাড়ীটি আজ যেন নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে' দুলে' দুলে' উঠছে। শুধু রূপ নয়—রূপ রমাপতি অনেক দেখেছে, এই ছন্দোময়ী তরুণীটির অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের আড়াল থেকে যে বস্তুটি বার বার আত্মপ্রকাশ করে, রমাপতি তার কাছে মাথা নোয়ায়। একে লালসার অগ্নিকুণ্ড বলা চলে না, এ হচ্ছে ভালোবাসার প্রদীপ। মানুষকে আত্মসাৎ করে না, পথ দেখায়।

রমাপতি ধীরে ধীরে উঠে একবার বাইরে গেল। কলঘরের মধ্যে গিয়ে মুখে চোখে সে জল দিল। যে ভালোবাসা আজ তাকে মহিমান্বিত করবার আয়োজন করেছে, কেমন করে' বোঝাবে যোগ্যতা তার এতটুকু নেই! এতকাল ধরে' নারীর সঙ্গে তার যে পরিচয় সে হচ্ছে অপমানের, অগৌরবের। তার কলুষিত মন, অপবিত্র হৃদয়, অসুন্দর তার আত্মা! কদর্য্য কামনায় সমস্ত অন্তরটা তার ক্লেদাক্ত, ভালোবাসার সিংহাসন সে পাতবে কোথায়?

সবিতা বাইরে এসে দাঁড়াল। রমাপতি বেরিয়ে এসে বল্‌ল, 'আজকে তোমার সরবৎ না খেলেই চলবে না?'

দু'টি চোখ তুলে সবিতা তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকালো।

রমাপতি বল্‌ল, 'কোনো গৃহস্থের ঘরে ঘন ঘন যাওয়ার অভ্যাসটা আমি ত্যাগ করতে চাই সবিতা। নিজেকে এবার শ্রদ্ধা করতে শিখছি।'

'তবে থাক্। সরবৎ খাবার লোকের ত অভাব নেই!—যাই আবার সন্ধ্যে হয়ে এল। আপনি না গেলে কিছুই এসে যাবে না। তবু মনে রাখবেন অহঙ্কার যাদের কাছে করেন তারাই আপনার জীবন-ধারণের উপায় করে' দিয়েছে!'

ঘরে গিয়ে সে গায়ের চাদরটা নিয়ে এল। তারপর বল্‌ল, 'এতক্ষণ আপনার সময় নষ্ট করে' অনেক জ্বালাতন করলাম, ক্ষমা করবেন। আর তা ছাড়া নিজে থেকে আমি আসি নি, আমার একটা আত্মসম্মান আছে। বাবাই পাঠিয়েছিলেন। সভ্যতার চেয়ে বড় জিনিষ ভদ্রতা —এবার সেটা শিখতে চেষ্টা করুন।'

জুতোটা কোনো রকমে পায়ে লাগিয়ে সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে চলে' গেল।

রমাপতি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন মরিয়া হয়ে গেছে। মনে হলো এতদিন পরে সে যেন মুক্তি পেয়েছে। অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছিল এমন একটি নারীকে সে যে নিজের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছে এ জন্য মনে মনে আপনাকেই সে প্রণাম কর্‌ল। সবিতা, তুমি ক্ষমা করতে পারবে না জানি, কিন্তু এ প্রত্যাখ্যান করার মহৎ শক্তি তুমি আমাকে দান করেছ। আমার সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ করে' এ মুক্তি তোমার কাছে ভিক্ষা করে' নিলাম।

*

* *

সুরবালা গেছেন জগদীশের সঙ্গে কোথায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বলে' গেছেন আসতে তাঁর রাত হবে। পৈরাগকুমারী গেছে তার 'মিতা'র সঙ্গে শহরের এক স্বদেশী মেলায়। দরজার কাছে তার ভাইপো বসে' 'তুলসীদাস' পড়ে' বৃদ্ধ দারোয়ানকে শোনাচ্ছিল। সবিতা এসে বাড়ীতে ঢুক্‌লো, পথ ঘাট তার সবই চেনা। ভিতরে ঢুকে সে সোজা গিয়ে ওপরে উঠলো। কোথাও কোথাও তখন সবেমাত্র এক-আধটা আলো দেখা দিয়েছে।

রাগে ক্ষোভে অভিমানে তার মাথার তাজা রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে' তখন ফুটছিল। সুমুখে তার কোনো অবলম্বন ছিল না। মনে হলো প্রত্যাখ্যানের এই আঘাত পড়েছে তার মেরুদণ্ডের ওপর। আত্মসম্মান হলো তার পদদলিত, ভালোবাসা তার পথের ধূলায় অবলুণ্ঠিত। দাঁতের ওপর ঠোঁট বসিয়ে দুই হাত দিয়ে বুক চেপে সে একবার দাঁড়াল। তার প্রতি রোমের কূপে কূপে এই যে ভয়ানক জ্বালা ফুটে উঠেছে একে সে নিবৃত্ত করবে কেমন করে'? এত বড় অপমান সে যদি আজ মুখ বুজে সয়ে যায়, তা হলে' রমাপতি পর্য্যন্ত যে তার ওপর শ্রদ্ধা হারাবে! সেই শ্রদ্ধাকে বাঁচাবার জন্য সবিতা যেন পাগল হয়ে উঠলো, এবং সুমুখে আর কোথাও কিছু না পেয়ে সে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে' ঝর ঝর করে' কেঁদে ফেললো। পিঠ থেকে পা পর্য্যন্ত সমস্ত দেহটা তার কান্নায় নড়ে' নড়ে' উঠতে লাগ্‌ল।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা থেকে রাত্রির অন্ধকার নিঃশব্দে জমে' উঠেছিল। সবিতা ঠিক তেমনি করেই পড়ে' রয়েছে, এতটুকু নড়েও নি। সকালের আলোয় এ অপমানিত মুখ সে কেমন করে' বার করবে, তাই ভেবে মনে সে হয়ত মৃত্যু কামনা করছে! নিজের কাঙালপনায়, লজ্জায়, ধিক্কারে তার মুখ তোলবার শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে!

এমন সময় তার পিঠের ওপর কার হাত স্পর্শ করলো।

'সবিতা?'

সবিতা মাথা তুলে' ঘাড় ফেরালো। সে কি স্বপ্ন দেখছে? ধড়্‌মড় করে' সে উঠে বসলো। রমাপতি তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্‌ল, 'এমনি করে' আমায় ভুল বুঝে এলে?'

সবিতা কোনো উত্তর দিল না।

রমাপতি বল্‌ল, 'আমাকে জানলে তুমি আর যাই কর, অবিচার

করতে না! তুমি আমাকে যে সম্মান দাও আমি তার উপযুক্তই নই এই কথাই তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম!'

সুইচ্‌টা টিপে রমাপতি আলো জ্বাললো।

'ও কি? কেঁদেছ? চোখ যে ফুলে উঠেছে তোমার! তুমি ভারি ছেলেমানুষ সবিতা।'

সবিতা এবার কথা বল্‌ল, 'আপনি না এলেই পারতেন!'

'রাগ দেখছি তোমার এখনো পড়ে নি। না যদি আসি, একা একা থাকবো কেমন করে'? এসো, উঠে এসো। এরা আজ গেলেন কোথায়?'

'নেমন্তন্নে।'

'তুমি একা এই অন্ধকারে পড়েছিলে? যদি চোর-ডাকাত আসতো?'

সবিতা বল্‌ল, 'তা ত এলোই।'

রমাপতি হাসলো। হেসে বল্‌ল, 'আগে ছিলাম, এখন আর নই সবিতা।'

'আপনারা চিরকালই তাই।'

'রাম বল! তুমি বরং পরীক্ষা করে' দেখতে পারো।'

আর যাই হোক, রমাপতির ওপর রাগ করা চলে না। রমাপতি যে সত্যিই অন্যায় করে নি—আশ্চর্য্য, এই সামান্য কথাটা এতক্ষণ তার মনে আসে নি! তার মাথায় কি কোনো সহজ বুদ্ধি নেই?

সবিতা বল্‌ল, 'আমিই করেছি আপনার ওপর অবিচার, ক্ষমা চাইছি।'

'ক্ষমা আমি কাউকে করি নি, শাস্তি দিয়ে থাকি।'

আলো এসে পড়েছিল সবিতার মুখের ওপর। হেসে সে বল্‌ল, 'কি শাস্তি দেবেন?'

গা ঝাড়া দিয়ে রমাপতি সরে এল। বল্‌ল, 'আর কেউ হলে' শাস্তি

দিতাম, কিন্তু তোমাকে নয় সবিতা। তোমাকে শাস্তি দিতে পারবো না। তোমার কাছাকাছি এলে আমার ভয় করে, বুক কাঁপে। তুমি কেমন করে' জানি নে আমার এ দুর্ব্বলতা এনে দিয়েছ! চল, একটু ঘুরে আসবে?'

'কোথায় যাবেন? এই রাতে কুতব মিনার? অনেক দূর যে!'

'চল, জুম্মা মস্‌জিদের নীচে গিয়ে বসি গে।'

'তার চেয়ে চলুন যমুনার তীরে যাই।'

'সেও যে অনেক দূর! হাঁটতে পারবে?'

'তা পারবো কিন্তু সেখানটা ভয়ানক নির্জ্জন। এত রাতে লোকে কি বলবে বলুন ত?'

'একটি মানুষও যেখানে নেই, সেখানে লোকনিন্দার ভয় কেন? তা ছাড়া কি জানো, আসল লজ্জাটা নিজের মধ্যে, এটাকে যে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, সে আর কারো মুখের দিকেই তাকায় না।'

'তবে তাই চলুন, রাতে নদীতীর আমার বেশ লাগে!'

সারাদিনের পর তখন বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া উঠেছে। রাত সম্ভবতঃ বেশী হয় নি। দু'জনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় নামতেই দেখলো তখনো 'সাফ্‌তার জঙ' ও 'কুতবপুরে'র মোটর বাস্‌ মানুষ বোঝাই করে' হু হু শব্দে চলেছে। ডান দিকের ফুট্‌পাথ ধরে' দু'জনে চল্‌তে লাগল।

রমাপতি বল্‌ল, 'শহরটা এবার বেশ চেনাশুনো হয়ে গেছে। অন্ততঃ রাস্তা হারাবার ভয়টা আর নেই।'

সবিতা বল্‌ল, 'রাস্তা না হারাক্‌, বাড়ী হারায়। একটা বাড়ীর সঙ্গে আর একটার এমন মিল বোধ হয় আর কোনো দেশে নেই। আপনি যদি ভুলে কোনো বাড়ীতে ঢুকে পড়েন, তা হলে' তারা ভয় পাবে না, চেনা লোক না হলেও সবাই হেসে উঠবে।'

'তা হলে' এ নিয়ে বেশ একটা গল্প লেখা চলে বল ?'

খানিকটা দূর পর্য্যন্ত দুজনে হেঁটে গেল। রমাপতি পথের দিকে একবার তাকিয়ে বল্‌ল, 'এদিকে কিন্তু আর যাই থাকুক যমুনা নদীটি নেই।'

সবিতা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, 'তাই ত, এ যে উল্টো পথ ধরেছি! আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্তই বুঝি এমনি ফাঁকা হয়ে যাবে ?'

রমাপতি বল্‌ল, 'এই ত বেশ—লক্ষ্যহীন। যেদিকে খুসী দু'জনে চলেছি, আবার হয় ত ঘুরতেও পারি, অন্যদিকেও মোড় ফিরতে পারি, রাস্তায় থাম্‌তে পারি, যেখানে হোক বসতে পারি, হাসতে পারি, চেঁচাতে পারি, কাঁদতে পারি—'

'হয়েছে থামুন, আপনার 'পারি' আর শুন্‌তে পারি নে।'

হাসতে হাসতে দু'জনেই রাস্তা মুখরিত করে' চল্‌লো।

আবার খানিকদূর গিয়ে সবিতা বল্‌ল, 'এদিকে কিন্তু সেই রেলের পোল, মনে আছে ত ?'

'আছে বৈ কি, সেই আমায় গান গাইয়ে নিয়েছিলে! গান শুনে তুমি ত কেঁদেই অস্থির!'

'বা রে, কাঁদলাম কখন্ ?'

'না না, ভুল হয়েছে, হেসে একেবারে লুটোপুটি খেয়েছিলে!'

সবিতা হেসে বল্‌ল, 'মানুষকে লজ্জায় ফেল্‌তে আপনি একেবারে অদ্বিতীয়!'

ফুলের মালার মত চারিদিকের সরকারি আলোগুলি দেখা যাচ্ছিল। কচিৎ দু' একটি নরনারী কথাবার্ত্তা কইতে কইতে চলেছে। মাঝে মাঝে এক একখানা গৃহপালিত মোটরগাড়ী কপালের বড় বড় দু'টো আলো জেলে হুস্ হুস্ করে' ছুটে যাচ্ছে।

'চলুন বাঁ-দিকে যাই।'

বাঁ-দিকের জনবিরল পথে কিছুদূর গিয়ে রমাপতি বল্‌ল, 'আজ তোমার চোখে জল দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, সত্যি বল্‌ছি।'

সবিতা বল্‌ল, 'আমি অবাক হয়েছিলাম আপনার ব্যবহার দেখে, সত্যি বল্‌ছি!'

এদিকে বসতি বিশেষ নেই। সবেমাত্র একখানা নতুন ইমারতের একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে উঠেছে। পাশেই কতকগুলি শুক্‌নো গাছের জটলা। তারই শেষ দিকটায় দূর থেকে আরাবল্লী পাহাড়ের একটি শীর্ণ সূত্র এসে এই পথটাকে বন্ধ করে' দিয়ে আবার দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। দিল্লীর চারিদিকে এটি স্বাভাবিক প্রাচীরের মত কাজ করে।

গাছগুলি যখন তারা পার হয়ে এল, পথের শেষ আলোটি তখন আড়াল পড়েছে। দিনের আলো না ফুটলে কোনো মানুষের এদিকে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আজ বোধ হয় ত্রয়োদশী তিথি। চাঁদের আলোয় বহুদূর পর্য্যন্ত মাঠের পর মাঠ ভেসে গেছে। চারিদিকে স্পষ্ট করে' তাকালে নূতন শহরের চিহ্নগুলি এখান থেকেও চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে মোটরের অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ এমন নির্জ্জন জায়গার একান্তে এসে পড়ার ইচ্ছা হয় ত দু' জনেরই ছিল না। থম্‌কে একবার দাঁড়িয়ে একটু বিপন্ন হয়ে সবিতা বল্‌ল, 'হ'ল ত, এবার চলুন?'

রমাপতি বল্‌ল, 'এমন পাহাড় পেলে, একটুও বসে যাবে না? না হয় থাক্ গে, চল এবার ফিরেই যাই!'

সবিতা বল্‌ল, 'একে আর পাহাড় বলে' পাহাড়ের অপমান করবেন না, একতলার বেশীও উঁচু নয়।—সত্যি, পা ধরে' গেছে, হাঁটাও নিতান্ত

কম হয় নি।' বলে' সে অতি সাবধানে উঠে একখানা বড় পাথর আঁচল দিয়ে ঝেড়ে তার ওপর বসে' পড়ল।

পাথরের ওপরে যে আরো খানিকটা জায়গা খালি রইল, রমাপতি সেদিকে একবার তাকালো। মুখের কথা যখন ফুরিয়েছে, মন তখন হলো মুখর। আজকের এই নিভৃত চন্দ্রালোকের তলায় বসে' ওই কলুষলেশহীন একান্ত নির্ভরশীলা মেয়েটির কাছে সস্তা প্রণয় নিবেদন করবার সাহস ও শক্তি তার হ'ল না। যে কাজটা ছিল তার জীবনে অতি সহজ, অতি সাধারণ এবং অতিরিক্ত তাচ্ছিল্যের, আজ মনে হলো তার চেয়ে কঠিন আর কিছু নেই। নারী সে অনেক দেখেছে কিন্তু সবিতাকে ত কোনোদিন চোখে পড়ে নি! এই মেয়েটির কাছে নিজেকে অঞ্জলী দেবার গৌরব ও অধিকার সে কি অর্জ্জন করেছে কোনোদিন?

সবিতা হেসে বল্‌ল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন যে গাছের নীচে? ফটো তুলবেন না কি? আপনি কি লোকের চোখের দিকে চেয়ে ভেতরে উঁকি মারেন?

রমাপতি আস্তে আস্তে এসে নীচের পাথরটায় বস্‌লো। তারপর বল্‌ল, 'আজকে এত চাঁদের আলো হয়েছে শুধু তোমার জন্যে। এইখানে এমন করে' এসে তুমি বসবে বলেই এত আলো।'

'আপনার জন্যেও ত হতে পারে।'

'আমার জন্যে? তা বটে।' রমাপতি দূর মাঠের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে বল্‌তে লাগল, 'তুমি যদি আমার রূপের প্রশংসা কর তাতে আমি অবাক হ'ব না। আমি জানি, রাস্তার লোক আমার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে যায়। বায়স্কোপ বা থিয়েটারের ভিড়ে গেলে আমাকে শেষ পর্য্যন্ত লজ্জিত হতে হয়। আমি তখন বুঝতে

পারি সুন্দরী মেয়ে অনেক সময় কি বিপদেই পড়ে! কিন্তু সবিতা, চাঁদের আলোয় পুরুষের চেহারার কোনো দাম নেই, আমাদের রূপ হচ্ছে সূর্য্যের খরদীপ্তির মধ্যে। তোমরা চন্দ্র, আমরা সূর্য্য! তোমাদের আছে মায়া, আমাদের আছে সত্য।'

সবিতা বল্‌ল, 'আচ্ছা, এতকাল হ'ল দেশ ছেড়ে এসেছেন, সেখানকার কথা আর কিছুই আপনার মনে পড়ে না?'

রমাপতি বল্‌ল, 'সত্যি বল্‌বো?'

'আপনি কি কোনোদিন আমার কাছে মিথ্যে বলেন?'

'বলি নি ত?'

সবিতা মাথা হেঁট করে' রইল। তারপর বল্‌ল, 'মিথ্যে কোনো দিন আপনার মুখ দিয়ে বেরোবে না।'

রমাপতি বল্‌ল, 'সত্যিই বলবো। সত্যবাদী হবার জন্যে নয়, তোমার মত মেয়ে আমার বন্ধু তাই জন্যে! অনেক দিন আগে একবার তাজমহলে গিছলাম। দেখলাম তাজ-এর পিছন দিকে আর কিছুই দেখা যায় না, শুধু অবারিত অনন্ত আকাশ চারিদিকে হু হু করছে। আকাশের গায়ে আঁকা তাজমহল! সে আমার চোখের ভুল নয়, যে দেখবে সেই আমার কথা স্বীকার করবে। তোমাকেও আমার তাই মনে হয়—তোমার পিছনে আমার দেশ, আমার সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সমস্তই অদৃশ্য হয়ে গেছে। মানুষ যখন ধ্রুবতারা দেখতে পায়, তখন দেখে তার কল্পনার আকাশে সেটি শুধু একাই জল্ জল্ করছে। কিন্তু না সবিতা, দেশ—দেশ আমার কলঙ্ক!'

'কেন বলুন ত?'

'আমার দেশে সুস্থ মানুষ নেই, শুধু উপবাসীর ভিড়। জীবনকে বিকৃত করে' আত্ম-অপমান করাই তাদের পেশা। এই ধর আমারই

কথা। আমি তপস্যা করি নি কোনোদিন, করেছি কেবল আত্মপূজা। সৃষ্টির মূলে যে বিধাতা আছেন, সে সত্য আমি মানি নি এই জন্যে যে, তাঁকে জানবার পথ ভালোবাসা দিয়ে তৈরী করতে হয়। ধর্ম্মকে অস্বীকার করেছিলাম এইজন্যে যে, কদর্য্য জীবনযাত্রাটাকে একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েছিলাম। সবিতা জানো, সমাজের মধ্যে 'মরালিটি'র মূল্য কতখানি ?'

সবিতা বল্‌ল, 'এদের সঙ্গে আপনার কি ?'

রমাপতি হাসলো। বল্‌ল, 'এরা জড়িয়ে আছে আমারই সঙ্গে এই কথাই তোমাকে বলতে চাইছি অনেকদিন থেকে সবিতা। আমার বাইরেটা এমনি চক্‌চকে যে ধরবার-ছোঁবার যো নেই। বিদ্যার মোড়ক দিয়ে, জ্ঞানের ছলনা দিয়ে, ভদ্রতার পালিশ দিয়ে, সামাজিকতার সাধারণ ভঙ্গীগুলো দিয়ে—আমিই অনেক সময় নিজেকে চিনতে পারি নে। কিন্তু এ ত সত্যি নয়। আমি ত জানি, লালসাকে যতই মনোহর মূর্ত্তি দিয়ে সাজাই, মানুষের 'মরালিটি'র অনুভূতিকে আল্‌গা এবং বিষাক্ত করবার কোনো অধিকারই আমার নেই !'

আলাপটা কোন্‌দিকে চলেছে ভেবে সবিতা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সরল দু'টি বড় বড় কালো চোখে সে রমাপতির মুখের দিকে তাকালো। সমস্ত মন দিয়ে সে শুনছিল।

রমাপতি বল্‌ল, 'আমি বুঝি সবিতা, এও অপমান। অন্যের কাছে নিজেকে হীন বলে' পরিচয় দেওয়াটাই হচ্ছে মৃত্যু। কিন্তু তা নয়, আমার বিচার করবার অধিকার আমারই সকলের চেয়ে বড়। আচ্ছা সবিতা, চরিত্রহীনকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো ?'

সবিতা কোনো উত্তর দিতে পারলো না, মাথা নীচু করে' নিঃশব্দে বসে' রইল।

রমাপতি বল্‌ল, 'এ আমার অনুশোচনা নয়, এ দোষ স্বীকার! আমি তোমাকে বাঁচাবো। আমি আজ সত্যি কথা বল্‌ব।'

সবিতা বল্‌ল, 'সে ত ভাল কথা।' তার গলা কাঁপ্‌ল।

রমাপতি বল্‌ল, 'তাই বলছিলাম, প্রলোভন যেখানেই নিজেকে সাজিয়ে বসেছে, আমি সেখানে বিনা আয়াসে দস্যুবৃত্তি করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েদের যে সম্ভ্রম-মর্য্যাদা আছে, এ আমার মনেই আসতো না! মেয়েদের মর্য্যাদা নিয়ে জুয়াখেলাই হলো আমার পেশা।'

সবিতা বল্‌ল, 'আপনি এমন কথা বলেছেন যাতে আমার মনে হতে পারে আপনি দেশে বুঝি চুরি-ডাকাতি কিছু করে' এসেছেন।' ধীরে ধীরে তার চোখে মুখে যে শঙ্কার ছায়া নেমে আসছিল একটি অকারণ চেষ্টাকৃত হাসি দিয়ে সেটাকে সে ঢেকে রাখতে চাইছিল।

রমাপতি তার উত্তরে বল্‌ল, 'হায় রে, চোর-ডাকাতের অন্যায়ের পেছনে যে প্রকাণ্ড একটা যুক্তি রয়েছে—অভাব, কিন্তু তারা ত পাপের বীজ ছড়ায় না! নরনারীর সংযমের মেরুদণ্ডে যে ঘূণ ধরায়, ভাব্‌তে পারো মানুষের সমাজে তার অপরাধ কতখানি? ওদিকটা যাদের আল্‌গা তারা আনে সমস্ত জাতির দোরে দারিদ্র্য, রোগ, জরা আর অকাল-মৃত্যু!—সবিতা, আমি কি করেছি জানো?'

রমাপতি কি উন্মাদ হয়ে উঠেছে? আজ কি সে নীতি-প্রচারকের ছদ্মবেশ নিয়েছে? এমন দীর্ঘাকার বক্তৃতার আড়ালে তার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

সবিতা ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল। আজ এই ভয়ানক আলোচনা না উঠলেই যেন ভাল হতো। কি দরকার ছিল বেড়াতে বেরোবার?

রমাপতি পাগলের মত বলতে লাগল, 'আমার প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করবার

জন্যে বহু গ্রন্থ ঘেঁটে মেয়েদের মধ্যে যুক্তি ও বিশ্বাসের আগুন ছড়িয়ে দিতাম। তার ফলে কি হয়েছিল জানো? কেরোসিন তেল গায়ে ঢেলে একটি মেয়েকে করতে হলো আত্মহত্যা!'

সবিতা চম্‌কে উঠলো। রমাপতি বল্‌ল, 'সেইটেই শেষ নয়, আর একটি কীর্ত্তি এমন ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, আমার দু'টি বন্ধুর নাম শুনলে লোকে মাথা হেঁট করে।'

সবিতা আর সাম্‌লাতে পারল না। বিদীর্ণ কণ্ঠে সে বলে' উঠলো, 'এ বাহাদুরী কি আজ আপনার না করলেই হতো না? কি করেছি আপনার যে এমন করে' আমায় ডেকে এনে অপমান করবেন? কাল থেকে আপনার সঙ্গে যেন আর আমার দেখা না হয়!' চোখ দিয়ে তার ঝর্ ঝর্ করে' জল গড়িয়ে এল।

হাত খানেক দূরে আর একটা পাথরের দিকে সবিতা সরে' গেল মনে হলো কে যেন তার গলার টুঁটি টিপে ধরেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে আবার এগিয়ে এল, রমাপতির একটি হাত ধরে' সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌ল, 'আচ্ছা আপনি কি বড় হতে পারেন না? ধরুন যদি নতুন করে' আবার আপনি—'

রমাপতি বল্‌ল, 'আজ তোমার দিকে আর আমি তাকাতে পারবো না সবিতা। যে মিথ্যে কথাটা আমি এতদিন ধরে' চেপে রেখে জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছি তার মুখটা আমায় খুলতে দাও। আচ্ছা, আজ তুমি যদি শোনো একটি মেয়ের সঙ্গে মালাবদল করে' আমি তার সর্ব্বনাশ করেছি তা হলে' কি করবে? যদি শোনো আমার সেই অনাদৃতা দুর্ভাগিনী স্ত্রীর নাম বনলতা? এমন যদি বলি তার সেই একান্ত প্রেমের মূল্য আমি এতটুকুও দিই নে?'

সবিতা চীৎকার করে' উঠতে পারল না, কাঁদবার চেষ্টা একবার সে

করল, কিন্তু ঠোঁট দু'টি কেঁপে মুখে এল তার হাসি। সে-হাসি বিহ্বল, পাগলের মত, সে-হাসি চোখের জলে ভিজা। বুকের ভিতর থেকে দুলে' দুলে' কেঁপে উঠছিল যে অশ্রুর উচ্ছ্বাস—সবিতা বাঁ-হাতের উল্টো দিক মুখে চেপে তাকে একবার প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করল, তারপর বল্‌ল, 'বিয়ে করেছেন?—দূর, না না, আমাকে রাগানো হচ্ছে—পাগল আর কি! আপনি ভারি মিথ্যে কথা বলেন! ভাবছেন আমি রাগ করবো? —কই, মুখ ফেরান্‌ত দেখি আমার দিকে?'

হেসে হাত বাড়িয়ে সে রমাপতির মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিল। বল্‌ল, 'কি নাম বল্‌লেন? বনলতা? এর চেয়ে আর ভালো নাম বুঝি ভাবতে পারলেন না? কই, আপনার মুখে ত সে হাসি নেই! দয়া করে' বলুন রমাপতিবাবু—আপনি চুপ করে' আছেন কেন? অ্যাঁ, কি বললেন?'

রমাপতি বল্‌ল, 'শুধু বিয়েই নয় সবিতা, আমি সন্তানের পিতা। আট ন' বছর আমার ছেলের বয়েস হলো। নাম তার টুটু—অমরনাথ।

ভয়াল হিংস্র ব্যাঘ্র কি তাড়া করল? পাথরখানা ডিঙিয়ে সবিতা টক্কর খেয়ে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর কোনোদিকে সে তাকালো না। দৌড়তে গিয়ে সে একবার মাত্র বাধা পেল। শুক্‌নো গাছের ডালে খোঁচা লেগে কাপড়ের আঁচলটা গেল খানিকটা ছিঁড়ে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে' সে চল্‌লো ছুটতে ছুটতে। রমাপতি কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে তার অনুসরণ করল। সবিতা চলেছে প্রাণপণে দ্রুতগতিতে, পিছন ফিরে সে আর তাকাবে না। এই পাপের পৃথিবী, এই কদর্য্য জঘন্য মানব-সমাজ থেকে দূরে গিয়ে সে আবার নিশ্বাস নেবে। চল, চল সবিতা, এখানে তোমার স্থান নেই—চল, আরো এগিয়ে চল, তোমার

গতি আরো দ্রুততর করে' দাও। পিছন ফিরে তোমার নির্ম্মল জীবনকে আর কলুষিত করো না। রমাপতি যে তোমাকে ছুঁয়েছে—তার প্রায়শ্চিত্ত কিন্তু তোমাকে সর্ব্বাগ্রে করতে হবে। চল, চল!

রমাপতি পিছন দিকে ডাকল, 'শোনো, সবিতা শোনো। এত রাতে মেয়ে-ছেলে হয়ে—বুঝলে, দৌড়ানো অমন করে'—শোনো বলি, আমাকে ক্ষমা চাইতে দাও।'

কানে আঙুল দাও সবিতা—এ কণ্ঠস্বর তোমার কানের মধ্যে ঢুকে যেন সমস্ত দেহকে আর অপবিত্র না করে। আরো দ্রুত ছুটে যাও।

'—বাঁচো, এই ও, আরে জেনানা!

ক্যাঁচ্ করে' মোটরখানা মাঝপথে থেমে গেল। যাক্, সবিতা বেঁচে গেছে এবারের মতন! আর একটু হলেই চাপা গিয়েছিল আর কি! দূরে রমাপতির সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো। একখানা ভাড়াটে মোটর মনে হচ্ছে।

'বাঁধো।' বলে' বিদ্যুৎগতিতে মোটরের দরজাটা খুলে' ভেতরে ঢুকে সবিতা বল্‌ল, 'সিধা চলো।'

মোটর আবার ছুট্‌লো। মোড়ের মাথায় একটা আলোর নীচে এসে রমাপতি দাঁড়াল। দেখতে দেখতে বহুদূরে মোটরখানা গেল অদৃশ্য হয়ে, শুধু তার পিছন দিকের অস্পষ্ট লাল আলোটার দিকে কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রমাপতির চোখে হু হু করে' জল এসে পড়ে' সব অন্ধকার হয়ে গেল।

পঙ্গু, ব্যর্থ, অভিশপ্ত!

এই যে বাড়ী এসে পড়েছে। গেট্ খোলা। ড্রাইভার পিছন ফিরে তাকাতেই সবিতা তাকে ভিতরের দিকে ইঙ্গিত করল।

গেট্-এর মধ্যে ঢুকে বাগান পার হয়ে মোটর থেমে পড়ল। —'দাঁড়াও, তোমার ভাড়া এনে দিচ্ছি!'

বৃদ্ধ দারোয়ান বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু দালান পার হয়েই সবিতার হুঁস্ হলো। এ ত তাদের নয়, এ যে পিসিমার বাড়ী! রাত্রে সে চিন্‌তে পারে নি বটে! সবিতা, দাঁড়িও না, জন-সমাজে মুখ দেখিও না, শীগ্‌গির পালাও!

'কে দাঁড়িয়ে ওখানে?'

সবিতা নড়তে পারল না, কথা বলতে পারল না, শুধু কেবল সেদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকালো। একটি যুবক তার দিকে এগিয়ে এলো। এত রাতে এত বড় মেয়েটিকে দেখে সে একটু চমকালো। তারপর বল্‌ল, 'আসুন না ভেতরে, আমি নতুন এসেছি কি না রায়পুর থেকে, সবাইকে এখনো চিনি নে।—ওই যে, ওঁরা সবাই নেমে আসছেন। মা এদিকে একবার এসো ত?'

সবিতা কাঁপছে। একবার সে সোজা হয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। হাত তুলে' সে একবার চোখ দু'টো মুছে ফেলবার চেষ্টাও করবে না?

পিসিমার পাশে এলেন জগদীশ, তাঁর পিছনে সুরবালা। ছেলেটি একটু দূরে সরে' গিয়ে দাঁড়াল।

পিসিমাই প্রথম কথা বললেন, 'কি আমার ভাগ্যি, এ যে একেবারে আজ্‌গুবি ব্যাপার! জগদীশদাদা, কি যোগাযোগ বল ত?—কই, ওরে অবনী, আয় এগিয়ে আয়—এমন প্রতিমা, তোর যদি ভাগ্যে থাকে তা হলে' নিজেই তুই দেখে নে বাছা—ডেপুটির চোখ, আসামী চেনা ত তোর অভ্যেস হয়ে গেছে!'

যুবকটি আর একবার মুখ তুলে' দেখে হেসে ঘরের মধ্যে চলে' গেল।

জগদীশ আর সুরবালা এবার হেসে বললেন, 'মেয়ে আমাদের কেমন সাহসী দেখছ ত? সবিতা, তুমি বুঝি বেড়াতে বেরিয়েছিলে?'

ঢোক গিলে গলাটা পরিষ্কার করে' নিয়ে সবিতা বল্‌ল, 'যে রাত হচ্ছিল আপনাদের—একা আমি থাকি কতক্ষণ?'

বাইরে মোটরের হর্ণ বেজে একবার সাড়া দিল। শব্দটা শুনে সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করতেই সবিতা বলে' উঠলো, 'ও এসেছে আমার সঙ্গে —রাত হচ্ছে দেখে একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে এলাম।'

সামান্য একটুখানি হাসলেও চল্‌তো, সবিতা হঠাৎ অপরিচিত উচ্চ-কণ্ঠে হাসতে সুরু করে' দিল, সে হাসির কোন রূপ নেই, মাত্রা নেই, মুখখানাকে লুকিয়ে সর্ব্বাঙ্গে হাসির তরঙ্গ তুলে' সে বল্‌ল, 'বাবা, আপনি বেশ লোক যা হোক, পাতানো একটি ছোট বোন্‌ পেয়ে আমার কথা আপনার মনেই নেই! আর মা? খুব যা হোক, চমৎকার মানুষ তুমি—এই রাত পর্য্যন্ত—সময় মত না ঘুমুলে যদি বাবার অসুখ করে? বা রে, সবাই চুপ—পিসিমা, আজকের মতন চল্‌লাম। মা এসো, গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

বিস্মিত, মুগ্ধ, হতবাক্‌ শ্রোতাগুলিকে নিশ্চল করে' দিয়ে তাড়াতাড়ি সে যখন গাড়ীতে এসে উঠল, তখনো সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে' নিজেকে সে সচেতন রেখেছিল।

সুরবালার পিছনে জগদীশ এসে গাড়ীতে উঠলেন। মোটরখানা 'ষ্টার্ট' দিয়ে আবার আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

এই ঘন-গভীর রাত্রি, এই অন্ধকার পথ, মোটরের দ্রুতগতি কিছুই আর সবিতার চোখে পড়ল না। গালের ওপর দিয়ে তার জলের ধারা নেমে এসেছিল। চোখ বন্ধ করে' মাথাটা সে কাৎ করে' রইল। হুড্‌-এর পাশে তার আলুলায়িত বিস্রস্ত চুলগুলি হাওয়ায় উড়ে' উড়ে' মুখে পড়ছে।

সুরবালা বললেন, 'ছেলেটি ভাল, কি বল? নতুন ডেপুটি হয়েছে, উন্নতি করবে। বিষয় সম্পত্তিও যথেষ্ট।'

জগদীশ কি যেন ভাবছিলেন। বললেন, 'হুঁ।'

'বিদেশে এমন পাত্র জোটা একটু কঠিন। তুমি কি বলতে চাও আমার মেয়েকে অবনীর পছন্দ হয় নি? কোনোদিকেই ত সবিতা ওর অযোগ্য নয়!'

জগদীশ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাই ত!'

সুরবালা হাসিমুখে এবার বললেন, 'নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে এ কিন্তু মন্দ হলো না! আজ মনে হলো আমার মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবার ইচ্ছা সরোজিনীর অনেক দিন থেকেই ছিল।'

দূর পথের দিকে জগদীশ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' রইলেন।

মোটর এসে যখন গেট্‌-এর মধ্যে ঢুকে দাঁড়াল তখন সুরবালাই আগে নামলেন। ট্যাক্সির 'মিটার'-এর দিকে তাকিয়ে জগদীশ ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। কিন্তু সবিতার গাড়ী থেকে নামবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। সে কি ঘুমিয়ে পড়ল?

'ওগো, একবার দেখো ত এদিকে? সবিতা অমন করে' রয়েছে কেন?'

জগদীশ এগিয়ে এসে দেখলেন, কন্যার ফিট্‌ হয়েছে। সুরবালা উঠলেন চীৎকার করে'। বৃদ্ধ দারোয়ান প্রমুখ ঝি-চাকর সবাই এল হাঁপাতে হাঁপাতে। স্বামী-স্ত্রী ধরাধরি করে' সবিতাকে ভিতরে নিয়ে এলেন।' কেউ আন্‌ল জল, কেউ ছুটল বরফ আনতে।

মুখ তুলে সুরবালা বললেন, 'কেন এমন হলো?'

জগদীশ একটু হাসলেন। এ হাসির সঙ্গে সুরবালার কোনোদিন পরিচয় ছিল না। এমন করে' যে এ সময় হাসতে পারে সে মানুষ নয় মানুষের ওপর। সংসারে শুধু সেই ত হাসে!'

'এমন হয়েই থাকে, আমি জানতাম।'

'জানতে? সে আবার কি?'

জগদীশ আবার একটু হেসে বললেন, 'জীবন নিয়ে খেলতে গিয়েছিল, ছেলেমানুষ—অত বুঝতে পারে নি।'

সুরবালা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন!

জগদীশ বললেন, 'দোহাই তোমার, জ্ঞান হলে' যেন সবিতার সঙ্গে এ নিয়ে আর আলোচনা করো না, চুপ করে' যাও।'

সবিতার চেতনা একটু একটু ফিরে এসেছিল, শেষ কথাটা তার কানে গেল।

*

* *

দিন পাঁচেক পরে একখানা চিঠি এনে পিওন জগদীশের হাতে দিয়ে গেল। খুলে দেখেই আনন্দে অধীর হয়ে তিনি চীৎকার করে' সুরবালাকে ডাকলেন।

সুরবালা আসতেই তিনি বললেন, 'খোঁজ পাওয়া গেছে, চিঠি এসেছে রমাপতির।';

অভিমানহত উদাস কণ্ঠে সুরবালা বললেন, 'এসেছে না কি? বেশ।' চিঠিতে লেখা—

'মাষ্টারমশাই, ছুটি নিলাম। বলে' আসবার সময় পাই নি, ক্ষমা করবেন। পুরোনো জীবনটাকে এবার অস্বীকার করবো ভাবছি, কি বলেন? এখানে এক আশ্রমে এসে উঠেছি। ভয় নেই, নীতি মান্‌বো কিন্তু প্রচার করবো না। তা ছাড়া এই 'সেবাপন্থীরা' জীবনের সেবাই

জানে, সৌন্দর্য্য বোঝে না! তারপর ভাবছি দেশে ফিরবো কয়েকদিন পরে, নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে।

আবার দেখা হবে। কবে, কোথায় তা জানি নে।'

রমাপতি।'

জগদীশ শুধু একটু হেসে ইংরাজিতে বললেন, 'এ তোমারই উপযুক্ত।'

আট

বছর তিনেক পরে আবার এ গল্পের যবনিকা তুলছি।

রমাপতিকে দেখলে চেনা যাবে কিন্তু বোঝা যাবে না। ভালোবাসার স্পর্শ পেয়ে সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে এ কথা যদি সবাই অস্বীকার করে করুক, কিন্তু তার জীবন ব্যর্থ ও পঙ্গু হয়ে গেছে এ কথা কে বল্‌ল?

আকাশের সঙ্গে পাখীর বাসার যে যোগাযোগ চিরদিনের, এ বিশ্বাস রমাপতির হয়েছে। যে-নদীর চড়া গেছে শুকিয়ে তার উপর যদি প্রাণধারণের ফসল ফলানো যায়, এ বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তার সুরই বা কে অস্বীকার করবে?

জীবনের একটি বিশেষ রূপকে রমাপতি এড়িয়ে যেতে পারে নি। মত আর পথ এ দু'টোই মানুষের সব নয়, রমাপতি জেনেছিল মানুষের আদিম বাসনার যে সৌন্দর্য্যরূপ তাকে ত্যাগ করে' সে যাবে কোথায়? সে যে প্রেতের মত, ছায়ার মত, মানুষের পাছে পাছে ফেরে!

রমাপতি গৃহী হয়েছে। শুধু গৃহী নয়, বিষয়ীও। রমাপতি কাঠের কারবার করে' বেশ উন্নতি করেছে। নিজের অবনতি নিজের হাতে

না ঘটালে রমাপতির মত ছেলে চিরদিনই পৃথিবীকে জয় করে' যায়। রমাপতি আজকাল খাতা খুলে কারবারের জমা-খরচ লেখে।

দিন তার কেমন করে' কাটে তার নমুনা দিই—

সকাল হলে টুটু উঠল তার সঙ্গে। টুটুকে সে মুখ ধুইয়ে জামা পরিয়ে দিল। টুটু এখন এগারো বছরের ছেলে। তা হোক, নিজের হাতে তাকে খাওয়াবে, তারপর বসাবে পড়াতে। তার মতে টুটুর মেধা, বুদ্ধি এবং জ্ঞান নাকি অসাধারণ। টুটু এখন উঁচু ক্লাশে পড়ে। প্রত্যেক পরীক্ষায় সে প্রাইজ্ পায়।

নিজে রমাপতি বইখাতা হাতে নিয়ে তাকে ইস্কুলের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসে।

তারপর কারবার সংক্রান্ত কাজ। লোকজন থাকা সত্ত্বেও হিসাব-পত্র, আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান তাকে নিজেই দেখতে হয়। অন্যকে বিশ্বাস করে না তা নয়, কিন্তু সে মনে করে কোনো কর্ত্তব্যকেই ফাঁকি দেবার অধিকার তার নেই।

কাজের কোনো ফাঁকেই সে এল না বনলতার কাছে। কৃশতনু, তপঃক্লিষ্ট বনলতা। আজো এ মেয়েটি মুখ তোলে, কিন্তু মুখ খোলে না। বনলতা একটু একটু কাশে। কিছুদিন পূর্ব্বে গলা থেকে তার সামান্য রক্ত পড়েছিল। এই কাশির রোগটা তার স্বাস্থ্যকে ভেঙেছে।

রমাপতি তার কপালে এসে হাত দিল। তারপর দু'টি হাত তার গালের ওপর বুলিয়ে হেসে বল্ল, 'দুষ্টু, কই জ্বর ত আজ একটুও হয় নি?'

বনলতা তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে চেপে রেখে বল্ল, 'হবে কেমন করে'? এমন সেবা যে ঠাকুরেও পায় না?'

রমাপতি হেসে বল্ল, 'দাঁড়াও কবিরাজি ওষুধটা তৈরী করে' দিই। এ বেলার কি অনুপান? তুলসীপাতা আর আলোচালের জল?'

বনলতা ঘাড় নাড়লো। বল্‌ল, 'তোমার যে একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে! সারাদিন আজকাল কি আমাকে নিয়েই তোমার কাট্‌বে?'

'কই, কি আর তোমার করলাম! আচ্ছা, জ্বর যেদিন না আসবে সেদিন মকরধ্বজ ক'বার খাবার কথা?'

'একবার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একবারই বটে! মধু আর দুধ অনুপান, নয়? হ্যাঁ মনে পড়েছে। দাঁড়াও, এবার কিন্তু তোমার দুধ খাবার সময় হয়েছে —না না, ঘাড় নাড়লে আমি কিছুতেই শুন্‌বো না লতা। আমাকে বাধা দিও না, আমি উত্তাল হয়ে উঠবো।'

তারপর সে নিজের হাতে দুধ গরম করে, বাটিতে ঢালাঢালি করে' ফুঁ দিয়ে আবার একটু মুখ-সওয়াও করে' দেয়। তারপর বনলতাকে চেয়ারের ওপর বসিয়ে দুধের বাটি তার মুখের কাছে ধরে।

ধরতেই কিন্তু বনলতা চোখ পাকিয়ে বলে, 'আবার?'

'ওঃ হ্যাঁ ভুল হয়েছে। তোমার নিজে হাতে ধরে' খাবার কথা বটে!' বলে' সে বাটিটা বনলতার হাতে তুলে' দিল।

আগে বনলতা স্বামীর সুমুখে কোনো জিনিষ খেত' না কিন্তু রমাপতি নাছোড়বান্দা! রমাপতির বিশ্বাস বনলতা খাওয়ায় ফাঁকি দেয়, সুমুখে বসে' সস্নেহ দৃষ্টিতে সে বনলতার খাওয়া দেখবে।

বাটিটা তার হাত থেকে নামিয়ে রেখে রমাপতি তার মাথাটি ধরে' বালিশের ওপর শুইয়ে দেয়। যত্নের এমন সুনিবিড় স্পর্শ পেয়ে বনলতার গা রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে। চাদরখানি সুবিন্যাস করে' রমাপতি তার গায়ের ওপর ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে দেয়, উঠে গিয়ে মাথার কাছের জান্‌লাটা সামান্য একটু ভেজিয়ে দিয়ে আসে।

জীবনে সে অনেক ফাঁকি দিয়েছে। এই সুদীর্ঘ জীবনে সে একটি

তুচ্ছতম প্রাণীর দায়ীত্বও কোনোদিন কাঁধে নেয় নি। এ পৃথিবীতে সে যদি বেঁচে থাকার অধিকার ও সৌভাগ্য অর্জ্জন করে' থাকে, তবে সে কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ববোধকে এড়িয়ে যাবে কোন্ শক্তিতে? রমাপতি বুঝেছে অন্যের বোঝা বহন করাই জীবনের পরম সার্থকতা?

খাটের ধারে বনলতার কোলের কাছে সে এসে বসল। তারপর বনলতার শুষ্ক চুলগুলির মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌ল, 'লতা?'

বনলতা আনন্দে চোখ বুজেছিল। বল্‌ল, 'উঁ?'

'বিদেশে কোথাও যাবে, হাওয়া বদলাতে?'

সুখের অসহ্ ব্যথায় বনলতার মুখের ভিতর থেকে কোনো উত্তর এল না। অতীত জীবন তার যতদূর মনে পড়ে, রমাপতি কোনোদিন তার পরামর্শ নিয়ে কোনো কাজ করে নি।

রমাপতি বল্‌ল, 'আমার বিশ্বাস আল্‌মোড়া পাহাড়ই তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত হবে। তোমাকে তাড়াতাড়ি ভাল করে' তুলতে না পারলে আমার কোনো-কাজই শেষ হবে না যে! আচ্ছা আচ্ছা, এক্ষুণি তোমার মতামত না বল্‌লেও চল্‌বে।'

বনলতা বল্‌ল, 'টুটু গেল কোথায়?'

'টুটু? তার কথা আর বলো না। স্কুল থেকে এসে খেয়ে বল্ নিয়ে বেরিয়েছে, সে যে আজকাল তাদের টিম্-এর ক্যাপ্টেন্! কী দুষ্ট! এখন তার অনেক কাজ। তার মতে আমি নাকি স্থবির বৃদ্ধ, হয় ত মনে মনে আমাকে সে অনুকম্পাও করে!' রমাপতি হা হা করে' হেসে উঠলো।

'তবে মজা হচ্ছে, সে ফাঁকি দিতে জানে না। পড়াশুনোয় সে আজকাল স্কুলের 'ষ্টার'! হেডমাষ্টার ওকে 'ডবল প্রমোশন্' দিতে চেয়েছিলেন, আমিই মানা করলাম। আচ্ছা বনলতা, টুটুর চেহারা

আজকাল কেমন হয়েছে দেখেছ? এ রূপ সে তোমারই কাছে পেয়েছে! একশো ছেলে ভিড় করে' দাঁড়ালে টুটুকেই প্রথম নজরে পড়বে। টুটুর মাথা তাদের সবার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে।'

মুগ্ধ শ্রোতার মত বনলতা রমাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। পিতা যদি সন্তানের প্রশংসা করে জননীর কাছে, তবে সে অহঙ্কার কার?'

রমাপতি বলতে লাগল, 'টুটু মানুষ হচ্ছে নিজের তেজে, নিজের বেগে। প্রথম জীবন তার তুমি গড়ে' দিয়েছ, সুশিক্ষাই তার হয়েছে। আমি ত তাকে কোনোদিন দেখি নি!'

এমনি করে' টুটুর প্রশংসা চল্‌লো অনেকক্ষণ!

পশ্চিম দিকের জান্‌লার বাইরে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য্য তখন নিচে নেমে গেছেন। আকাশের প্রান্তে তাঁর রক্তাসনটি তখনো একেবারে মুছে যায় নি। অদূরে মাঠের ওপর একটা দেবদারু গাছের শাখায় শাখায় পাখীর জটলা সুরু হয়েছে।

রমাপতির এখানকার এই বাড়ীটি শহর ছাড়িয়ে কিছুদূরে। শহরকে দীর্ঘতর করবার জন্য এদিকে সবেমাত্র দু' চারটি বাড়ী তৈরী হয়েছে। বহুদূর পর্য্যন্ত এখনো মাঠ এবং তারই প্রান্তে জঙ্গল দেখা যায়। একত্র মানুষের জটলা বিশেষ নজরে পড়ে না, কেবল হাটের বারে একটু আধটু ভিড় হয়।

সন্ধ্যার অল্প অল্প অন্ধকার ধীরে ধীরে জমে' ওঠে। টুটু এসে পাশের ঘরে নিজের মনে পড়তে বসেছে। রমাপতি উঠে গিয়ে অতি যত্নে তার বেহালাটি পেড়ে নিয়ে আসে। এই বেহালার সখ তার বহুদিনের এবং বিধাতা তাকে বাজাবার অধিকারও দিয়েছেন প্রচুর। অন্তরের একটি গভীরতম সুরকে রমাপতি বেহালায় ছড় টেনে বার করল।

সে যে কখন্ বাজাতে সুরু করেছে এবং কতক্ষণ ধরে' বাজিয়ে চলেছে, সে হুঁস্ কারো ছিল না। তার সেই সুরের ভিতর থেকে একটি করুণ-স্নিগ্ধ দীপ্তি যেন বিচ্ছুরিত হয়ে ঘরখানিকে আলোকিত করেছে। জান্‌লার বাইরে বাতাস যেন নিশ্বাস রোধ করে' সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার দিকে কান পেতে রয়েছে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বেহালার সুর দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত হয়ে চারিদিকে উড়ে' উড়ে' বেড়াচ্ছিল। সঙ্গীতের অনন্ত বেদনা যেন তার এই যন্ত্রে আসন পেতে ধ্যানস্থ হয়ে গিয়েছিল।

বাজানো থামিয়ে এক সময় সে বেহালাটি রাখলো। অন্ধকারে মনে হলো চাপা কান্নায় বনলতা যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। রমাপতি তাকে বাধা দিল না। আস্তে আস্তে উঠে এল। দরজার কাছে এসে দেখ্‌লো, টুটু এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বাজনা শুন্‌ছিল, এবার সে পড়বার ঘরে আবার গিয়ে ঢুক্‌লো। সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় যাবার সময় সে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বল্‌ল, 'কে রে ওখানে?'

দাঁড়িয়েছিল রান্নার ঠাকুর। চমক ভাঙতেই সে বল্‌ল, 'আমি আজ্ঞে—এই যাচ্ছিলাম রাঁধতে।' বলতে বলতে সে চোখের আড়ালে চলে' গেল। বোধ করি এতক্ষণ সেও বেহালা শুন্‌ছিল।

রমাপতি ফিরল অন্যদিকে। এদিকটা একেবারে আগাগোড়া খালিই পড়ে' আছে। ছাদের একান্তে এসে সে একবার দাঁড়ালো। মাঠের বহুদূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হলো, সে একাকী—নিতান্তই একাকী! কোনো কোনোদিন এমনি মনে হয়, জীবনে তার কোনো সঙ্গীই নেই। নির্জ্জন জীবন তার একান্ত বান্ধবহীন। গভীরতম বেদনার যে সুর এইমাত্র সে বাজিয়ে এল, এর চেয়ে সত্য যেন তার

আর কিছুই নেই। বহুকাল পূর্ব্বে মনে পড়ে একদিন এই স্বরই সে বাজিয়েছিল দিল্লীতে। হ্যাঁ, সবিতাই ছিল তার একমাত্র শ্রোতা! সবিতাকে তার মনে পড়ে!

রমাপতি চুপ করে' সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সবিতাকে সে ভালো বেসেছিল একথা আজ কে বিশ্বাস করবে? রমাপতির মনে হয় যে-কোনো নারীই আজ তাকে সবিতার সন্ধান দিতে পারে। সবিতাকে সে পায় নি, সে পেয়েছে বনলতাকে। দুইটি নারীর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ এই বনলতা!

কি যেন একটা শব্দ হতেই সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ঘরে ঢুকলো। দেখলে আলো জল্‌ছে, টুটু দাঁড়িয়ে বনলতার কাছে। মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠে বনলতার গায়ের চাদর খানিকটা ভিজে গেছে। রমাপতি তার কাছে বসে পড়ে আর কোথাও কিছু না পেয়ে কোঁচার খুঁট্‌ দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল। তারপর ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বল্‌ল, 'ও কিছু না লতা, এ রোগে এ রকম হয়েই থাকে।—টুটু তুমি পড়তে যাও।'

টুটু আস্তে আস্তে চলে' গেল। বনলতা ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বল্‌ল, 'মাঝে মাঝে এমন লজ্জা হয় এই রোগটার জন্যে।'

রমাপতি তার মুখের ওপর হাত বুলিয়ে বল্‌ল, 'লজ্জা কি, তুমি ঘুমোও আমার কোলে মাথা দিয়ে লক্ষ্মীটি।'

বহুদিন পর্য্যন্ত এমনি করে' বনলতাকে নিয়ে উদ্বেগে তার কাট্‌ল। বনলতা সুস্থ হলো না, কিন্তু বহুদিনের অভ্যস্ত রোগভোগের ভিতর থেকে সে সামান্য একটু শক্তি সঞ্চয় করেছে।

রমাপতির জগৎ সুস্থকে নিয়ে, সহজকে নিয়ে, শক্তিশালীকে নিয়ে। দৈহিক পীড়া তার কাছে বন্ধন, দৈন্য, পাপের মূর্ত্তি! বনলতার দিকে তাকিয়ে নিজেকে অপরাধী বলে' মনে হয়।

বনলতা বিরক্ত হয়ে আজকাল উঠে বসে। এক এক পা চলে বেড়ায়। রান্নাঘরে এসে স্বামী এবং পুত্রের জন্য ঠাকুরকে আহারের নূতন নূতন ফর্দ্দ দেবার চেষ্টা করে। রুগ্ন বলে' এই ক্ষুদ্র সংসারটি থেকে তাকে দূরে সরে যেতে হচ্ছে, এ সে সইতে পারে না। কঠিন পীড়ার হাত থেকে পালিয়ে এসে সে সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটির সঙ্গে নিজেকে আবার জড়াতে চায়! ইচ্ছা যে তার আজো মেটে নি!

রমাপতি তাকে গাড়ীতে করে' প্রতিদিন বহুদূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আনে। এ এক তাদের নূতন বিচিত্র জীবন। তাল, খেজুর আর নারিকেল জঙ্গলের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে তাদের গাড়ী কত ছোট ছোট গ্রাম, লোকালয়, মাঠ পার হয়ে হয় ত একটি ছোট নদীর ধারে এসে থামল। বনলতার হাত ধরে' নেমে সে যখন কয়েক পা এগিয়ে যায়, তখন কোথা থেকে কয়েকটি গ্রামের ছেলেমেয়ে এসে তাদের ঘিরে দাঁড়ায়। গ্রামের একটি বাচ্চা কুকুর ছুটতে ছুটতে আসে। নদীর চড়ায় হয় ত এক একখানি খেয়া নৌকা উপুড় করা, একটি মাছ ধরবার জাল হয় ত শুকোতে দেওয়া, ওপারে নারিকেলের বনশ্রেণী লক্ষ্যহীন হয়ে দিগন্তের দিকে চলে' গেছে। কোথাও কোথাও নিভৃত শান্ত পল্লীকুটীরগুলি ছবির মত দেখা যায়।

এদিকে রমাপতি কোনো কোনো দিন আসে। গ্রামের বালক-বালিকারা তাদের চিনে রেখেছে। ছেলেমেয়েগুলি এসে বনলতাকে ঘিরে হাত পেতে পয়সা চায়। স্বামী-স্ত্রীতে মুখ চাওয়াচায়ি করে' একটু হাসে, বনলতা তারপর আঁচল খুলে পয়সাগুলি তাদের বিতরণ করে' দেয়।

তারপর একটু করে' এগিয়ে এসে তারা নদীর চড়ার ওপর ধীরে ধীরে পায়চারি করে। তারা প্রায়ই আসে, ছেলেমেয়েদের পয়সা দেয় এবং ভালবেসে আদর করে—এই নিয়ে কয়েকটি বালক-বালিকা একটি

গান রচনা করেছে, গান তারা সবাই মিলে গেয়ে তাদের শুনিয়ে দেয়। রমাপতি ও বনলতা মুগ্ধ হয়ে তাদের গান শোনে। তারপর তারা গল্প সুরু করে। এই নদীটিকে নিয়েই তাদের যত কথা ও কাহিনী। কবে একটি ছোট ছেলে ডুবে গিয়েছিল তার ইতিহাস। এই সে দিনে এপারে আসতে গিয়ে একখানি পান্‌সি নাকি কাৎ হয়ে পড়েছিল; বহুদিন আগে এই নদীর ওই ওধারে এসেছিল একটা বাঘ—সেদিন তাদের রামলাল ভারি বেঁচে গিয়েছিল। রামলাল 'হরিনাম' গেয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে করে' বেড়ায়। আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলে বলরামের ঘাটের পাশেই এখানকার শ্মশান। একদিন হয়েছিল কি—

এমনি করে' তারা অনেক গল্পই বলে।

আবার তারা এসে গাড়ীতে উঠে বসে। গাড়ী যখন চলতে থাকে, রমাপতি একটি হাত দিয়ে বনলতার মাথাটি নিজের কাঁধের ওপর টেনে নেয়। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, 'ভাল লাগছে না লতা?'

বনলতা বলে, 'কেমন করে' জানাবো?'

চোখ বুজে তার মনে হয়, এ পথটুকু ত এখুনি শেষ হয়ে যাবে! কিন্তু যে-জীবনকে সে উপভোগ করে' নিল, রমাপতি তাকে যে গৌরব দিল—মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে' তাকে যে বাঁচতেই হবে! তাকে বাঁচতে হবে শুধু এই গৌরবকে দীর্ঘতর করবার জন্য! সমস্ত পথ আনন্দে ও বেদনায় তার ক্ষয়ক্ষীণ দেহখানি মাঝে মাঝে কণ্টকিত হয়ে ওঠে!

ফিরতে তাদের অপরাহ্ণের বেলাটুকু গড়িয়ে আসে।

বসন্তের পরে এল গ্রীষ্মকাল।

গরম রৌদ্রে মাঠ ঘাট ভরে উঠ্‌লো। আগুনের হল্‌কার মত বাতাস চারিদিক থেকে ছুটে এসে ঘর দোর তাতিয়ে তুল্‌তে লাগল। বেলা দশটার পর আর পথে বেরোনো যায় না।

টুটুর ইস্কুলে হলো গরমের ছুটি।

রমাপতি পাখার বাতাস করে বনলতাকে। নিজের হাতে একটু একটু ঠাণ্ডা সরবৎ করে' আনে তার জন্যে। বনলতার ঘাম হ'লে সে কোঁচার খুঁট্ দিয়ে তার মুখখানি মুছিয়ে দেয়।

কয়েকদিন থেকে সে পাহাড়ে হাওয়া বদলাতে যাবার আয়োজন করছিল। কারবারের কতকগুলি হিসাব-পত্রের বিলি-ব্যবস্থা এবার কেবল বাকি। দিন তিনেকের মধ্যেই বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে।

প্রায় প্রত্যহই নিজে গিয়ে রমাপতি শহর থেকে ডাক্তার আনে। বনলতার জন্য সম্প্রতি রৌদ্র-স্নানের ব্যবস্থা হয়েছে। রমাপতি তার জন্য স্বামীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছিল। পিছনে ছিল তার অজস্র অর্থব্যয়।

কিন্তু একদিন একটি নূতন উপসর্গ দেখা দিল। রাতে বনলতা আর ঘুমোতে পারে না। এই নিদ্রাহীনতা তার ক্রমান্বয়ে চল্‌লো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কোনো কোনোদিন রাত্রিশেষে তার মুখের ভিতর থেকে রক্ত গড়িয়ে আসে। ক্রমে তার অস্থিরতাও বাড়লো। একদিন তার কোনো চেতনার চিহ্ন রইল না।

রমাপতি আন্‌লো ডাক্তার এবং কবিরাজ দুই-ই। তাঁরা এসে পরীক্ষা করলেন। সে পরীক্ষা হলো রঞ্জনরশ্মির দ্বারা। তারপর তাঁরা বললেন, 'আপনার বিদেশ যাওয়া আর হতে পারে না।'

রমাপতি বল্‌ল, 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে যে ডাক্তারবাবু? কাল যাত্রার দিন।'

ডাক্তাররা করুণ হেসে বললেন, 'বাতিল করুন। ওঁকে আর পথে নামানোই চলে না।'

ঔষধ এল, পথ্য এল, নানা উপকরণ এল। রমাপতি ডাক্তারকে

'ফিস্' দিতে চাইল, ডাক্তার বললেন, 'থাক্ এখন।' এই বলে' তিনি সেখান থেকে সরে' গিয়ে নীচের ঘরে এসে বসলেন। কিয়ৎক্ষণ বসবার পর তিনি আবার ওপরে উঠে গেলেন। বনলতার গলার মধ্যে তখন কেমন একটা শব্দ হচ্ছে। যে ঔষধ তার প্রতি ইতিমধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে, চিকিৎসাশাস্ত্রে তার পরের ঔষধ আজো আবিষ্কৃত হয় নি! ইঙ্গিতে রমাপতিকে সেইখানে বসে থাকতে বলে' ডাক্তার আবার বাইরে এলেন।

টুটু করুণ-দৃষ্টিতে তার পিতার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। রমাপতি বল্ল, 'দেখে আয় ত ডাক্তার গেলেন কি না?'

টুটু বেরিয়ে গেল কিন্তু একটু পরেই এসে জানালো, তিনি যান্ নি, পায়ের জুতো খুলে নীচের ঘরে তিনি চুপটি ক'রে বসে আছেন।

'কেন?' রমাপতি উঠে এল, নীচে নেমে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্ল, 'ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তারের সঙ্গে তার একটুখানি বন্ধুতা হয়েছিল, এবং সেইটুকুই স্মরণ করে' ডাক্তার আর্দ্রকণ্ঠে বলে' উঠলেন, 'টাকার জন্যে আমি বসে' নেই রমাপতিবাবু, আমি ভাবছি আপনি যে একা!'

চক্ষু বিদীর্ণ করে' জল আসতে রমাপতির আর দেরী নেই। সে শুধু বল্ল, 'বাঁচাবার চেষ্টার কি কোনো ত্রুটি হয়েছে ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার বললেন, 'এতটুকু না।'

সে রাত্রি কাটল। কিন্তু পরদিন প্রভাত-সূর্য্যকে বনলতা আর প্রণাম করে' যেতে পারল না। সে তার আগেই বিদায় নিয়েছে!

নয়

দিন চলে' যাচ্ছে।

এবং সে দিনগুলি ক' মাসে ও ক' বছরে পরিণত হয়েছে তার হিসাবের কোনো প্রয়োজন নেই। দিন চলেছে!

গ্রীষ্ম আসে বিদগ্ধ যন্ত্রণায়, বর্ষা করে অশ্রুত্যাগ, শীত আসে শুষ্ক শীর্ণ রিক্তের বেশে, এবং তারপর আসে বসন্ত!

জগতের ইতিহাসে এর মধ্যে কতবার হয়ে গেছে ভূমিকম্প, কত প্লাবন এসে জনপদ নিয়ে গেছে ভাসিয়ে, কত গেছে মহামারী।

দিন চলে যাচ্ছে!

কোথাও হয়েছে জাহাজ ডুবি, কেউ করেছে দিগ্বিজয়, কোথাও যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং কোথাও বা পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রাম। শাসকের কঠিন কবল থেকে আত্মরক্ষার ইতিহাস হয়েছে তৈরী।

কোথায় কোন্ সাগরে একটি ঢেউ মাথা তুলতে না পেরে মিলিয়ে গেছে, মাটির নীচে কোন্ বীজটি আর আত্মপ্রকাশের পথ পায় নি, কোন্ পাখী পারে নি বাসা বাঁধতে, কোন্ বিবাগী গেছে নিরুদ্দেশ হয়ে, প্রিয়কে হারিয়ে কে বেঁধেছে গান, তারই লেখা হয়েছে মহাকালের পাতায়।

দিন চলেছে!

*   *   *   *   *

টুটু বড় হয়ে উঠেছে। এবার তার 'পাশ'-এর খবর বেরোবে। সে এখন সাইকেল্ চড়ে, বায়স্কোপ্ ও সার্কাস্ দেখে আসে, ইংরেজি নভেল পড়ে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হোটেলে বসে' খায়।

সে এখন টুটু নয়—অমরকুমার।

শক্তির চর্চ্চা ক'রে সে এখন বলিষ্ঠ নবীন যুবক। কালো কালো

বড় বড় তার চুল সুমুখ থেকে পিছন দিকে ফেরানো, দীপ্ত দৃঢ় তেজোব্যঞ্জক তার আকার এবং প্রকৃতি, আরক্ত স্বাস্থ্যপূর্ণ তার সুন্দর সুশ্রী একখানি মুখ। কথায় বার্ত্তায় তার পৌরুষের অকুণ্ঠ সহজ সরলতা, হাসিতে তার নারীর অপূর্ব্ব কোমলতা। সে প্রয়োজন হলে মারামারি করে, বিপন্নকে আশ্রয় দেয়, অন্যায়কে শাসন করে। ছেলের দলে তার প্রতিপত্তি অপরিসীম, তার অনেক ভক্ত!

ঘরের মধ্যে তার এক রাশ মেডেল্, কাপ্, উপহারের বই, হকি ষ্টীক্, টেনিস্ ও ব্যাড্‌মিন্‌টন্ র‍্যাকেট—কোন্‌টা পড়াশুনার এবং কোন্‌টা খেলার ব্যাপারে তা বেছে বার করা কঠিন। বালক-কাল ও প্রথম যৌবন তার জয় ও জনপ্রিয়তার আনন্দে ভরা।

দুনিয়ার নানা দিকের সঙ্গে তার বহু পরিচয়। কোথায় চল্‌লো উড়ো জাহাজ বিলাত থেকে অষ্ট্রেলিয়ায়, জাপানে আধুনিক শিক্ষার প্রণালী কেমন, রাজনীতিতে কোন্ মহাপুরুষ ফেলেছেন নূতন আলোক, সাট্‌ক্লিফ্ এবার কোন্ ক্রিকেট্ ম্যাচ্-এ কত 'রাণ্' করেছেন, কোন্ মেয়ে সাঁতার দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল্ পার হ'তে চায়, রুশিয়ার গণতন্ত্র উচ্ছেদ করবার জন্য গোপনে কারা চেষ্টায় আছে, এম্‌নি বহু সংবাদ সে বন্ধুদের কাছে শোনায়।

তার যা বয়েস সে তার চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। সে যেন বর্ত্তমান শতাব্দির প্রতিনিধি।

পিতাকে সে সম্মান করে কিন্তু তাঁর উপদেশ সে চায় না। পুরাতন যে নবীনের পথনির্দ্দেশ করবে এ তার পক্ষে একেবারে অসহ্য। ছেলেদের মাসিক পত্রে এই নিয়ে সে একটা ভয়ানক প্রবন্ধ লিখেছে।

রমাপতির অন্য জগত। জীবনে উচ্চ আশাগুলিকে ফেনিয়ে তুলে' সে আর অশান্ত হতে' চায় না। উন্নতি সে করবে কিন্তু আর্থিক নয়। কারবার সে করবে কিন্তু তার উদ্দেশ্য মূলধন বাড়ানো নয়।

এই কিছুদিন মাত্র সে দেশে ফিরেছে। সে গিয়েছিল দেশভ্রমণে। এ ভ্রমণ তার সখের নয়, বৃহৎ পরিব্যাপ্তির মধ্যে নিজের চেহারাটা ভাল করে' দেখবার জন্য। বহু দেশে পড়েছে তার বহু পদচিহ্ন। অসংখ্য নর-নারীকে সে পেয়েছে, অসংখ্যকে সে হারিয়েছে। কেউ দাগ কেটেছে, কেউ কাটে নি। ক্ষণ-পরিচয়ের শত-সহস্র জটলায় তার হৃদয়ের বিস্তৃত ক্ষেত্রটি মুখরিত। আর সেই বিশাল ক্ষেত্রভূমির মাথায় বেদনার বিপুল আকাশ! মমত্ববোধ এবং সহানুভূতি দিয়ে ঘেরা একটি অপূর্ব্ব মনোরাজ্যে সে নিরন্তর বিচরণ করে।

আজো আগেকার মত তার রাত্রি প্রভাত হয়। কিন্তু সে-প্রভাত তার শান্ত, আত্ম-সমাহিত, ভৈরবীর একটি করুণ গভীর আলাপের মত। দূরে যদি দেবদারু গাছের মাথায় একটি পাখী ডেকে ওঠে, রমাপতির সমস্ত অন্তর্দৃষ্টি তার দিকে উন্মুখ হয়ে উঠতে থাকে; একটি শ্রমিক পথ দিয়ে যদি যায় তার কাজ সুরু করবার জন্য, রমাপতি তার প্রতি পদ-ক্ষেপের দিকে তাকিয়ে থাকে; যদি অদৃশ্য কোনো দেবতার মন্দিরে শাঁক-ঘণ্টা বেজে ওঠে, রমাপতির অন্তর তার সঙ্গে এক সুরে মিলে যায়। ছোট্ট বাসাটি যদি তার ভেঙ্গে গিয়ে থাকে তবে তার বদলে সে পেয়েছে সমস্ত আকাশকে। একটি পরিপূর্ণ প্রশান্তি, একটি ধ্যানমৌন নিবিড়তা—একটি অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে রমাপতি ডুব দিয়েছে।

টুটু বড় হয়েছে এমন বিশ্বাস তার নেই। শুধু তাই নয়, পিতা-পুত্রের চল্‌তি সম্বন্ধটাকে সে যেন পাশ কাটিয়ে গেছে। সকাল বেলা টুটু যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, দেখে, পিতা তার দু'হাতে প্রাতরাশ নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। সে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এসে তার হাত থেকে সেগুলি নিয়ে বলে, 'বাবা, আমার কিন্তু লজ্জা করে আপনার এ রকম দেখলে।'

রমাপতি হেসে একটি হাত দিয়ে টুটুর গালে মৃদু আঘাত করে' বলে, 'দুষ্টু !'

শৈশবকে মনে পড়ে' গিয়ে টুটুর মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। মাথা হেঁট করে' সে এসে জলযোগ করতে বসে। বসে একটা টেবিলের ওপর। রমাপতি একটি বুরুশ এনে পিছন দিক থেকে তার মাথার চুলগুলি ঠিক ক'রে দেয়।

টুটু যখন পড়াশুনা করতে বসে, তখন ধীরে ধীরে তার পেশীবহুল হাতখানা টেনে নিয়ে রমাপতি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কোনো দাগ, কোনো খুঁৎ, কোনো আঁচড় সে-হাতখানিতে আছে কি না।

এত বড় অবলম্বন তার জীবনকে যেন গৌরব দিয়েছে। যে কোনো মানুষের পরিণত বয়সে এতবড় আশ্রয় যেন আর নেই। টুটু যখন সেজেগুজে খেল্‌তে অথবা বেড়াতে বেরোয়, রমাপতি তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। টুটুর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতি সূক্ষ্ম গতিবিধিটি সে সজাগ এবং অতিরিক্ত সচেতন হয়ে' লক্ষ্য করতে থাকে। সুন্দর একটি বাৎসল্যের হাসি দিয়ে সে পুত্রকে অভিনন্দিত করে। তার মনে হয় টুটু যেন জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ সন্তান। টুটুর জীবনে সে বহুতর সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখে।

রাতে নিজের হাতে পরিবেশন করে' টুটুকে সে খাওয়ায়। টুটুর লজ্জা এবং প্রতিবাদকে সে একটি হাসি দিয়ে থামিয়ে দেয়। এ হাসি চিরদিনই মানুষকে নির্ব্বাক করে।

'কালকে আমাদের ক্লাবে একটা মিটিং আছে বাবা, জানেন? আমাকে ওরা প্রেসিডেণ্ট্ করেছে—ছাড়ল না!'

রমাপতি হেসে বল্‌লে, 'উঠে দাঁড়িয়ে কি বল্‌বে?'

টুটুর কান দু'টি একটু লাল হয়ে' উঠলো। সে বল্‌ল, 'আজ মনে মনে একটা কিছু ভেবে রাখতে হবে।'

খানিকক্ষণ আবার দু'জনে চুপ করে' রইল।

টুটু কিয়ৎক্ষণ পরে বল্‌ল, 'বাবা, আপনি না বলেছিলেন আপনার অতীত ইতিহাস থেকে কিছু কিছু গল্প শোনাবেন? সত্যি, আমাদের কথায় কথায় উপদেশ না দিয়ে আপনারা যদি নিজেদের অভিজ্ঞতা কিছু কিছু প্রকাশ করেন, তা হলে' আমাদের অনেক উপকার হয়।'

রমাপতি ভাবতে লাগ্‌ল, এ যেন তারই বহুপূর্ব্ব জীবনের প্রতিধ্বনি!

টুটু বল্‌ল, 'বাবা, আমাকে বাধা দেবেন না। আপনাদের মতন লোকও যদি আমাকে ভাল ছেলে করে' রাখবার চেষ্টা করে, তা হলে' ভারি দুঃখের কথা। আমাকে দুর্য্যোগ এবং বিপদের মধ্যে এগিয়ে যেতে দেবেন, নৈলে আমি বড় হ'ব কেমন করে' বলুন ত?'

রমাপতি বল্‌ল, 'তুমি বড় হতে চাও?'

'নিশ্চয়ই! বড় হতে চাইবো না? বলেন কি?'

রমাপতি ধীরে ধীরে সেখান থেকে উঠে গেল। বাইরে এসে নিজের মনেই সে বল্‌ল, 'তা ত তুমি চাইবেই, বড় না হলে তোমার চল্‌বে কেন! কিন্তু—হ্যাঁ, তুমি যদি বড় হতে চাও—'

সন্তান বড় হতে চায়, মানুষ হতে চায়, এ যেন পিতার পক্ষে আঘাতের কথা। তার মনে হলো, বড় হতে চেয়েই মানুষ নিজের সর্ব্বনাশকে ঘরে ডেকে এনেছে। একজনকে উঁচু হয়ে উঠতে গেলে বহুকে যে পদদলিত করতে হয়! আত্ম-উপাসনা আজ বড় হয়ে উঠেছে, চারিদিকে তাই এত অশান্তি, এত কোলাহল!

ছাদের পাঁচিলে মাথা কাৎ করে' রমাপতি ভাবতে লাগল, টুটু কেন বল্‌ল না সে ছোট হতে চায়; সে কেন চাইল না নিরুদ্বেগ একটি সরল সহজ জীবন! বহু রাজপথকে এড়িয়ে সে কেন একটি মাত্র গ্রাম্যপথকেই চাইল না! একটি অখ্যাত নগণ্য জীবনকে যদি টুটু বরণ করে, যদি

দূরের ওই দিগন্তবিলীন মাঠের মধ্যে একটি লাঙ্গল হাতে নিয়ে টুটু চাষ করে, সন্ধ্যা যদি তার কাটে সন্ধ্যাতারাকে নিয়ে, সে-জীবন যে তার অনেক ভালো, অনেক বড়, অনেক মহৎ! টুটু, তুমি বড় হতে চেও না, মানুষ হয়ো! রমাপতির কানে কানে কে যেন বল্‌ল, হায় রে, কেমন করে' বাধা তুমি দেবে! যে-রক্তধারা টুটুর শিরার মধ্যে নেমে এসেছে, তাকে অস্বীকার করবার শক্তি ত কারো নেই! সে যে ভয়ানক শক্তিশালী, কোনো বাধাই সে ত মান্‌বে না, সে যে বিধাতার কলমের চেয়েও বড়।

রমাপতি বড় বড় চোখে অন্ধকারের দিকে তাকালো।

গভীর রাতে সে নিজের পুরাতন বেহালাটি নিয়ে টুটুর ঘরে প্রবেশ করলো। মাথার কাছে আলো রেখে তখনো টুটু শুয়ে শুয়ে একখানি বই পড়ছে। রমাপতি এসে বসলো জান্‌লার কাছে অন্ধকারের দিকে মুখ করে'। তারপর সে তার অনিমেষ দৃষ্টি বাইরে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ করে' রেখে ধীরে ধীরে বেহালায় ছড়্‌ টান্‌তে লাগল। এ তার নিত্য-নৈমিত্তিক। এমনি করে' সে বেহালা বাজায় আত্মহারা হয়ে। কণ্ঠ দিয়ে জীবনের যে আবেগকে সে কোনোদিন প্রকাশ করতে পারে নি, তারের যন্ত্রে তাকেই সে মুক্তি দেয়! বাজাতে বাজাতে নিজের চক্ষুও তার তন্দ্রাহত হয়ে আসে।

জান্‌লার বাইরে অনন্ত অন্ধকারময়ী রজনীর নীচে এক সুন্দর রূপ-জগত যেন অটল অবিচলিত স্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার গান শোনে। দিগন্তে তালের জঙ্গলের মাথায় কৃষ্ণপক্ষের নিষ্প্রভ এবং ক্ষতগ্রস্ত একটুখানি চাঁদ ওঠে।

অনেকক্ষণ পরে হাতটা থামিয়ে সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। তার সেই যন্ত্র-সঙ্গীতের সুরধ্বনি যেন নিশীথের মর্ম্মলোকের মন্দিরে

বিশ্রাম নিতে যায়। রমাপতি এগিয়ে এসে দেখে টুটু অকাতরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সে গিয়ে তার গায়ের চাদরটি আর একটু টেনে দেয়, বইখানি বন্ধ করে' গুছিয়ে সে তুলে' রাখে, তারপর—হ্যাঁ, তারপর রমাপতি হেঁট হয়ে টুটুর ললাটে একটি মৃদু চুম্বন করে। টুটু টের পায় না। প্রতিদিন অচেতন অবস্থায় পিতার এই একান্ত মমতা ও আশীর্ব্বাদ সে পায়; কোনোদিনই সে টের পায় নি। রমাপতি তারপর আলোটি নিবিয়ে দরজাটি একটু ভেজিয়ে বাইরে আসে।

এমনি করেই তাদের দিন কাট্‌ছিল। বয়ঃক্রমে টুটু তার মাকে ভুলেছে। রমাপতি বিপত্নীক নয়, প্রিয়াহারা; তা হোক, টুটুর দিকে তাকিয়ে লজ্জায় তাকে সমস্তই ভুল্‌তে হয়েছে।

তাদের নতুন বাড়ী থেকে ষ্টেশন বেশী দূরে নয়। ষ্টেশনের কাছেই রমাপতির কাঠের গোলা। কাজকর্ম্মের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। সম্প্রতি একটি নতুন কেরাণী এসেছে।

লোকটির নাম হেরম্ব। বছর খানেক হলো সে বিবাহ করেছে। আগে সে সরকারি আপিসে চাকরী করতো। স্বদেশী-দলে যোগ দিয়ে সে চাকরী ছেড়ে দেয়, সে এই কিছুদিনের কথা। তারপর দেখলো তার হৃদয়াবেগের প্রতিক্রিয়া কি ভয়ানক। সাংসারিক অভাব, বিবাহও করেছে, চাকরী ছাড়া নিরুপায়। এবার সে দেশী লোকের চাকরীই করবে!

নিজেই সে কাঠের জ্বালে রাঁধে। কোনোদিন খাওয়া হয়, কোনোদিন হয় না। কাঠের গোলার মধ্যে একটি ময়লা বিছানা একধারে পেতে শোয়। সকাল বেলা এইখানে কোথায় এক গৃহস্থ বাড়ীতে একটি ছেলেকে পড়িয়ে আসে। এমনি করেই তার দিন চলে।

'এ ত তোমার ভারি অসুবিধে হেরম্ব ?'

'কি করবো বলুন, বেশ ছিলাম, সর্ভিসের সময় নিজের 'কোয়ার্টার' পর্য্যন্ত ছিল, কত বন্ধুবান্ধব অতিথি হয়ে আসতো আমার কাছে—টাকা জমাতাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেশপ্রেমের ভূতে পেলো, গোলামখানা সেইদিনই ত্যাগ করে'—'

রমাপতি বল্‌ল, 'কি মনে হলো ? দেশে স্বাধীনতা আন্‌বো ?'

'আর বলবেন না ! গরম গরম লিখে আমরা সরাইকে নাচাতে পারি, কিন্তু ম্যাও ধরবার বেলা কেউ না ! ঘেন্না ধরে' গেছে, বুঝলেন— দেশনেতাদের আঙুলের ডগায় থাকার চেয়ে সরকারী চাকরি ঢের ভালো ! দেখুন ত, আজ আমার কী দশা, কেউ কি আর খোঁজ করে ? যারা কর্ম্মী তাদের দিকেই তোমাদের নজর পড়ে না, যারা নিরক্ষর দেশবাসী তাদের তোমরা ত ভুলেই থাকো। তোমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুধু তোমাদের জন্যই। আমরা ও মাকাল-ফল চাই নে।'

উত্তেজনায় হেরম্ব অনেক কথা বল্‌তে থাকে।

রমাপতি বল্‌ল, 'তোমার স্ত্রী এখন কোথায় ?'

'বাপের বাড়ীতে। কিন্তু সেখানে আর কদ্দিনই বা রাখা চলে, তাদের অবস্থাও ত এমন কিছু—'

কিছুদিন ধরে' এমনি কথা শুন্‌তে শুন্‌তে রমাপতি একদিন বল্‌ল, 'তুমি তাঁকে নিজের কাছে আনো হেরম্ব, তোমার চলা চাই ত—তোমার স্ত্রীর কথা বল্‌ছি।'

হেরম্ব চিন্তিত হয়ে একটু আম্‌তা আম্‌তা করে' সলজ্জ ভাবে বলতে লাগ্‌ল, 'তা বলছেন বটে, হয়ত আন্‌বোও, কিন্তু বাসা-খরচ —আপনি যা দেন্ সে আমার কাজের পক্ষে যথেষ্ট তবুও সংসার পাত্‌তে গেলে—'

'সে বিবেচনা এবং ব্যবস্থা তোমাকেই কর্‌তে হবে হেরম্ব, তা বলে' বৌমাকে আর কতদিন সেখানে রাখবে বল? সে ভাল দেখায় না।'

আশার একটুখানি রশ্মি দেখে হেরম্ব সানন্দে বল্‌ল, 'আপনার ওপর আমি কথা বলতে পারবো না, কালকেই আমি যাবো।'

'এনে আমার ওখানেই উঠো, তারপর দেখা যাবে ভেবে চিন্তে।' বলে' রমাপতি খাতাখানা মুখের কাছে টেনে নিল।

হেরম্ব পরদিন সকালেই দুর্গা বলে' বেরিয়ে পড়্‌ল।

সে যখন ফিরলো তখন অপরাহ্ণ। একখানি ভাড়াটে গাড়ী এসে রমাপতির বারান্দার নীচে দাঁড়াল। রমাপতি এল বেরিয়ে। মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে হেরম্বর স্ত্রী নামলো। নেমে এসে হেঁট হয়ে রমাপতির পায়ের কাছে প্রণাম করলো। রমাপতি তার একটি হাত ধরে' 'তুলে' বল্‌ল, 'এর যোগ্য নই যে! কি নাম তোমার মা?'

মেয়েটি ফিস্ ফিস্ করে' বল্‌ল, 'কমলা।'

'যাক, এতদিন পরে মিলেছে! অবিচলিত হয়ে আমাদের ঘরে থাকবে ত?' আবার রমাপতি হাস্‌ল। বহুদিন পরে তার যেন একটি সজীবতা এসেছে!

জিনিসপত্র নামিয়ে গাড়ী ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বারান্দায় উঠে এসে হেরম্ব বল্‌ল, 'এর ভার আমি ছেড়ে দিলাম আপনার ওপর, যা হয় করবেন!'

রমাপতি কমলার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, 'বুঝলে ত? হেরম্ব বল্‌ছে উল্টো কথা! সোজা কথা হচ্ছে, আমার ভারই তোমাদের ওপর দিলাম, পারবে ত বইতে?'

হাসতে হাসতে সবাই এল ভিতরে।

রমাপতি সমস্ত ব্যবস্থাই তাদের করে' দিল। যে-দিকটা খালি পড়ে'

থাক্‌তো, কমলা সেইদিকে পাত্‌লো ঘরকন্না। একই রান্নাঘরে সবার রান্নার ব্যবস্থা হলো। পরম স্নেহে ও যত্নে তাদের প্রত্যেকটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা রমাপতি নিজের হাতে করে' দিল। সমস্ত দিনে তার আর এতটুকু নিষ্ক্রিয়তা নেই।

কমলা একদিন বল্‌ল, 'আপনার মুখে আমার বাবার মুখের আদল আসে। আপনাকে আমি কাকাবাবু বলবো।'

বছর সতেরো মেয়েটির বয়স। সুন্দর দু'টি চক্‌চকে চঞ্চল চোখ। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার যৎসামান্যই। অলঙ্কারের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। মাথার চুলগুলি যেমন-তেমন করে' ফিরিয়ে বাঁধা। নিজের রূপ এবং দেহ সম্বন্ধে মেয়েটি এতটুকু সজাগ নয়, কোনো মুহূর্ত্তেই তাকে আধুনিক কেতা-দুরস্ত মেয়েদের মত পরিচ্ছন্ন পরিপাটি দেখা যায় না। যা হোক এক রকম করে' কোনো রকমে চলে' গেলেই হলো! এ নিয়ে মাঝে মাঝে হেরম্বও তাকে একটু আধটু তাড়া করে।

টুটুর সঙ্গে তার সহজেই আলাপ হয়েছিল। তার পক্ষে একটি সকলের চেয়ে বড় সুবিধা এই যে, টুটু তার সমবয়সী!

'খুব ছেলে আপনার কাকাবাবু, এক দণ্ডও যদি বাড়ীতে থাকতে চাইবে। পাশ করে' আর চোখে-কানে পথ দেখতে পায় না, ওই যে, ওই দেখুন কাকাবাবু, লুকিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছে।'

টুটু হাসতে হাসতে চট্‌ করে' আত্মগোপন করল। রমাপতির উপস্থিতিতে কমলার সঙ্গে সে কথা বল্‌তে পারে না। কোথায় যেন বাধে। কেন যে একটি অপরিচিত লজ্জা এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ায় তা সে নিজেই বোঝে না!

'কাকাবাবু, আপনি শরীরের অযত্ন করেন। নেয়ে উঠে মাথা মোছেন নি বুঝি? জল গড়িয়ে আসছে যে। আজ আপনার জামায়

বোতাম বসিয়ে দেবো। আচ্ছা, ময়লা ছেঁড়া কাপড় আপনি কি বলে' পরেন কাকাবাবু? আপনার কি অভাব আছে কিছুর? না, ওসব চল্‌বে না, আমি বলে' দিলাম।'

একটি স্নেহের শাসন রমাপতিকে সর্ব্বদা সচকিত করে' রাখে।

কাজকর্ম্ম নেই, হয় ত কমলা এক সময় তার পাশে এসে বসলো। হয় ত একটি হাত টেনে নিয়ে নিজের কোলের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে বল্‌ল, 'কাকাবাবু?'

তার কণ্ঠস্বরটি এমনিই যে সে রমাপতির একটি অতি নিভৃত কন্দরে গিয়ে আঘাত করে। রমাপতি বল্‌ল, 'কেন মা?'

'আপনি গম্ভীর নন্, তবু এত কম কথা বলেন কেন বলুন ত? আমার ইচ্ছে করে কেবলি আমি কথা বলে' যাই। টুটু এজন্যে আমায় কি বলে জানেন? শুন্‌বেন কাকাবাবু?'

রমাপতি তার মুখের দিকে তাকালো। কমলা বল্‌ল, 'টুটু আমায় বলে ফোয়ারা!'

বলেই সে একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়ল। তারপর বল্‌ল, 'আর টুটু নিজে? সে বুঝি কিছু কম? সে যখন মায়ের গল্প আরম্ভ করে— উঃ, মা ছেড়ে ও ছেলে কেমন করে' আছে আমি শুধু তাই ভাবি! আচ্ছা কাকাবাবু, আপনি কাকীমাকে নিয়ে সেই যে নদীর ধারে যেতেন—গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা ছুটে আসতো, আপনাদের শোলক্ শোনাতো —কই, তারপর ত আর বলেন নি কাকাবাবু?'

রমাপতি বল্‌ল, 'শেষটা শুনলে তোমার যে হাসি পাবে?'

মাথা হেঁট করে' কমলা বল্‌ল, 'আপনার সে গল্প শুনে আমার হাসি পায় না কাকাবাবু।'

'এমন কিছুই নয়, ইদানী আমি একা একাই সেদিকে যেতাম।

সঙ্গী আর কোথায় পাবো বল ? হেঁটেই যেতাম—এক এক পা করে' হেঁটে বহুদূর পথ পাড়ি দিতে আমার ভারি ভাল লাগে মা। মাঠ পেরোতাম, গাঁ পেরোতাম, তারপর আসতো খেজুর, তাল আর নারকেলের জঙ্গল। জঙ্গল পেরিয়ে অনেকদূর গিয়ে পেতাম নদী। কিন্তু কেউ জানতে পারতো না যে আমি গেছি, চুপি চুপি, বুঝলে—কি জানি আমার ভারি ভালো লাগতো—যে জায়গায় আমরা বেড়াতাম, সেই দিকটা একবার ঘুরে ফিরে আসতাম। গ্রামের কুকুরগুলো পিছু পিছু তাড়া করে' আসতো, তারা কেমন করে' এতদিন পরে আমায় চিনবে বল ! সে অভ্যর্থনাও নেই, আদরও নেই, কুকুরে তাড়া ত করবেই।'

সেই নিরুদ্দেশ কাকীমার প্রতি অভিমানে কমলা একেবারে গদগদ হয়ে ওঠে। কাকাবাবুর দিন কেমন করে' চলে তুমি যদি দেখতে কাকীমা ! কুকুরে যদি কাম্‌ড়ে দিত কাকাবাবুকে ? তা হলে' ?

তাড়াতাড়ি রমাপতির পিঠের দিকে বাঁ-হাতটা তুলে দিয়ে কমলা বল্‌ল, 'আর আপনার কোথাও যাওয়া হবে না কাকাবাবু। যেখানে সেখানে যখন তখন আর আপনাকে টহল্ দিয়ে বেড়াতে দেবো না ! লোকে যে আপনাকে বলবে, বৌ মরে' গেছে বলে' ও-লোকটা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে, তেমন সস্তা বদ্‌নাম আমি সইতে পারব না কাকাবাবু, এই আমি বলে' দিচ্ছি।' নিজের কথার লজ্জাটাই এড়াতে না পেরে সে দ্রুতপদে উঠে চলে' গেল।

রমাপতি একবার তাকালো তার পথের দিকে, তারপর সে ধীরে ধীরে উঠে বেরিয়ে চল্‌লো রাস্তায়। আকাশে মেঘ করেছে, কিছু দূর গিয়েই হয় ত বৃষ্টি নামবে, কিন্তু রমাপতি আর কোনোদিকে তাকালো না। পথটি ধরে' সে মাঠের কিনারা দিয়ে চল্‌তে লাগল। কমলা ঠিক বলেছে ! প্রিয়জনের বিচ্ছেদে সে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, এত বড় জীবনটা তার যেন

অতি-সাধারণ প্রেমিকের মত প্রিয়ার অভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল—এ খ্যাতি নিতান্তই তার ব্যক্তিগত। এতদিন পরে সে নিজের দুঃখ ও ব্যথার ফিরি করে' বেড়াবে পথে পথে? কিছুতেই না!

ভিজা মাটীর সোঁদা গন্ধ তার ভাল লাগছিল। কয়েকটি বাদ্‌লা পোকা কতকগুলি ঘাসের ডগার ওপর ভোঁ ভোঁ করে' উড়ে বেড়াচ্ছে, রমাপতি তার মধ্যে কোথায় যেন আনন্দ বোধ করছিল। সত্যি, কমলাকে তার ভারি ভালো লেগেছে। এবার ত নিশ্চয় তার জীবন আরো সুন্দর, আরো মধুর হয়ে উঠবে! কোনো ক্ষোভ ত তার আর নেই! কমলার মধ্যে সে একটি অপূর্ব্ব মাতৃহৃদয়কে আবিষ্কার করেছে!

কখন্ বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়েছে, কতক্ষণ সে ভিজ্‌ছে তা আর তার খেয়াল নেই! অলস হয়ে চল্‌তে চল্‌তে এক সময় সে বাড়ী এসে পৌঁছল।

কমলা কোথায় ছিল, ছুটে কাছে এসে বল্‌ল, 'কাকাবাবু, বেশ বোম্‌ভোলা মানুষ ত আপনি? বিষ্টিতে এতক্ষণ ভিজ্‌ছিলেন কোথায় বলুন ত? যদি গা গরম হয়?'

এই বলে' সে একখানি তোয়ালে এনে রমাপতির মাথা মোছাতে বসল। রমাপতি বল্‌ল, 'তোমাকে ছেড়ে আমার মরাও যে শক্ত হবে মা?'

কমলাও খুব চালাক মেয়ে। সেও উত্তর দিতে ছাড়লো না। বল্‌ল, 'আহা, কি কথার ছিরি আপনার কাকাবাবু? মায়ের আগে ছেলে যাবে এ কোন্ শাস্তরে লেখা?'

রমাপতি আজ অনেকদিন পরে হো হো করে' হেসে উঠলো।

খানিক পরেই হলো সন্ধ্যা। আকাশে বৃষ্টির ঘন আয়োজন দেখে রমাপতি বল্‌ল, 'টুটু এখনো যে এলো না?'

'কোথায় গিয়ে হয় ত গল্পে মেতে গেছে! আজ ত আর মাঠে ছুটোছুটি করবার দিন নয়! তা ছাড়া এই ত বেরুল, এই আপনি

আসবার একটু আগেই। বললাম, ছাতি নিয়ে যাও টুটু—শুনলো না কাকাবাবু! আমাকে যদি একটুও গ্রাহ্য করে!'

রমাপতি হেসে বল্‌ল, 'কি রকম?'

'এই দেখুন না, আমাকে জোর করে' ওর চেয়ে বয়সে ছোট করে' দিয়ে কি দৌরাত্ম্যিটাই করবে! কেবল খুন্‌সুড়ি, কেবল চিম্‌টি— আমাকে মান্য করা ওদিকে যাক্‌, তোয়াক্কাও করে না!'

এই বলে' কমলা একবার উঠে গেল। ঘরের ভিতর থেকে একটি লম্বা কাগজের বাক্স এনে আবার বল্‌ল, 'নিন্দে ত তার করলাম খুব, এই দেখুন, আমাকে মাঝে মাঝে উপহার একটা কিছু না দিলে তার চলে না; একবাক্স সাবান এনে দিল, নিতেই হবে, কিন্তু এ আমার কি হবে কাকাবাবু? মাগো, সাবান আবার মানুষে মাখে?'

সাবানের বাক্সটা সে রমাপতির হাতের কাছে রাখল। রমাপতি নেড়ে চেড়ে বাক্সটা অনেকক্ষণ ধরে' দেখলো। দেখে সে আবার সরিয়ে রাখল। কিন্তু ওটাকে সে ভুলতে পারলো না! তারপর বহুক্ষণ বসে' বহু কথাই কমলার সঙ্গে হলো কিন্তু কোথায় যেন কি একটা খচ্‌ খচ্‌ করতে লাগল।

বাক্সটা হাতে করে' নিয়েই এক সময় উঠে এসে সে এক জায়গায় রাখল। তারপর সে বহুকাজে মন দিল, কতকগুলি বই নিয়ে এখানে ওখানে পাতা উল্টে পড়ল, একবার ঘুরে এল রান্নাঘরে, একবার পায়চারি করে' এল ছাদে—এ অশান্তি যেন তার মনের কোন্ গভীর কোনে বিঁধতে লাগ্‌ল। তা হোক, তবুও সেই সাবানের বাক্সটির দিকে সে এক-একবার না তাকিয়ে পারছিল না। একটি সামান্য ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সে যেন ভবিষ্যতের একটি বৃহৎ চিত্র দেখতে পেয়েছে!

সেদিন যথাসময়ের পরেও টুটু এসে পৌঁছল না। খাবার দাবার

সাজিয়ে কমলা ও রমাপতি অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। হেরম্ব এল, ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সে কিছুক্ষণ রমাপতির সঙ্গে আলোচনা করল, তারপর মুখ হাত পা ধুয়ে খেয়ে দেয়ে ঘরে উঠে একখানা বই নিয়ে বসে গেল। হেরম্ব না থাকে সাতে, না থাকে পাঁচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত তারা বসে' বসে' ক্লান্ত হয়ে গেল। টুটুর সময়টা আজকাল অনিয়মিত, সমস্তই এখন তার অসাময়িক। এখন সে নিজের পথেই হাঁটছে।

*

* *

বেশ একটি সুন্দর জীবনের দিকে রমাপতি এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু তার এই অনাহত অক্ষত শান্তির মধ্যে আবার একটি কীট বাসা বাঁধল। সে যেখানে এসে থেমেছিল, টুটু যে আবার সেখান থেকেই যাত্রা করেছে এ তার জানা ছিল না। টুটুর ভবিষ্যতের চেয়ে তার পথের প্রতিই রমাপতির দৃষ্টি আরো সজাগ হয়ে উঠ্‌লো।

টুটু কলেজের একজন অগ্রগামী ছাত্র, সম্মান ও শ্রদ্ধা এইটুকু বয়সে সে কম পায়নি। রূপে, গুণে, বুদ্ধিতে সে যে-কোনো যুবকের কাছে বিস্ময়, কিন্তু এ ছাড়াও যে তার আর একটি দিক আছে, পিতা হয়ে রমাপতি একথা ভুল্‌বে কেমন করে' ?

রমাপতি পায়চারি করে' বেড়ায়। এ এক তার অভিনব চিন্তা! কমলার কাছে গিয়ে বসে' এক সময় সে কি যেন একটা বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার মুখ ফোটে না।

কমলা যেন বুঝতে পারে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে, 'কাকাবাবু, বলবো একটা কথা ?'

রমাপতি মুখ তুলে তাকায়—'কি বল ত ?'

'আমার মনে হয় টুটু আপনার অবাধ্য হচ্ছে দিন দিন।'

'অবাধ্য ? টুটু ?' রমাপতি হেসে উঠে বল্‌ল, 'পাগল, টুটুকে তুমি চেনো না কমলা ! সে অবাধ্য হবে আমার ? হা হা হা !'

কমলা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌ল, 'কি জানি বাপু, আমার ত তাই মনে হয়। দিনে রাতে তার আজকাল এমন সময় নেই যে, দু' দণ্ড আপনার সঙ্গে বসে কথা বলে। কথায় কথায় মুখ গম্ভীর করে। সে যে স্বাধীন, সুবিধা পেলে একথা জানাতেও ছাড়ে না।'

রমাপতি তার কথা গ্রাহ্যও করল না। যেন কিছুই শুনছে না, এমনি ভাবটা নিয়ে সে ঘরের ভিতর এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

'ঘরটিকে তুমি বেশ সাজিয়েছ কমলা। ও ছবিখানি ভারি সুন্দর ত! ওগুলো বুঝি কাঁচ্‌কড়ার পুতুল ? বাঃ চমৎকার !'

কমলা বল্‌ল, 'দেখচেন ত ? ও কিছুই আমার নয় কাকাবাবু। সব টুটুর কীর্ত্তি। যেখানে যা পায় আমার জন্যে আনে। নিজেই এনে আমার ঘর সাজিয়ে দেয়।'

'তাই নাকি ?' রমাপতি হতবাক্ হয়ে চুপ করল।

'যেটা আমাকে না দিতে পারবে সেটার দাম ওর কাছে কিছুই নেই ! সেদিন এক ছড়া মুক্তোর মালা কোথা থেকে নিয়ে এসে দিল। আমি বল্‌লাম নকল মুক্তো। ও বল্‌লে, না আসল ! তার মানে আমাকে যা দেবে তা আসল না হয়ে যায় না।'

'এসব করে কখন্ ?'

কমলা হাসতে লাগ্‌ল। বল্‌ল, 'আপনাকে লুকিয়ে। আপনি যখন কাঠের গোলায় যান্ ও তখন স্বরাজ পায় কাকাবাবু।'

রমাপতিও একটু হাসল বটে। চেষ্টাকৃত হাসি।

কমলা বল্‌ল, 'আমার ঘর পেয়ে টুটু নিজের যত সাধ মেটায়, বুঝলেন কাকাবাবু ?'

'তাই নাকি, টুটু ত তা হলে'—

রমাপতি উঠে আস্তে আস্তে চলে' গেল। একটি অত্যন্ত কষ্টকর অস্বস্তি সমস্তক্ষণ সেদিন তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল।

অপরাহ্ণে সেদিন টুটু এসে রমাপতির টেবিলের কাছে দাঁড়ালো। বল্‌ল, 'আপনি ব্যস্ত আছেন?'

রমাপতি মুখ তুলে' তার দিকে তাকালো। তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করে' থেকে একটু হেসে বল্‌ল, 'না।'

টুটুর কানের ডগা দুটো একটু রাঙা হয়ে উঠলো। বল্‌ল, 'আজ আমার এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে বাবা।'

রমাপতি মাথা হেঁট করে' তার হিসাবের খাতার দিকে তাকালো। অক্ষরগুলো তার চোখের ওপর যেন লাফালাফি করতে লাগল। সে কিছু বলতে পাচ্ছিল না, মুখে তার আটকাচ্ছিল। তার ধারণা টুটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে সে বল্‌ল, 'নেমন্তন্ন? আজ তোমার জন্যে যে এত করে' রান্নাবান্নার কথা বল্‌লাম—'

টুটু উদ্বিগ্নকণ্ঠে বল্‌ল, 'এ আর-একদিন হলেও চল্‌বে বাবা, আজ আমাকে যেতেই হবে—যেতে বাধ্য—'

রমাপতি তার মুখের দিকে আর একবার তাকালো। তারপর মুখ নামিয়ে বল্‌ল, 'আচ্ছা।'

টুটু একবার বেরিয়ে গেল, কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তেই আবার ঘুরে এসে দাঁড়ালো, বল্‌ল, 'একটা কথা বল্‌ছিলাম বাবা, আচ্ছা—গোটা তিরিশেক টাকা আমাকে দেবেন?'

রমাপতি মুখ তুলে বল্‌ল, 'তিরিশ টাকা?' এক্ষুনি?'

'হ্যাঁ, এই ধরুন বেরোবার আগে ?'

ড্রয়ার খুলে' রমাপতি তিনখানা দশটাকার নোট্ বের করে' দিল। নোট্ তিনখানি তুলে নিয়ে আনন্দে নিশ্বাস রোধ করে' টুটু একবার দাঁড়ালো। উদ্গত উচ্ছ্বাস চেপে সে শুধু বল্‌ল, 'মনে হচ্ছে তিরিশ লক্ষ টাকা পেলাম বাবা

রমাপতি স্নিগ্ধ স্নেহের কণ্ঠে বল্‌ল, 'কখন ফিরবে ?'

টুটু একবার ওপর দিকে তাকালো। তারপর বল্‌ল, 'আজ সত্যিই তাড়াতাড়ি ফেরবার চেষ্টা করব।' বলেই সে দ্রুতপদে বেরিয়ে চলে' গেল।

হিসাবের খাতাখানি মুখের কাছে ধরে' রমাপতি নিঃশব্দে বসেই রইল। একটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই তার হিসাব, তার কার-কারবার, তার সংসার, তার ইহজীবনের যত কিছু কামনা, সমস্তই একেবারে বিস্বাদ হয়ে তিক্ত হয়ে গেল। অনেক যত্ন, অনেক পরিশ্রম করে' সে আজ রাত্রির আহারের আয়োজন করেছিল, আজ ভেবেছিল টুটুকে সে কাছে বসিয়ে খাওয়াবে, গল্প করবে, তারপর রাত হলে' শোবার সময় বহুদিন বাদে সে আজ একবার বেহালাটি বাজাবে!

উঠে এসে বারান্দার খুঁটিতে ভর দিয়ে সে যখন দাঁড়ালো, ও-ঘরে কমলা তখন বল্‌ছে, আঃ বাবা রে বাবা, হয়েছে! মিছিমিছি অত সাজ-গোছ করে' কি হবে তার ঠিক নেই। চুল আঁচ্‌ড়ানো বাবুর আর হয় না! ঘুমন্ত অবস্থায় আমি যদি কাঁচি দিয়ে একদিন না কেটে দিই ত আমার নাম কমলাই নয়!'

একটু পরেই টুটু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রমাপতিকে দেখ্‌ল। সৌখিন প্রসাধন-পারিপাট্যে সে তখন চক্ চক্ করছে। লজ্জা সে আর ঢাকতে পারল না, গালে মুখে চোখে কানে সে লজ্জা মুহূর্ত্তেই ফুটে উঠ্‌ল।

জুতোটা পায়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি নামবার আগে পিতার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে খট্ খট্ করে' নেমে চলে' গেল!

যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, রমাপতি তার দিকে তাকিয়ে রইল। ঘাড় যখন সে ফেরালো তখন তার চোখে বড় বড় দু'টি জলের ফোঁটা জমে উঠেছে!

দেখতে দেখতে তার চোখের সুমুখেই আকাশ একটু একটু করে' ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে এল। বিকালের দিকে আজকাল প্রতিদিনই বৃষ্টি নামে। মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ চম্‌কাতে লাগ্‌ল, গুরু গুরু গর্জ্জন সুরু হলো। বাতাস বয়ে চল্‌লো হু হু করে'।

অবসন্ন দেহটি নিয়ে রমাপতি ঘরে এসে ঢুক্‌লো। কোনো কাজই তার হাতে ছিল না। আলোটা জ্বেলে সে খানিকক্ষণ বসলো। তারপর এক সময় উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একখানি ইংরেজি বই নিয়ে এল। অনেক দিন তার পড়াশুনো করা হয় নি। বইয়ের অক্ষরের মধ্যে চক্ষুকে বন্দী রেখে অনেকদিনের অনেক দুঃখই সে ভুলেছিল। দিল্লীর কথা আজো তাহার মনে পড়ে।

প্রথম বর্ষার জলো হাওয়া মাঝে মাঝে জান্‌লা দিয়ে হু হু করে' ঘরে ঢুক্‌ছিল। নিবিষ্ট মনে বইখানি পড়তে পড়তে শেষের দিকে দেখল, একখানি পাট করা আব্‌ছা নীল রংয়ের কাগজ দিয়ে কোনো এক পৃষ্ঠাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কাগজখানি প্রথমে সে সেই অবস্থাতেই রেখে পাতা উল্টে যেতে লাগল। মনটা তার খুঁৎ খুঁৎ কচ্ছিল। শেষকালে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সে কাগজখানি খুলে আলোর কাছে ধর্‌ল। চিঠিখানি 'অমর' বলে' টুটুকে লেখা। কিন্তু তার রচনার ভাষার দিকে তাকিয়ে লজ্জায় রমাপতির সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ল। নীচে একটি মেয়ের নাম সই করা।

কাঠ হয়ে রমাপতি খানিকক্ষণ বসে' রইল। কাগজখানি ছেঁড়বার শক্তি তার হাতে ছিল না, শিথিল মুঠোর মধ্যে দিয়ে সেখানি সে একবার নাড়াচাড়া করে' আবার উঠে দাঁড়ালো। কমলা পাছে এর মধ্যে এসে পড়ে' তার মুখের চেহারাটা দেখতে পায়, এজন্য ভয়ার্ত্ত হয়ে সে একবার বাইরের দিকে তাকালো। তারপর চোরের মত পা টিপে টিপে এসে টুটুর ঘরে ঢুকে খানকয়েক বই খাতার মধ্যে কাগজখানি গুঁজে রাখবার জন্য সে কি একটা টেনে ব্যর করল। কিন্তু যা বেরুলো তা দেখে আর তার বাক্‌শক্তি রইল না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রমাপতি থর থর করে' কাঁপতে লাগল। রাগে নয়—টুটুর এ কি রূপ আজ চোখে ব্যক্ত হয়ে পড়েছে!

দশ

ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে মাথাটি তুলে হাতের ওপর হেলান্ দিয়ে কমলা একখানি ছবির বইয়ের পাতা ওল্‌টাচ্ছিল। টুটু বসে' রয়েছে তার মুখের কাছেই। কমলা ছবি সম্বন্ধে কথা বলে চলেছে অনর্গল, কিন্তু অন্যমনস্ক শ্রোতাটির কাছে বিশেষ সন্তোষজনক জবাব আসছিল না। ছবিগুলি একখানি ক্যাটালগ-এর। নানা জাতের মূল্যবান গহনার চিত্র ছাপানো।

দুপুর বেলা। পাখ্-পক্ষীর ক্বচিৎ কণ্ঠস্বর ছাড়া চারিদিকে আর সবই নিঝুম। বাড়ীতে তখন আর কেউই ছিল না!

কথা কইতে কইতে এক সময় হঠাৎ কমলা মুখ তুলে বল্‌ল, 'কি? কোন্‌দিকে তাকিয়ে ছিলে এতক্ষণ?'

টুটু বল্‌ল, 'ছবির দিকেই ত!'

'মিথ্যে কথা! বল ত কোন্ ছবিটা শেষকালে দেখিয়েছি?'

টুটু বল্‌ল, 'ভুলে গেছি, কোন্‌টা বল ত?'

কমলা আবার তাকে পাতা উল্টে মনে করিয়ে দিল। বল্‌ল, 'মন ছিল কোথায় এতক্ষণ? এত ভুল কেন?'

কথাটা বলে' কমলা বই বন্ধ করল।

যে-জান্‌লাটি বন্ধ ছিল, তারই কাঠের ফাঁক দিয়ে এতক্ষণ রমাপতি টুটুর মুখের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছিল, এইবার চুপি চুপি সরে' গেল। টুটুর সমস্ত গতিবিধি জগতে এখন তার সব চেয়ে বড় আকর্ষণ!

টুটু বল্‌ল, 'কই ছবি দেখানো যে বন্ধ করলে?'

কমলা বলল, 'নাঃ, তুমি ত আর এত ছোট নয় যে ছবি দেখিয়ে তোমায় ভুলোতে হবে!'

'বেশ, তোমার অভিমান আমার কিন্তু বেশ লাগে বৌ!'

'তা ত লাগবেই।'

টুটু হাসতে লাগল।

কমলা বল্‌ল, 'কলেজের ছুটি হয়ে পর্য্যন্ত তুমি বইয়ের পাতা ওল্টাও নি। দিনরাত আমার কাছে কাছে থাকা, কাকাবাবু কি মনে করবেন বল ত?'

টুটু বল্‌ল, 'তোমার এ ঘর ছাড়া আমার আর কোথাও ভাল লাগে না।

কমলা বল্‌ল, 'আমি বল্‌ব এবার তোমার বিয়ে দিতে।'

'বয়ে গেছে আমার বিয়ে করতে!'

'তার মানে?' কমলা তার মুখের দিকে তাকালো।

'মানে নিজের ঘর ছাড়া তখন অন্য ঘরে ত আর ঠাঁই পাবো না।'

গম্ভীর কণ্ঠে কমলা বল্‌ল, 'এ কথা বলে' আমাকে কি বোঝাতে চাইছ?'

টুটু তার গাম্ভীর্য্য দেখে হেসে উঠ্‌ল।

কমলা কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু কঠিন হয়ে তাকে চোখ রাঙিয়ে তীব্রকণ্ঠে শাসন করবার ' গেই টুটু ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। লজ্জায় তখন কমলার মুখখানি রক্তাভ হয়ে উঠেছে। ছি ছি কাকাবাবুর মত দেবতার ছেলের এই মতি গতি

কমলা ভাবতে লাগলো, টুটুর প্রতিদিনের আচরণ! তার কাছে যখন-তখন ছুটে আসা—এটা-ওটা উপহার এনে দেওয়া; ভেবে সে শিউরে উঠলো!

কমলার মনে হলো, টুটুর চোখে যেন একটা নেশা লেগে রয়েছে! চোখ দেখেই কমলা মানুষ চিন্‌তে পারে! মেয়েরা যতই অল্পবয়সী এবং সরল হোক পুরুষের মনোভাব সম্বন্ধে ভুল করে না।

মনে হলো, টুটুর এ নেশার আভাস পেলে কাকাবাবু ভয়ঙ্কর আঘাত পাবেন। তা হলে' কি যে হবে তাঁর! সে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। ওদিকে একবার উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখলো, কাকাবাবু ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন। কাকাবাবুর আবার কোথায় যেন কি একটা অশান্তি দেখা দিয়েছে!

অবেলায় আকাশে মেঘ করতেই কমলা তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম শেষ করে' নেবার চেষ্টা করল। কাপড় কেচে উঠে সে সন্ধ্যা জ্বাল্‌বে। এসে দেখলো কি জানি কেন, আজ ঠিক সময়ের আগেই কলের জল চলে' গিয়েছে। কলের পাশেই ছিল একটি কূয়া, অসময়ের ব্যবহারের জন্য। কূয়ার জল না তুল্‌লে আর উপায় নেই!

বাল্‌তিতে দড়ি বেঁধে হেঁট হয়ে সে যখন কূয়ার মধ্যে বাল্‌তি নামিয়ে দিল, টুটু তখন এগিয়ে বল্‌ল, 'দেবো নাকি জল তুলে বৌ?'

কমলা বল্‌ল, 'কেন ?'

টুটু বল্‌ল, 'তুমি কি পারবে ? আমি তুলে তুলে দিই আর তুমি—'

কমলা বল্‌ল, 'আমার গায়ের জোর তোমার চেয়ে বোধহয় কম নয়, মনে রেখো।'

'আমি কি তাই বল্‌ছি ?'

কমলা বল্‌ল, 'তবে কি ?'

'বলছিলাম যে তোমার কাজের সুবিধা হতো !'

'আমার সুবিধে-অসুবিধে দেখার চাকরী কবে থেকে নিলে ?'

'গোড়া থেকেই, তুমি ত বেশ, এতদিন বুঝতে পারো নি ?'

ক্ষুব্ধকণ্ঠ থেকে কমলার আর উত্তর এল না, সে দড়ি বাঁধা বাল্‌তিটা ধীরে ধীরে কুয়ার মধ্যে নামিয়ে দিল।

জলশুদ্ধ বাল্‌তিটা টেনে তোলার পরিশ্রমে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। মুখ তুলে সে দেখ্‌ল, টুটু তখনো রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে তার দিকে সাগ্রহ অপলকদৃষ্টিতে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।'

ওদিকে দোতালায় ছাদে ওঠবার শেষ সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে রমাপতি যে একান্ত দৃষ্টিতে এই দু'টি ছেলেমেয়েকে লক্ষ্য করছিল, তা জানবার এদের কোনো উপায়ই ছিল না। রমাপতির চোখে একটি ভয়াবহ উন্মাদ কৌতূহল, এই দু'টি তরুণ-তরুণীর গতিবিধি, আকার-ইঙ্গিতই নয়, এদের অন্তরের অতি নিভৃত প্রদেশের তুচ্ছতম খুঁটিনাটিটি পর্য্যন্তও যেন তার পর্য্যবেক্ষণকে এড়াতে পারছিল না। এ কিছুই যেন তার কাছে অভিনব নয়! যে চিত্র টুটুর মুখে ফুটে উঠেছে, সে যেমনি বহু পুরাতন, তেমনিই একঘেয়ে! নূতনত্ব তার মধ্যে একবিন্দুও নেই!

টুটু বল্‌ল, 'এক বাল্‌তি ত তুললে, সখ মিটেছে এবার ?'

'না।' বলেই পরমুহূর্ত্তে কমলা পুনরায় বল্‌ল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে বল ত? কাপড় কাচ্‌তে দেবে না আমাকে?'

'কাচো না তুমি!'

'তাই নাকি? আস্পর্দ্ধা কম নয়!'

নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে টুটু অন্যদিকে চলে' গেল। যতদূর পর্য্যন্ত তাকে দেখা গেল, রমাপতি তাকিয়ে রইল তার দিকে, তারপর ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে নিজের ঘরে ঢুক্‌লো।

*

* *

গোলার মধ্যে নিজের আপিস ঘরে বসে' রমাপতি কতকগুলি কারবার সংক্রান্ত চিঠিপত্র দেখছিল। ভিতরে লোকজন কাজ করছে। হেরম্ব কোথায় তাগাদায় গিয়েছিল, একটু আগে এসে নিজের কামরায় ঢুকেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সে এ ঘরে এল। বল্‌ল, 'এটাতে একটা সই করে' দিন। এই কন্‌ট্রাক্‌ট্‌টা আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি—বুঝলেন?'

রমাপতি অন্যমনস্ক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো।

হেরম্ব বল্‌ল, 'অনেক টাকার জামিন রাখতে হচ্ছে, ভারি বিপজ্জনক। অবশ্য 'সাপ্লাই' আমরা ঠিকই করতে পারবো! নিন্‌, সই করে' দিন।'

সই নিয়ে হেরম্ব আবার চলে গেল। আজকাল সে-ই ত কাজকর্ম্ম চালায়!

সুমুখের জান্‌লাটি খোলা। তার ভিতর দিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত আকাশ আর মাঠের দিকে রমাপতি তাকিয়ে রইল। বর্ষায় ভিজা মাঠের ওপর কয়েকটা বাদ্‌লা পোকা উড়ে' উড়ে' বেড়াচ্ছিল। অদূরে ষ্টেশনে যে গাড়ীখানা এইমাত্র এসে থাম্‌ল, তারই দু' একজন সঙ্গীহীন যাত্রী

মন্থর-গতিতে মাঠের পথ ধরে' চলেছে। অলস রৌদ্রের আলোয় চারিদিক স্তিমিত ও নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

রমাপতি ভাবছিল, এ তার কোন্ পথ? এ জীবনের অর্থ কি? এমন বিচ্ছিন্ন একাকীত্ব তার ভাল লাগ্‌ছে? এ ত সন্ন্যাস নয়, এ যে জীবনের নিষ্ক্রিয়তা! আজকে তার এই প্রসার, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য, আরামের জীবন, সত্যি কথা বলতে কি, এ যে একেবারেই আনন্দহীন!

অতীত জীবনের কথা তার মনে হচ্ছিল। তার ধর্ম্ম ছিল না, বিশ্বাস ছিল না, নীতি ছিল না, তার সে-জীবন ছিল দুর্নীতির! উঃ কি ভয়াবহ দিনগুলিই তাকে কাটাতে হয়েছে!

তারপর এল এক নূতন অধ্যায়! বনলতাকে সে ভোলে নি, কিন্তু সবিতার কথা মনে করে' সে একটি গভীর নিশ্বাস ফেল্‌লো। যেখানে হলো সত্যিকারের ভালোবাসা, সেখানেই গভীর বিচ্ছেদ। সবিতা যখন তার অসামান্য সৌন্দর্য্য ও সুষমা নিয়ে চিরদিনের জন্য চোখের আড়ালে চলে' গেল, রমাপতি তখন শুধু রিক্তই নয়, শক্তিহীনও হলো! রমাপতির জীবনকে সবিতা শুধু ব্যর্থ-ই করে' যায় নি, সে যেন জানিয়ে গেছে, মানুষের এই গভীর দীর্ঘশ্বাসের অর্থ কি বিপুল! বিচ্ছেদের রাত্রে একাকী পাথরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রমাপতির কি মনে হয়েছিল, আজও সে তা বেশ স্মরণ করতে পারে! কম্পিত দু'টি দৃষ্টি অন্ধকার আকাশের দিকে তুলে' হঠাৎ সে যেন আবিষ্কার করেছিল, বহুপূর্ব্ব অতীত জনমের তীরে যে-নারীকে সে হারিয়ে এসেছে, সে ওই, এইমাত্র আকণ্ঠ অভিমানে যে তাকে ত্যাগ করে' গেল! ও মেয়ে তার চিরপরিচিতা, চিরজনমের ধ্রুব-কামনা! চোখ বুজে সে অনুভব করেছিল, ওই নারীটির খোঁজে সে চলে' এসেছে যুগ-যুগান্তর ধরে' মহাকালের অনন্ত স্রোতধারায়, নব

নব জীবনের ঘাটে ঘাটে, বহু বৈচিত্র্যের শিলায় শিলায় আহত হয়ে'—নবরূপ, নবপ্রাণ, নব নব দেহের আতিথ্য নিয়ে!

অতীতের নিদ্রা থেকে জেগে উঠে রমাপতি যেন অকস্মাৎ সবিতাকে সেদিন চিন্‌ল। চিন্‌ল বলেই ভিতর থেকে তার জেগে উঠেছিল মানুষের আদিম বিরহ-বেদনা! সৌন্দর্য্যের জ্যোতির্ম্ময়ী আত্মা, অপরূপ লাবণ্যবতী সবিতা সেদিন জীবনের সান্ত্বনাহীন ব্যর্থতাকেই মনে করিয়ে দিয়েছিল!

সেদিনের সেই স্পর্শমণির স্পর্শ পেয়ে রমাপতির মনে হয়েছিল, নারীর লজ্জা ও সম্ভ্রমকে নিয়ে পায়ের ধুলায় লুণ্ঠিত করা, অবলীলায় পদদলিত করায় গৌরব নেই, সৌন্দর্য্য নেই, আনন্দ নেই! যুগে যুগে মানুষ বেঁচেছে শৃঙ্খলার মধ্যে, ধর্ম্মের মধ্যে, মনস্তত্ত্ববোধের মধ্যে, একটি আদর্শ নীতির গণ্ডীর মধ্যে!

হেরম্ব আবার এসে ঢুকলো। বল্‌ল, 'এবার বাসায় চলুন, আপনাকে আজ ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছে!'

'চল হেরম্ব, তাই চল!' বলতে বলতে রমাপতি উঠে দাঁড়ালো।

পথে বেরিয়ে পড়ন্ত রোদের মুখে ছাতিটি খুলে হেরম্ব দু'জনের মাথার ওপর ধর্‌ল। তারপর কিয়দ্দূর গিয়ে সে বল্‌ল, 'আপনাকে একটা কথা বলছিলাম কাকাবাবু।'

রমাপতি হেসে বল্‌ল, 'কথা বলবার আগে তুমি ত কোনোদিন ভূমিকা করো না হেরম্ব?'

'না ভূমিকা নয়, এতক্ষণ ভাবছিলাম বল্‌ব কি না।'

রমাপতি বল্‌ল, 'লেখবার সময় বরং ভেবে-চিন্তে লিখবে, কিন্তু বলবার সময় কারো মুখের দিকে তাকিও না।'

হেরম্ব বল্‌ল, 'কিন্তু সব সময় সব কথা বলা সমীচীন কি না সেটা—'

'যে-কথা সমীচীন নয় সেটার প্রস্তাবই বা করবে কেন?'

হেরম্ব খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে বল্‌ল, 'আপনার বাড়ীতে বোধ হয় চোর এসেছিল!'

'তাই না কি? কত রাতে?'

'রাতে কিনা জানি নে।'

'তবে কেমন করে' জান্‌লে?'

'জিনিষ চুরি গেছে। বলে' হেরম্ব মাথা চুল্‌কোতে লাগ্‌ল।

'কি রকম? কি জিনিস?'

'সামান্যই, এমন কিছু নয়। হাত-বাক্সের মধ্যে একটা মখ্‌মলের কৌটোর মধ্যে দু'টো 'ইয়ার-রিং' ছিল, আজ সকালে বাক্স খুলে' দেখা গেল—'

'খুলে দেখলে নেই?' রমাপতি বিস্মিত হয়ে তাকালো।

'সেই কথাই আপনাকে বল্‌ছি। গোটা চারেক টাকা ছিল পাশেই, তা ঠিক আছে কিন্তু।' 'ইয়ার-রিং' দু'টো এই সেদিনে তৈরী করে' দিয়েছিলাম!'

পথে চল্‌তে চল্‌তে রমাপতি বল্‌ল, 'বাইরে থেকে তোমার ঘরে চোর কেমন করে' আসবে হেরম্ব? কমলা কোথাও হারিয়ে ফেলে নি ত?'

'আজ্ঞে না, ওটা একদিন মাত্র ব্যবহার করে'ই তুলে রেখেছিল, সংসারের কাজকর্ম্ম করতে হয়, ও রকম ঠুন্‌কো জিনিস পরে' থাকলে ত চলে না!'

'তা বটে, কমলা কোনোদিন কিছু নষ্ট করবার মেয়ে নয়।'

পথ ফুরিয়ে এসেছিল। দরজার কাছাকাছি এসে রমাপতি বল্‌ল, 'আমি কিন্তু বিশ্বাস করলাম না হেরম্ব, যে তোমার ঘরে চোর এসেছিল! তুমি যতই বল আমি কিন্তু—'

নিজের ঘরে ঢুকে সে খানিকক্ষণ এক জায়গায় চুপ করে' দাঁড়ালো,

তারপর সে পায়চারি সুরু করল। কি জানি কেন, লজ্জায় আর অপমানে তার মাথা যেন হেঁট হয়ে গেছে। কিন্তু এ লজ্জা, এ অপমান তার কেন? সে কি নিজে চুরি করেছে? না, সে করে নি! তবু তার মনে হলো, এ অন্যায়ের জন্য শুধু সেই দায়ী। যে সচ্চরিত্র দু'টি নরনারীকে আশ্রয় দিয়েছে, আজ তাদের উদারতার সুবিধা নিয়ে যদি কেউ পাপের হাত তাদের দিকে বিস্তৃত করে' দেয়, তবে সে-অগৌরব সে কেমন করে' সইবে? শুধু ত তাদের বস্তুই চুরি যায় নি, তার সঙ্গে রমাপতির চুরি গেল সম্ভ্রম, ইজ্জত, আত্মসম্মান!

কে বলে রমাপতির জীবন স্তিমিত হয়ে গেছে। সে অলস নয়, তার গতি মন্থর নয়, সে মুমূর্ষুও নয়, আজ আর একবার সে বাঁচবার চেষ্টা করবে! কেবল নিজেই সে বাঁচবে না, সে বাঁচাবে অন্যকে পাপের হাত থেকে, দুর্নীতির হাত থেকে, মানবধর্ম্মদ্রোহীতার হাত থেকে।

আজ অনেকদিন পরে রমাপতি আবার যেন একটি নূতন শক্তিকে উপলব্ধি করল। পায়চারি থামিয়ে সে বাইরে এল। হেরম্ব আবার বেরিয়ে গেছে। দু'তিনটে 'টিউশনি' করে' ফিরতে তার অনেক রাত হবে। টুটু নেই, সে উধাও হয়ে' কোথায় যায় না যায় তার হিসাব পাওয়া কঠিন। তাকে উপদেশ দেবার মত, শিক্ষা দেবার মত স্পৃহা রমাপতির আর ছিল না! কমলা রয়েচে নিজের ঘরে!

রমাপতি কয়েকটি টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। অনেকদিন পরে সেদিন সে শহরে গিয়ে খানিকটা ঘুরতে লাগল। গাড়ী-ঘোড়া ও মানুষের ভীড়ের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন হয়ে' সে ভ্রমণ করল। একদিন তার জীবন ছিল সমারোহের—এদের বাদ দিয়ে নিঃসঙ্গ একাকীত্বকে সে কল্পনাও করতে পারত না। তার বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত, আলাপী, তার ভক্ত, তার অনুচর, তার অনুকারীরা, তারাই ছিল রমাপতির যৌবনপথের

সহযাত্রী! সহরের মাঝখানে এসে তাদের কথা মনে পড়ে। সুবালা তার ভগ্নী, কিন্তু প্রমীলা, সরযূ, তারাই বা আজ কোথা গেল! বহুদিন পরে তাদের স্মরণ করে' রমাপতি একবার পথের দিকে তাকালো।

সেদিন বাসায় ফিরতে তার একটু রাত হলো। দরজা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে বারান্দা পার হয়ে নিজের ঘরের দিকে চলেছিল, কিন্তু কমলার ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে একবার থম্‌কে দাঁড়ালো!

আলোটা জ্বালিয়ে তার কাছে বসেছিল টুটু ও কমলা!

টুটু বল্‌ল, 'সে নভেলটা পড়া হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ!'

'কেমন লাগ্‌ল বল ত?'

'বিশ্রী। যে লিখেছে সে হয় পাগল, নয় ত কিছুই জানে না।'

'কেন?'

'কেন আবার কি! ভদ্রলোকে ও নভেল পড়ে না। এ রকম বই আর এনো না।'

'বইখানার কি দোষ বলো?' বলে' টুটু কমলার হাত ধরলো।

কমলা বল্‌ল, 'ছাড়ো, লাগ্‌ছে হাতে।'

'না, আগে বল বইখানার দোষ কোন্‌খানে?'

'বল্‌ব না!' বলে' কমলা উঠে দাঁড়াল।

টুটুও উঠে দাঁড়ালো তার সঙ্গে সঙ্গে। কমলার পথরোধ করে' দাঁড়িয়ে সে বল্‌ল, 'না বললে তোমায় আমি যেতে দেবো না বৌ।'

বলতে বলতে অর্ব্বাচীনের মতই কমলার দুই হাত টুটু সবলে চেপে ধরল! তার চোখে নেশার বিহ্বলতা!

কমলা মুহূর্ত্তের জন্য হতচকিত হয়ে চুপ করে রইল। তারপর রাগে একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে' টুটুকে

সে ঠেলে ছিটুকে সরিয়ে দিয়ে বল্‌ল, 'কি মনে করেছ? তুমি না ভদ্রসন্তান? যাও এঘর থেকে!' বলে' নিজেই সে বাইরে এল। কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু অন্ধকারে কি করবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে হঠাৎ দেয়ালের ধারে বসে' পড়ে' সে ফুলে ফুলে কাঁদতে সুরু করল। এত বড় অপমান, এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা তার সহ্য করবার শক্তি ছিল না।

*   *
*

সে-রাত্রি প্রভাত হলো। সকাল বেলা উঠেই হেরম্বকে পড়াতে বেরুতে হয়। জামা জুতো পরে' সে যখন বেরোচ্ছিল, রমাপতি তাকে ঘরের ভিতর থেকে ডাক্‌লো। হেরম্ব ভিতরে ঢুকে বল্‌ল, 'আপনি ত এত সকাল সকাল ওঠেন না কাকাবাবু, রাতে ঘুম হয় নি বুঝি?'

রমাপতি তার কথার জবাব দিল না, ড্রয়ার থেকে একটি চামড়ার কৌটো বার করে' বল্‌ল, 'এই 'ইয়ার-রিং' দুটো তোমার স্ত্রীকে দাও গে, জিনিসটা ভালো, বেশ ট্যাক্‌সই হবে।'

ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল, 'সে কি, আপনি আবার টাকা খরচ করে'—' লোকের বাড়ীতে কি আর চুরি হয় না! তা ছাড়া এত দামের জিনিস—'

'তা হোক ধর।' বলে' হেরম্বর হাতে কৌটোটি গুঁজে দিয়ে রমাপতি আবার গিয়ে বসে' বল্‌ল, 'আর হ্যাঁ, শোনো তোমাদের আজ এখুনি চলে' যেতে হবে এখান থেকে!'

হেরম্ব তার মুখের দিকে তাকালো। প্রথমে কথার অর্থবোধ না করতে পেরে বল্‌ল, 'কি বল্‌ছেন?'

রমাপতি বল্‌ল, 'সস্ত্রীক তোমাকে এ বাড়ী আজ এখুনি ত্যাগ করতে হবে!'

হেরম্ব হতভম্ব হয়ে বল্ল, 'কোথায় যাবো কাকাবাবু ?'

রমাপতি হাসবার চেষ্টা করে' বল্ল, 'মাঠ আছে, গাছতলা আছে, নদীর ধার আছে !'

কমলা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। হেরম্ব তার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অচেতনের মত বল্ল, 'তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?'

'তাড়িয়ে নয়, মুক্তি দিচ্ছি।' রমাপতি বল্ল।

'কিন্তু, কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না যে কাকাবাবু ?'

কমলা ভিতরে এসে রমাপতির দিকে না তাকিয়ে হেরম্বর একটা হাত ধরে' বল্ল, 'সব কথাই কি আর কাকাবাবুর মুখ থেকে শুনতে হয়, এসো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

নিজের হাতে কমলা সমস্ত গুছিয়ে যাবার জন্য তৈরী হলো। ছোট্ট সংসার, কয়েকটি বাক্স-প্যাট্‌রা ও কয়েকটি পুঁটুলির মধ্যে সমস্তই আত্মগোপন করল। কলিকাতার উত্তরাংশে কমলার এক বড় বোনের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও তাদের যাবার জায়গা ছিল না। হেরম্ব গিয়ে গাড়ী ডেকে নিয়ে এল।

টুটু আর পারল না, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্ল, 'এ কিন্তু ভাল হচ্ছে না বাবা, এ আপনার অন্যায়, ওঁরা এমন কি দোষ করলেন যে—'

'বুঝেছি, এবার ঘরে যাও।' বলে' রমাপতি টুটুকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' ঘরে যেতে বল্ল। টুটু সরে' গেল সুমুখ থেকে।

যাবার সময় কমলা এসে হেঁট হয়ে পায়ের ধূলো মাথায় নিল। রমাপতি শক্ত হয়ে দাঁড়ালো অন্যদিকে চেয়ে। কমলা বল্ল, 'চল্লাম কাকাবাবু, কোনো দুঃখই আমার নেই। এর পর থাকলে আমার মাথা আরো হেঁট হতো। আপনার বিচার সুবিচারই হয়েছে

কাকাবাবু, আগুনে পুড়ে' মরার চেয়ে স্রোতে ভেসে যাওয়া যে ভালো তা আপনি জেনেছিলেন!'

রমাপতি তাকে একবার আশীর্ব্বাদ করতে গেল, কিন্তু তার হাত কাঁপ্‌লো, মুখ কাঁপ্‌লো, নড়তেও পার্‌ল না, কথা বলতেও পার্‌ল না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই গিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। ভাড়াটে গাড়ীখানা খোয়ার রাস্তার ওপর শব্দ করতে করতে ছুটে চল্‌লো।

কমলা বিদায় নিল।

বহুদূর পর্য্যন্ত তাদের পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রমাপতি ঘরের জান্‌লার গরাদের উপর মাথাটা কাৎ করে রাখ্‌ল। চোখ দু'টো তার জ্বালা করছিল। সংসারে ক্ষুদ্রতম স্নেহের বন্ধনটুকুও তার আর নেই। আজ শুধু তার বুক খালি হলো না, সমস্ত জীবনটাও হয়ে গেল রিক্ত!

রমাপতি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগ্‌ল। কিন্তু কোনো সান্ত্বনাই সে পেল না, মাথার ভিতরটায় তার দাপাদাপি করছিল। তার কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল তার সমস্ত কাজের ওপর তার অতীত জীবনের বীভৎস ছবিটাই ভেসে ভেসে উঠ্‌ছে!

দেয়াল থেকে বেহালাটি অনেকদিন পরে নামিয়ে সে আজ একবার বাজাতে বস্‌লো। ছড়্‌টা বার কয়েক টান্‌লো, কিন্তু সমস্ত সুরই আজ তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে যখন পার্‌ল না, তখন সহসা ভয়ানক অপমান বোধ করে' বেহালাটি সে আছাড় মেরে চুরমার কর্‌ল। সে নির্দ্দয়, সে মনুষ্যত্বহীন, সে নাস্তিক! তা হোক, তবুও সে ভাঙা যন্ত্রের কুটিগুলির মাঝখানে অনেকক্ষণ বসে' বসে' এক সময় তার সেই উত্তেজিত আরক্ত চক্ষুর নীচে দিয়ে উষ্ণ জলের ধারা গড়িয়ে এল!

এগারো

সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করবার যে দৃষ্টি তা যখন নিঃশেষে নষ্ট হয়ে গেল, তখন স্থরু হলো বিকৃতের বীভৎসের পালা। যে-ঘর রমাপতি বেঁধেছিল তা রইল, কিন্তু যে আনন্দ-নীড় সে মনে মনে রচনা করেছিল, তা ঝড়ে উড়ে গেল। নদীতীরের বাসা, কিন্তু সর্ব্বনাশা প্লাবনকে সে আট্‌কাবে কেমন করে'? নিয়তি—নিয়তিই রমাপতির জীবনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন!

অনেক আঘাত সয়েছে, এ আঘাতটাও সে সইতে পার্‌ল। হেরম্ব তার কারবারে আর সংশ্লিষ্ট ছিল না, এবং তার এই না-থাকা যে কি ভয়ানক, রমাপতি একদিন তা বুঝতে পার্‌ল। সেদিন অকস্মাৎ খবর পওয়া গেল, নির্দ্দিষ্ট তারিখে একটা 'অর্ডার সাপ্লাই' করতে না পারায় 'কন্‌ট্রাক্ট' বাতিল হয়ে গেছে, এবং তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জামিনের দশহাজার টাকা রমাপতিকে দিতে হবে। কারবার এমন কিছু বড় নয় যে দশটি হাজার টাকার ধাক্কা সে সইতে পারে, তবু টাকা না দিলে কোনো উপায় নেই!

কোর্টের লোকজন এসে কাঠের গোলা আটক কর্‌ল। আর কোনো উপায়ই রমাপতির ছিল না, এমন মানুষও কেউ নেই যে এ দুর্দ্দিনে নগদ টাকা ধার দেয়। রমাপতি অগত্যা কোর্টে গিয়ে সেদিন তাদের কাঠের গোলার সমস্ত স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে এল। সংসারে আর কোনো দায়ীত্বের বন্ধনই তার নেই, তাই এত বড় ত্যাগ করতে তার এক মুহূর্ত্তের বেশী সময় লাগ্‌ল না।

আঃ এবার সে বাঁচল! পারিবারিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে সে মস্ত ভুল করেছিল, দুই পাখা বিস্তার করে' এবার সে মুক্তির আকাশে অবাধে উড়তে পারবে। সে অর্থ-হীন, সহায়-হীন, আশ্রয়-হীন; তার

বন্ধু নেই, সঙ্গী নেই, আত্মীয়-পরিজন নেই ; তার আশা নির্ম্মূল হয়েছে, তার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে, তার স্বপ্ন ভেঙেছে, আঃ এবার সে সংস্কারমুক্ত জীবনের স্বচ্ছন্দ-নিশ্বাস নিতে পারবে!

পথে যেতে যেতে এক সময় রমাপতি আনন্দে গুঞ্জন করে' ওঠে। যে-পথ তার বাসা থেকে বেরিয়ে এসে দু'ধারে মাঠের কিনারা দিয়ে বরাবর সহরের দিকে চলে গেছে, সেই পথে সে একদম নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। মনের মধ্যে তার একটি অপূর্ব্ব তৃপ্তির সুর আনাগোনা করে। পথের জন-জটলার মধ্যে গা ঢেলে দিয়ে অপরিসীম একটি আনন্দে সে ভাসতে ভাসতে চলে। এতদিনকার যুদ্ধে সে যে জয়লাভ করতে পারে নি, এ কথা কে বল্‌ল? তার কোনো ক্ষোভই নেই! চারিদিকের বিপুল প্রাচুর্য্যের মধ্যে সে বেঁচেছিল, অখণ্ড অজস্রতার মধ্যে! জীবনের উত্তপ্ত সোমরস সে পান করেছে আকণ্ঠ, তৃষ্ণা তার মিটে গেছে!

শহরের বহুমুখী পথের ভিতর তার নিজের পথ হারিয়ে যায়। তা যাক্‌, দেউলিয়া হয়ে যে তৃপ্তি পেয়েছে, লক্ষ্য-হীন হয়ে সে আনন্দ পাবে না কেন? পিছন দিকে যার লক্ষ্য তারই লক্ষ্যচ্যুত হবার ভয়। অতীত ইতিহাসকে নিয়ে রমাপতি ফিরি করবে না!

রমাপতি এগিয়ে চল্‌লো। কি যেন একটা স্বদেশী-আন্দোলন নিয়ে কলিকাতার নাড়ীটা তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বিকেল বেলা এই সময়টায় পথ হয় লোকে লোকারণ্য! চারিদিকে ছুট্‌ছে অসংখ্য গাড়ী-ঘোড়া, মোটর, ট্রাম, বাস্‌ এবং গরুর গাড়ী। চোখ দু'টো রমাপতির কৌতূহলে উচ্ছলিত হয়ে উঠ্‌ছিল। এমনি অবিচ্ছিন্ন সমারোহ সে যেন এই প্রথম দেখ্‌ছে।

চল্‌তে চল্‌তে রমাপতি এক জায়গায় থম্‌কে দাঁড়াল। একটা বায়স্কোপের বড় 'বিজ্ঞাপন-বোর্ডে' দু'টি বিলাতী নরনারীর চিত্র আঁকা।

পুরুষটি মেয়েটিকে আলিঙ্গন করে' চুম্বন করতে উৎসুক। সেই দিকে তাকিয়ে তার নীচে বুভুক্ষিত জনসাধারণের ভিড় জমেছে। এইবার বোধ হয় বায়স্কোপ দেখানো সুরু হবে। দেখতে দেখতে এক এক-খানি করে' ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী এসে দাঁড়াতে লাগ্‌ল। একটি একটি করে' স্ত্রী-পুরুষ নেমে টিকিট করে' ভিতরে ঢুক্‌ছে! রমাপতির মনে হলো, দশ বছর আগেকার সঙ্গে আজকের দিনের বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। মেয়েদের শাড়ী পরার ধরণটা আরো উন্নত হয়েছে! কাপড় ঢাকা সত্ত্বেও সমস্ত দেহখানির গঠন-সৌষ্ঠব আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর-রূপে দেখে নেওয়া যেতে পারে, কোথাও বাধে না! সর্ব্বাঙ্গের শিল্পসম্মত প্রসাধন আগের চেয়েও এখন জনসাধারণকে অধিকতর আকৃষ্ট করে।

রমাপতি আবার এগিয়ে চল্‌লো।

কিছুদূর গিয়ে সে দেখলো, এক অন্ধ বৃদ্ধকে নিয়ে এক জায়গায় তামাসা লেগেছে। একটি লাঠি নিয়ে অন্ধটি রাস্তাটা পার হবে, কিন্তু কয়েকটি ছেলে তার লাঠিটা কেড়ে নেওয়ায় বেচারা সেটি ফেরত পাবার জন্য ব্যাকুল আবেদন জানাচ্ছে। তার ওপর দুইটা হিন্দুস্থানী লোক অপূর্ব্ব রসিকতা সুরু করেছে। একজন তাকে ঠোনা মেরে পালাচ্ছে, আর একজন মুঠি মুঠি কাঁকর আর ধূলো নিয়ে বৃদ্ধের পরণের কাপড়ের মধ্যে পূরে দিচ্ছে। বৃদ্ধের চীৎকারে লোক জড় হচ্ছিল। তার অসহায় কান্না সকলের হাসির উদ্রেক করছে!

রমাপতি এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একজনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল।

'আরে, গুরুদেব যে? বহুকাল পরে! ছিলে কোথা এতদিন?'

রমাপতি বল্‌ল, 'সন্ন্যাস নিয়েছিলাম, এই ক'দিন হলো হরিদ্বার থেকে ফিরেছি।'

'বেশ ভাই, এমন সহর ছেড়ে তিন পয়সার সন্ন্যাস? বেশ করেছ। ওসব কিছুই কিছু নয়—বুঝলে?'

'তারপর? তুমি কেমন আছো বনমালী? বাঃ একেবারে ফিটু বাবুটি সেজেছ, চল্‌লে কোথায়?'

লোকটির দুই রগের চুল পেকে গেছে। তবুও সেগুলি মুসলমান গাড়োয়ানের মত ছোট-বড় করে' ছাঁটা। গায়ে কোঁচানো আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে চক্‌চকে জুতো। বল্‌ল, 'তোমার সাকরেদি এখনো কর্চ্ছি দাদা, সেদিন 'রেস-কোর্সে' গিয়ে একখানি যা পেয়েছি মাইরি, চল না, এই যাচ্ছি তার কাছে, দেখলে আর ভুলতে পারবে না ভাই।'

'তোমার বয়েস যে অনেক হলো! এখনো এই সব?'

বনমালী হি হি করে' হাসল। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে বল্‌ল, 'সাধু হলে কবে থেকে? পেট ভরে' গেছে বুঝি? আমাদের কাছে ভাই ঢাকাঢাকি নেই!'

'কিন্তু তোমার এই বয়সে—'

বনমালী আবার হাসল। হেসে বল্‌ল, 'বয়সটা ত বড় নয়, ইচ্ছেটাই বড়। আচ্ছা, আসি ভাই।'

ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে যতদূর পর্য্যন্ত সে গেল, রমাপতি তার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

আবার কিছুদূর গিয়ে রমাপতিকে দাঁড়াতে হলো। পথের ফুটপাথের ওপর এক জায়গায় কতকগুলি পুলিশের লোক জমেছে। জনকয়েক মিলে একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে গ্রেপ্তার করে' গাড়ীতে তুল্‌লো। সুমুখের দোকানে নাকি ছেলেটি কি সওদা করতে ঢুকেছিল, কিন্তু লোভ সাম্‌লাতে না পেরে একটি টাকার বগ্‌লি হাত সাফাই করে' পালাবার চেষ্টা করে। বাইরের একজন খদ্দেরের চোখে হঠাৎ ধরা পড়ে

যায়। তার এই চুরির সঙ্গে নাকি 'স্বদেশী-দলে'র যোগাযোগ আছে, অন্ততঃ পুলিশ তাই অনুমান করে।

সমস্তটা শোনবার আগেই রমাপতি হাঁটতে সুরু করল। কোথায় সে চলেছে, কেন চলেছে, এ সম্বন্ধে কোনো কৈফিয়তই তার মনে এল না। শহরের এই কোলাহলের মাঝখান দিয়ে এই যে ছায়াচিত্রের মত এক-একটি ছবি তার চোখের সুমুখ দিয়ে চলে' যাচ্ছে, এ তার ভাল লাগছে কি না তারো কোনো হদিস নেই। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের লোভেও মানুষের জিহ্বা মাঝে মাঝে উৎসুক হয়ে উঠে! যেতে যেতে সে নিজের পরিচিত রাস্তাগুলি দেখতে পেল। এই পথগুলি ছিল তার অতি প্রিয়, অতি অভ্যস্ত। জীবনের যে বয়সটা তার উৎসবে, আলোয়, সমারোহে কেটেছে, এই পথগুলি তারই সাক্ষ্য। সেই তেলের কল, সেই ডাক্তারের বাড়ী, সেই খবরের কাগজের একটা আপিস, ওই দূরে আজো সেই গির্জ্জাটায় ঢং ঢং করে' ঘণ্টা বেজে চলেছে। ওখানে একটি খৃষ্টান মহিলার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। ধীরে ধীরে একটা বাগানের ধারে রমাপতি এসে পড়লো। বাগানের পাশে তার সেই পুরাতন দিনের কলেজটা দেখতে পেল। অতীত দিনের কত স্মৃতি কলেজের সঙ্গে যে জড়িয়ে রয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই! বাগানের রেলিংয়ের ধারে রমাপতি এসে দাঁড়াল। সেই আগেকার মত ছাত্রের দল এখানে এসে ভিড় করে কিন্তু রমাপতির সমসাময়িকরা আজ কোথায়? হাঁ, ছেলেদের মধ্যে সে-ই ছিল দলপতি, একদিন সবাই তার কথায় ওঠা-বসা করতো! পড়ায়, আলোচনায়, বক্তৃতায়, গানে, সামাজিক আলাপে সে ছিল এক অসাধারণ আশ্চর্য্য ছাত্র! একটি দিনের কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে। একবার কি একটা গণ্ডগোল হাওয়াতে তার অধিনায়কত্বে কলেজের ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করে। কলেজে আর কেউ যায় না, মহা

বিপদ! শেষকালে অধ্যক্ষ এসে রমাপতির কাছে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করায় রমাপতি ছেলেদের ক্লাশে যোগ দিতে বলে! আজ তাকে সবাই ভুলে গেছে!

অনেকক্ষণ সে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার আর কোনো উদ্বেগ নেই, কোনো আশা নেই, কোনো সম্ভাবনা নেই! তার হাট ভেঙে গেছে, বিকিকিনি শেষ হয়েছে, এবার সে নিতান্তই একা। রাস্তার দিকে রমাপতি তাকিয়ে দেখ্‌ল, সত্যি, তার জন্যে ত আজ আর কেউ অপেক্ষা করে' নেই! তার মত এত বড় চরিত্রের এমন শোচনীয় অধঃপতন সম্ভব হলো কি করে'? মানুষের ইহজনমের ভোগের যত কিছু উপকরণ তার ত সমস্তই ছিল। আজ সে এমন কাঙাল হলো কার জন্য? তাকে না হলে' যাদের চল্‌তো না, তারা আজ কোথায়? সে কেন এমন বিচ্ছিন্ন? অসংখ্য নরনারীর ভিড় নিয়ে তার সারাযৌবন কেটেছিল, কিন্তু এবার কি তাকে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে হবে এমনি একাকী বন্ধুহীন অসহায় হয়ে? কেন? অপরাধের মূল তার কোথায়?

রেলিংটা ছেড়ে দিয়ে আবার সে চল্‌তে সুরু কর্‌ল। তাকে যেন ভূতে পেয়েছে; সে নিশাচর। তার দুঃখের দিন সুরু হয়েছে, তা হোক, জীবনে অবিচ্ছিন্ন সুখের কোনো মূল্য নেই, কিন্তু এমন অবস্থায় তাকে কে এনে ফেল্‌লো? সে নিষ্ঠুর নয়, পরের অনিষ্টকারী নয়, সে জুয়াচোর-বাটপাড় নয়, জীবনে সে অনেকের অনেক উপকার করেছে, কন্যাদায়গ্রস্ত থেকে রামকৃষ্ণ মিশন পর্য্যন্ত তার দানের হাত ছিল অকৃপণ, —সে ত নিতান্ত তুচ্ছ মানুষ ছিল না। জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সৌন্দর্য্যচর্চ্চায়, তার সমকক্ষ ত আজো তার চোখে পড়ে নি! অন্যায় সে হয় ত অনেক করেছে কিন্তু পাপ সে ত কই করে নি!

তবু এ সত্য গোপন করে' লাভ নেই, আজ সে সর্ব্বহারা। এ তার সস্তা ব্যথার উচ্ছ্বাস নয়, এই সত্যই আজ সকলের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। সে গান গেয়ে একদিন শত সহস্র মানুষকে মুগ্ধ করেছিল কিন্তু আজ সে কণ্ঠহীন! শিক্ষায় দীক্ষায় তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের আলোক বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়েছিল, কিন্তু আজ সেগুলো অনভ্যাসে একেবারে মর্‌চের নীচে চাপা পড়ে গেছে! তার রূপ? থাক্, সে কথা মনে করে' আর লাভ নেই!

'কে, রমাপতিবাবু না?'

আচম্‌কা রমাপতির চমক ভাঙ্‌লো। থম্‌কে দাঁড়িয়ে সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

'চিন্‌তে পারেন?'

গ্যাসের আলোয় রমাপতি ঠাহর করে' দেখল। মানুষের সঙ্গে চেনাচিনি তার অনেকদিন শেষ হয়ে গিয়েছিল! বল্‌ল, 'হ্যাঁ, চিন্‌তে পেরেছি, তুমি মলিনা!'

'অনেক দিন পরে দেখলাম, কি হয়ে গেছেন আপনি? আর যে চেনবার যো নেই! আমি আসছিলাম এতক্ষণ আপনার পাশে পাশে, প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, তারপর বলি যা থাকে কপালে, জিজ্ঞেসাই করি।'

রমাপতি তার আপাদমস্তক একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বল্‌ল, 'এত রাতে রাস্তায় তুমি যে একা মলিনা!'

মলিনা হাস্‌ল। হেসে বল্‌ল, 'আসুন না, এই ডানদিকের গলিতে অমোর বাসা।' বলেই সে এগোতে লাগ্‌ল।

ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় কে জানে, রমাপতি চল্‌লো তার পিছু পিছু। ডানদিকের গলিতে ঢুকে কয়েক পা গিয়ে বাঁ-হাতি একখানি খোলার চালের বস্তির কাছে দাঁড়িয়ে মলিনা বল্‌ল, 'ভেতরে আসুন।'

ভিতরে এসে একখানি ঘরের দরজার শিকল খুলে দিয়ে সে পুনরায় বল্‌ল, 'ওই যে আলো জ্বল্‌ছে, বসুন বিছানার ওপর। দেখবেন, গরীবের ঘর দেখে নাক সিঁট্‌কোবেন না যেন।' বলে' সে একঠোঙা খাবার আঁচলের ভিতর থেকে বার' করে' একখানা জলচৌকীর ওপর একটা ডাবরের মুখে রাখ্‌লো। রমাপতি কাঠ হ'য়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। মলিনা হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে' দিল। তারপর আর কোনো কথা না বলে' গলায় আঁচল দিয়ে হেঁট হ'য়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ে একটি প্রণাম করে' পায়ের ধূলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রমাপতি সমস্ত ঘরখানির মধ্যে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবাক হ'য়ে মলিনার দিকে মুখ ফেরালো। মলিনা বল্‌ল, 'আজ আমার ঘরে বসতেও তোমার প্রবৃত্তি নেই?'

রমাপতি গিয়ে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলো। অনেক চেষ্টা করে' এইবার তার মুখে কথা ফুট্‌লো, বল্‌ল, 'এরকম ভাবে কবে থেকে রয়েছ?'

'বলি।' বলে' মলিনা দরজাটার খিল তুলে দিল! তারপর সরে' এসে একখানা হাতপাখা নিয়ে রমাপতির কাছ ঘেঁষে খাটের ওপর বসে পড়ে' বল্‌ল, 'রইছি ত অনেকদিন থেকে, কবে ছুটি মিলবে তা জানি নে।'

রমাপতি বল্‌ল, 'এ রকম হবার ত কথা নয়, তোমার ত বিয়ে হয়েছিল?'

মলিনা বল্‌ল, 'বিয়ে হলে কি হবে, এই রকমই হবার কথা যে! বিয়ে হলো, এলাম ঘর করতে, স্বামীর ঘর করতে এসে দেওরের অপমান এড়াতে পারলাম না! পাপ-পুণ্য ভাববার আমার সময় ছিল না। একদিন কলেরায় স্বামী মারা গেলেন। দেওর নির্লজ্জ হয়ে

শোনো, মুখ ফিরিও না রমাদা? একদিন শাশুড়ীর চোখে পড়ল— গয়নাগুলি খুলে' রেখে পথে নাম্‌তে হলো।'

সুমুখের একটা আয়নায় রমাপতির চেহারাটা প্রতিফলিত হচ্ছিল, সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সরে' বসলো। আয়নার মধ্যে স্পষ্ট করে' নিজেকে দেখলে সে হয় ত শিউরে উঠতো।

বল্‌ল, 'তুমি ত লেখাপড়া জান্‌তে, নিজের একটা উপায় করে' নিলেই পারতে?'

'লেখাপড়া জানলেই কি আর নিজের উপায় করে' নেওয়া যায়? এ পোড়া দেশে কি তেমন শিক্ষা আছে? তা ছাড়া আমার সময় কোথায় বল? একটা দিন চলবারও সংস্থান ছিল না যে!'

'তবু তুমি ভালো হতে পারতে মলিনা।'

'না, পারতাম না। মেয়েদের নামে একবার কলঙ্ক রটলে সে কলঙ্ক লক্ষগুণ বেড়ে যায়। ভালো না হই, ভদ্র হতে পারতাম। কিন্তু কেন? যে-বাঁচায় সম্মান নেই, সে-বাঁচায় লাভ কি?'

'এটা কি তোমার সম্মানের জীবন?'

'নিশ্চয়। আমি ত কাউকে প্রবঞ্চনা করি নে! সুপুরি কেটে দোকানে দোকানে দিয়ে আসি, সুতো কেটে তাঁতিদের কাছে টাকা পাই। যাক্‌, তারপর তোমার কি খবর বল দেখি? বৌদি কোথায়?'

'নেই।'

'নেই? ও। আচ্ছা, এত বুড়ো তুমি হয়ে গেলে কবে থেকে? স্ত্রীর শোক ত তোমার গায়ে লাগবে না! তুমি যে ভয়ানক কঠিন!'

রমাপতি উত্তর দিল না। মলিনা বল্‌ল, 'থাক্‌, আমি নিজেই সব ভেবে নিতে পারব।'

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করে' রইল। রমাপতির যেন কণ্ঠরোধ হয়ে

আসছিল। অপমানের, লজ্জার, অগৌরবের ও আত্মগ্লানির কালীতে যেন তার মুখখানা কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

'রাত হলো, এবার উঠি।'

মলিনা মাথা নীচু করে' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। খাট থেকে নেমে রমাপতি নিজে গিয়েই দরজার খিলটা খুল্‌লো। মলিনা পিছু পিছু এসে বল্‌ল, 'মাঝে মাঝে আসবে ?'

রমাপতি বল্‌ল, 'না, আসতে পারবো না, সম্ভব নয়।' এই বলে' সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মলিনা তাড়াতাড়ি এসে হেঁট হয়ে তার পায়ের ধূলো নেবার চেষ্টা করতেই সে মলিনার একটি হাত ধরে' বল্‌ল, 'থাক, আর অপমান করো না। আচ্ছা মলিনা, সত্যি বল ত, আমার জন্যেই কি তোমার এমন হয়েছে ?'

বলেই অকস্মাৎ সে মলিনার হাতটা আবার অন্ধকারে চেপে ধরে' বল্‌ল, 'না থাক্, বলে' কাজ নেই, সব কথাই কি বলা চলে ? যাও, তুমি ঘরে যাও।'

পিছন ফিরে রমাপতি যখন তাড়াতাড়ি নেমে রাস্তায় পড়ে হন্ হন্ করে' চল্‌তে লাগল, মলিনা সেই দিকে তাকিয়ে তার শিথিল দেহখানি সোজা করে' দাঁড়িয়েই রইল। তার চোখ ঝাপ্সা হলো বটে কিন্তু সে চোখে জল এল না, হৃদয়ের ভাষা হয় ত তার একেবারে শুকিয়ে গেছে !

সকালের কাঁচা রোদ চারিদিকে ফুটে উঠেছে। ঘুম ভেঙে জেগে উঠে রমাপতি বিস্মিত হয়ে গেল। তাই ত, এ সে কোথায় ? শহরের একান্তে একটা বাগানের একখানি বেঞ্চিতে শুয়ে এমনি করে' তার রাত

কেটেছে ? আশ্চর্য্য, গত রাত্রে এই বেঞ্চিটায় বসে' ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে তা হলে' তার ঘুম এসেছিল ?

ঘুম নয়, হাত-পা নাড়তে গিয়ে তার মনে হলো কে-যেন তার সর্ব্বাঙ্গে লাঠি-পেটা করে' অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে চলে' গিয়েছিল। ব্যথায় এখনো সারাদেহটা আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। রমাপতির ক্লান্ত অলস চোখের জড়তা তখনো ছাড়ে নি, আর একটু চোখ বুজে শুয়ে থাকতে পারলে যেন ভালো হয়। স্তিমিত দৃষ্টি মেলে সে কাৎ হয়ে বসে রইল। উঃ কি দুঃস্বপ্নই সে ঘুমের মধ্যে পার হয়ে এসেছে! স্বপ্নটা রমাপতির মনে পড়লো না কিন্তু তার আমেজটা স্মরণ করে' তার গা শিউরে উঠল। দশখানা হাতে তাকে বেঁধে কে যেন তার টুঁটি টিপে ধরেছিল। পাছে তার চোখে আবার ঘুম আসে এজন্যে সে গায়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সোজা হয়ে বসলো। দিনের আলোয় নিজের সর্ব্বশরীরের দিকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে একবার দেখলো। ইস্, তার হাত-পায়ের এ কি চেহারা হয়েছে? শীর্ণ, কদাকার, অস্থিসার! জামা-কাপড়গুলো রাস্তার রপটে একেবারে কদর্য্য হয়ে উঠেছে। লোকালয়ে সে মুখ দেখাবে কেমন করে' ?

শহরের পথ ঘাট ক্রমে মানুষের চলাফেরায়, গাড়ীঘোড়ায়, গোলমালে স্ফীত হয়ে উঠলো। ধূলায়, ধোঁয়ায়, জনতায়, দোকান-পসারীর কার-কারবারে প্রতিদিনের খরস্রোত বইতে লাগ্‌ল। রমাপতি উঠলো না, বসেই রইল। কোথায় সে যাবে? তার কেনো লক্ষ্যই নেই!

বাগানটা পার হয়ে তার দৃষ্টি পড়ল পথের দিকে। কি কুৎসিত চেহারা এই শহরের! যেন এক স্থবির ক্ষতবিক্ষত বৃদ্ধা রাক্ষসী তৃষ্ণায়, ক্ষুধায় লোল জিহ্বা মেলে হাঁ করে' রয়েছে! এর কোনো ছন্দ নেই, রূপ নেই, সৌন্দর্য্য নেই—বিকলাঙ্গ, অসম্বৃত জীবনকে সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রে

ব্যঙ্গ করে' উন্মত্ত উলঙ্গ আনন্দে সাপের মত কেবলই কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। মানুষকে কীটের মত সে মুখগহ্বর থেকে উদ্গীরণ করে' বিষের দানার মত দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে! অসংখ্য পাপ, অন্যায়, অজ্ঞতা, কদাচার, নীতিজ্ঞানহীনতা বহুদিন থেকে ওর গর্ভে স্তূপীকৃত হয়ে চলেছে! স্বাস্থ্য-হীন মনুষ্যত্বহীন শহর—মানুষের যত কিছু সুকুমার বৃত্তিকে মথিত করে' শ্মশানে পরিণত করাই ওর কাজ! শহরকে ঘিরে শুধু জীবনের ব্যর্থতা, বেদনা, পীড়ন, হতাশা, দুঃখ ও আত্মগ্লানি! শহর মরুভূমি।

লক্ষ লক্ষ জন-জটলার দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, রমাপতি দেখলো সে একাকী, সঙ্গীহীন। তার যেখানে নীরবতা, মানুষের কণ্ঠস্বর সেখানে পৌঁছয় না। আজ তার মনে হলো, সে চিরদিনই এমনি উৎসবের দীপ-মালার নীচে, লোক-লোকারণ্যের মাঝখানে, জীবনের বিচিত্র শোভা-যাত্রার প্রবাহে সে ছিল এমনিই সঙ্গীহীন। ধর্ম্মকে সে বিদ্রূপ করেছে, সমাজ-ব্যবস্থাকে সে পদ-দলিত করেছে, স্নেহ-মমতা-ভালবাসাকে সে সস্তা হৃদয়োচ্ছ্বাস বলে' উড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু শুধু সে নিজেই! যে-আগুন সে জ্বালিয়েছিল, তাতে শুধু তার নিজের ঘরই পুড়েছে, নিজের হৃদয়ই দগ্ধ হয়েছে।

রমাপতি উঠে দাঁড়াল। বেলা অনেক হয়ে গেছে। শরৎকালের রোদ ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠ্‌লো। বাগান থেকে বেরিয়ে পথে নেমে সে লক্ষ্যহীন হয়ে একদিকে চলতে লাগ্‌ল। পথে লোকের ভীড় এই সময় একটু বাড়ে। ইস্কুল, কলেজ, আপিস উদ্দেশ করে' সবাই তাড়াতাড়ি চলেছে। পরিচিত লোকের সঙ্গে পাছে কোথাও দেখা হয়ে যায় এজন্যে রমাপতি একটা গলির পথ ধরল। এখান থেকে তার বাসা অন্তত পাঁচ মাইল রাস্তা।

একটা পানের দোকান পার হতে গিয়ে সে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল।

বড় আয়নাটার দিকে তাকিয়ে তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। ওটা কি তারই চেহারা? মুখের ওপর সে একবার হাত বুলিয়ে দেখলো। চোখ দু'টো তার কোটরে বসে' গেছে বটে, কিন্তু তার চোখে এত অসহায়তা এলো কবে থেকে? অবসন্ন, ক্লান্ত, রুগ্ন দৃষ্টি! দাড়ি সে অনেকদিনই কামায় নি, কিন্তু এত চুল তার পেকে পেকে গেল কেমন করে'? এ যে বার্দ্ধক্য! রোগা তোব্ড়ানো ক্ষয়শীর্ণ মুখ—মুখে যেন তার কোন নিগূঢ় বেদনার ছায়া ফুটে উঠেছে!

'মাষ্টারমশাই না?'

রমাপতি মুখ ফেরালো। একটি লোক পাশে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্ল, 'চিন্তে পারেন?'

রমাপতি ঘাড় নেড়ে নির্ব্বিকার হয়ে জানালো, না। লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে হাসবার চেষ্টা করে' বল্ল, 'ভাল করে' দেখুন দেখি চিন্তে পারেন কি না?'

রমাপতি তার দিকে তাকিয়েই রইল, হাঁ না কিছুই বল্ল না।

লোকটি বল্ল, 'উকীল জ্যোতিষ রায়কে মনে আছে? যাঁর ভগ্নীকে আপনি পড়াতেন?'

রমাপতি বল্ল, 'একটু একটু মনে আছে।'

'আমি জ্যোতিষবাবুর মুহুরী—কেশব। এবার চিনেছেন ত?'

রমাপতি বল্ল, 'খবর সব ভালো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার খবর?' বলে' লোকটি অলক্ষ্যে আপাদ-মস্তক রমাপতির দিকে একবার তাকালো।

রমাপতি বল্ল, 'দিন চলে' যাচ্ছে। আর বয়েস ত হয়ে এল দিন দিন। জ্যোতিষবাবু এখানেই আছেন ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

রমাপতি চলে' যাবার জন্য উদ্যত হলো। কেশব কিন্তু আরেকটু আলাপ করবার ইচ্ছা কিছুতেই রোধ করতে পারল না। রমাপতিকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের চোখে দেখে এসেছে। বল্‌ল, 'এতদিন বাদে দেখা হলো—চলুন না, আমিও যাব ওই দিকে। আমি আপনার সঙ্গে পাশাপাশি চলবার যোগ্যই নই, কত বড় পণ্ডিত আপনি, কত বড় জ্ঞানী, আপনাকে দেখলেও পুণ্যি! আপনার তুলনায় আমরা—'

মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে রমাপতি যথেষ্ট সজাগ, তবু তার মনে হলো, এ লোকটি আর যাই হোক, তোষামোদকারী নয়। সে হয় ত এ শ্রদ্ধার যোগ্য না হতে পারে কিন্তু কেশবের কণ্ঠে কপটতা ছিল না। হাঁ, যোগ্য সে নয় বটে! একদিন এ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দনের মূল্য তার কাছে হয় ত ছিল, আজ আর কিছু নেই! শ্রদ্ধা এখন বিদ্রূপ!

লোকটির হাত এড়াবার জন্য সে বল্‌ল, 'আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, আমার যাবার ত কোনো ঠিক নেই—আপনার হয় ত অন্য কাজ আছে!'

কেশব বল্‌ল, 'এমন কিছু না, আমি ও রাস্তাটা দিয়ে চলে যাবো—তা ছাড়া সে কাজে আমি আর নেই মাষ্টারমশাই। জ্যোতিষবাবুর চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

রমাপতি উদাসীন হয়ে বল্‌ল, 'ওঃ, তেমন পসার জ্যোতিষবাবুর হয় না বুঝি?'

'খুব হয়, এখন একেবারে ধূলোমুঠো সোনামুঠো, কিন্তু তা বললে কি হয়, তাঁর তাঁবে চাকরি করলে এখন জাত নিয়ে টানাটানি—'

'কেন?'

'সে অনেক কথা মাষ্টারমশাই। বড় মানুষের ঘর, যা হয় তাই। সরযূর কথা কে না-জানে বলুন, মেয়ে ত আর সহজ নয়!'

মুখের ওপর থেকে রমাপতির সর্ব্বশেষ রক্তের চিহ্নটুকু একেবারে

মুছে গেল, সে চল্‌তে চল্‌তে মুখ তুলে তাকালো। কেশব বল্‌ল, 'কিছুই আপনি জানেন না দেখছি, কেমন করেই-বা জানবেন, মেয়েদের মন ত বটে! অত বিদ্যে যে মেয়ে শিখলো, তার অবনতি দেখুন ত? বলতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে!'

'সরযূ ত বিয়ে করেছিল!'

'বিয়ে করল, অত বড় মেয়ে-ইস্কুলের কর্ত্তা হয়ে বসলো, খ্যাতি-প্রতিপত্তি চারিদিকে ছড়ালো, কিন্তু মেয়েদের যে আর একটা দিক আছে মাষ্টারমশাই। সরযূর এমন মতিচ্ছন্ন ধরলো কেমন করে'? কে দায়ী তার জন্যে?'

রমাপতির কেন জানি না মনে হলো, কেশব তাকে লাঞ্ছনা করতে স্থরু করেছে। সরযূর প্রতি উদ্যত বেত্রাঘাত যেন তার পিঠেই পড়ছে। -সমস্ত পৃথিবীর লোক যেন তাকে বিদ্রূপ করে' প্রশ্ন করছে—সরযূর জন্য কে দায়ী?

কেশব বল্‌ল, 'বিয়ের বছর না ঘুরতেই স্বামীত্যাগ করে' ফিরে এল। বেশ, বুঝলাম! তারপর হঠাৎ শুনি এক ডাক্তার তাকে তিন নম্বরের আইনে বিয়ে করলে, আচ্ছা বেশ, তাও না-হয় বুঝলাম, কিন্তু তুমি জমীদারটার সঙ্গে আবার ভিড়লে কি বলে'? বুঝলেন মাষ্টারমশাই, সেটার সঙ্গে সরযূ মোটর গাড়ী চড়ে' হাওয়া খেতে বেরোয়, সিগারেট ফোঁকে, এমনো শোনা গেছে—'

'আচ্ছা আসি কেশববাবু।' বলে' রমাপতি ডান্‌দিকের রাস্তাটা ধরে' এগিয়ে চল্‌লো। কেশব হতচকিত হয়ে একবার দাঁড়ালো, তারপর সে নিজেই লজ্জিত হয়ে ভাবলো, ছি ছি, তার মুখের কি কোনো আগল্‌ নেই? শিক্ষকের কাছে ছাত্রীর চরিত্রের নিন্দা সে করলো কেমন করে'! কেশব ভাবলো, দৌড়ে গিয়ে সে রমাপতির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে' আসে!

রমাপতি কিন্তু ততক্ষণে অনেকদূরে এগিয়ে গেছে! তার চলনের ভঙ্গী দেখলে মনে হতে পারে, কে যেন তাকে পিছু পিছু তাড়া করে' চলেছে। সমস্ত পৃথিবীর লজ্জা ও ধিক্কার যেন তাকে শাসন করে' বলছে, তুমি দায়ী, তুমি দায়ী, এ জন্যে শুধু তুমিই দায়ী!

বারো

শরৎকালের একটি বিষণ্ণ সন্ধ্যা। হাওয়া নেই, আলো নেই, আনন্দ নেই—একা ঘরে রমাপতি ভূতের মত বসেছিল। মাঠের পূর্ব্ব পারের বস্তিগুলির মাথায় ধোঁয়া জমে উঠেছে, বাতাসের অভাবে তাদের আর উড়ে যাবার শক্তি ছিল না। চারিদিকে যেমন একটা বিশ্রী গুমোট্, তেমনি ভাপ্‌লা সেঁতসেঁতে গন্ধ। বুকের ওপর চেপে বসে' সবটা যেন দম বন্ধ করে' দেয়।

কড়িকাঠের দিকে রমাপতি একবার তাকাল। আজ সমস্তদিন ধরে' কি একটা পোকা কড়িকাঠের কোন্ ফাটলের মধ্যে কুর্ কুর্ করে' কাট্‌ছিল, যন্ত্রণাদায়ক অসহ্য একঘেয়ে তার শব্দ! এ পোকা যেন রমাপতির মাথার মধ্যে ঢুকে তার মস্তিষ্ক শুষে শুষে খাচ্ছিল। এক সময়ে সে উঠে দাঁড়াল, টুল্‌টা সরিয়ে এনে তার ওপর উঠে সে আব্‌ছা অন্ধকারে তন্ন তন্ন করে' কড়িকাঠগুলি খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু পোকার সন্ধান সে পেল না।

আবার সে এসে স্থির হয়ে বসল। বসেই রইল অনেকক্ষণ, সমস্ত পরিত্যক্ত বাড়ীখানায় অন্ধকারে কয়েকটা বাদুড় ডানা ঝাপ্টে ছুটোছুটি করতে লাগল, দুটো বিড়াল এল, একটা রোগা নিরাশ্রয় কুকুর এসে কোথায় যেন ঢুকলো, এবং রমাপতির চোখের সুমুখেই বন্য কালো লোমশ

জন্তুর মতই পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার সমস্ত ঘরখানার মধ্যে এসে ঢুকে নিঃশব্দে চারিদিকে ঘিরে বসলো।

রমাপতি চোখ বুজলো। কিন্তু চোখ বুজলেই আতঙ্কে শিউরে উঠে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চারিদিকে তাকায়। যতক্ষণ সে জেগে থাকে, কোনমতে সময় তার কাটে, কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই হঠাৎ সমস্ত পৃথিবীটার ছবি তার মনে ভেসে ওঠে। ক্ষুধাতুর রুগ্ন বিকলাঙ্গ পৃথিবী, রোগমসীঢালা কুৎসিত কামনালোলুপ দেহ, দুর্নীতি, আত্মগ্লানি ও স্বেচ্ছাচারে মৃতকল্প—পৃথিবীর সে কি ভয়ঙ্কর ছবি! রমাপতি উঠে গিয়ে পায়চারি করে' আসে।

কয়েকদিন আগে বোধ করি বাড়ীতে চোর এসেছিল, দেয়ালের নীচে প্রকাণ্ড একটা সিঁধ কাটার গহ্বর হাঁ করে' রয়েছে, তারই ভিতর পোকা, মাকড়, আরশোলা ও বিছার রাজ-রাজত্ব! রমাপতি আজকাল শুধু এই কথাগুলোই বসে' বসে' ভাবে। উঠানের ফুলের চারাগুলি অযত্নে একটি একটি করে' শুকিয়ে গেছে, সেদিনকার ঝড়ে হঠাৎ রান্নাঘরের চালাটা কাৎ হয়ে পড়েছে, সব দিকেই কেমন যেন ভাঙন ধরেছে! এই শ্রীহীন, শৃঙ্খলাহীন সংসার থেকে সবাই একে একে যেন ছুটি নিয়ে চলে যেতে চায়। রমাপতির মনটা এইগুলির আশে-পাশে আজকাল ছোঁক্ ছোঁক্ করে' বেড়ায়।

দূরে রাস্তায় একখানা ঠিকা গাড়ীর ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, গাড়ীখানা কাছাকাছি এসে হঠাৎ থাম্‌ল। রমাপতি মুখ বাড়িয়ে সেদিকে তাকাল।

গাড়ী থেকে নেমে এসে একটি ছেলে দরজায় ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতেই রমাপতি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ছেলেটি আর একটু এগিয়ে এসে নমস্কার করে' দাঁড়িয়ে বল্‌ল, 'এইখানে রমাপতিবাবু থাকেন?'

'হ্যাঁ, কেন বল ত ?'

ছেলেটি একবার গাড়ীর ভিতর তাকালো, তারপর বল্‌ল, 'টুটুদাদা এইখানে থাকেন ? আমরা অনেক কষ্টে ঠিকানা খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এসেছি। আপনার নাম জিজ্ঞেস করতে পারি ?'

'রমাপতি লাহিড়ী !'

ছেলেটি কাছে এসে পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে সরে' দাঁড়াতেই গাড়ীর ভিতর থেকে একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ে কোলে একটি নবজাত শিশুকে নিয়ে নেমে এল।

ছেলেটি হেসে পরিচয় করে' দিয়ে বল্‌ল, 'ইনিই উমাদি।'

উমা ছেলেটিকে বুকে নিয়েই হেঁট হয়ে রমাপতির পায়ের ধূলো মাথায় নিল, কিন্তু আর সে সোজা হয়ে দাঁড়াল না, তেমনি পায়ের কাছে বসে' পড়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌ল, 'আপনার এখানে ছাড়া আর আমার কোথাও জায়গা নেই !'

জীবনে রমাপতি বহুবার বিস্মিত হয়েছে, আজও এই অভূত-পূর্ব্ব নাটকীয় দৃশ্য দেখে খানিকক্ষণ সে স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর সে এদিক ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বল্‌ল, 'তুমি কে মা ?'

ছেলেটি সেখান থেকে সরে' গিয়ে গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিচ্ছিল, তরুণীটি অশ্রুসিক্ত সুন্দর মুখখানি তুলে বল্‌ল, 'আমি আপনার মেয়ে, আমাকে সবাই তাড়িয়ে দিয়েছে—আমি তাই এলাম আপনার কাছে। এখানেই আমার সকলেব চেয়ে বড় আশ্রয়।'

ছেলেটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শিশুটির দিকে ইঙ্গিত করে' বল্‌ল, 'ওর ভারি অসুখ—ডাক্তার বল্‌ছিল নিমোনিয়া। কাল রাতে ত এক রকম বল্‌তে গেলে—ওই দেখুন না—বাঁচানো কঠিন !'

অভিভূতের মত রমাপতি বল্‌ল, 'কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি নে—যাই হোক, তুমি ঘরে এসো মা—এখনকার মত যা হোক করে'—'

কচি ছেলেটিকে বুকে নিয়ে উমা ঘরে উঠে এল। জিনিসপত্র তার সঙ্গে কিছুই ছিল না। রমাপতি বল্‌ল, 'বাইরে ও ছেলেটি দাঁড়িয়ে রইল, ওকেও ডেকে দি মা তোমার কাছে?'

'ও আর নেই এতক্ষণ!'

'নেই?' বলে' রমাপতি তাড়াতাড়ি বাইরে এল, এসে সত্যিই সে দেখল, ছেলেটি ইতিমধ্যে কোথায় কোন্‌দিকে উধাও হয়ে গেছে। সে যেন শুধু পৌঁছেই দিতে এসেছিল। ব্যাপারটা যেন সমস্তই একটা ষড়যন্ত্র এবং রহস্যময় মনে হ'ল।

রমাপতি আবার এসে ঘরে ঢুক্‌ল। পরে বল্‌ল, 'এখানে থাকবে সে ত ভালই, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে কিছুই ত জানি নে মা—এ রকম ভাবে থাকলে—তোমার স্বামী কোথায়? কি নাম তাঁর? ঠিকানা কি?'

উমা কাঠের মত নিশ্চল হয়ে রইল। রমাপতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল কিন্তু কোনো উত্তরই সে পেল না। অবসন্ন দিনের মলিন আলোয় সে একবার মেয়েটির দিকে তাকাল, মনে হ'ল লাঞ্ছনা ও পীড়ন সে-মুখখানির উপর দিয়ে ঝঞ্ঝার মত অবিরত বয়ে' গেছে। সারা জগতের দয়া ও দাক্ষিণ্য চেয়ে বেড়ানোই যেন সে-মুখের চরম পরিচয়। মৃদুকণ্ঠে সে শুধু বল্‌ল, 'আমার ছেলেটি হয় ত আর বাঁচলো না!'

রমাপতি যেন সজাগ হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বল্‌ল, 'ডাক্তার ডেকে আন্‌তে অনেক সময় লাগবে, তবে দাও মা ওকে নিয়েই যাই!'

কাপড়-চোপড়শুদ্ধ কচি ছেলেটিকে রমাপতি হাতে করে' তুলে নিল,

তারপর বল্‌ল, 'বেশ আমি চললাম মা, এই সমস্তই রইল, দেখো। ফিরে এসে তোমার সকল পরিচয় আমাকে দিও।'

ছেলেটিকে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। দালান থেকে উঠানে, এবং উঠান পার হয়ে সে দরজা দিয়ে রাস্তায় গিয়ে নাম্‌ল।

খানিকদূর গিয়ে কাপড় সরিয়ে ছেলেটির অবস্থাটা সে একবার লক্ষ্য করল। খুব সম্ভবতঃ, পাঁচ-ছয় মাসের শিশু। ছোট একখানি সুন্দর মুখ, ছোট ছোট হাত পা, মাথায় কালো কোঁক্‌ড়ানো চুল, তবু ছেলেটির তেমন সাড়াশব্দ বিশেষ নেই!

ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ রমাপতির কি যেন একটা সন্দেহ হ'ল। কাপড়টা ঢাকা দিয়ে আবার সে হন্ হন্ করে' চল্‌তে লাগ্‌ল। কিছুদূর গিয়ে কাপড় সরিয়ে আবার সে শিশুটির দিকে তাকাল। মনে হ'ল, একে সে যেন কোথায় দেখেছে! এই মুখ, এই চোখ, এই মাথার গঠন, এই চাহনির ভঙ্গী, এ সমস্তই তার পারচিত! রমাপতি চল্‌তে চল্‌তে ভাবতে লাগ্‌ল, এ মুখ তার চেনা, এর সঙ্গে তার বহুদিনের জানাজানি।

কোন্ পথে সে চলেছে তার আর ঠিক রইল না, ডাক্তারের বাড়ীটা কোন্‌দিকে তা সে একেবারে ভুলেই গেছে! ছেলেটির দিকে আর একবার সে তাকাল, মাথাটা তার ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল, এই অপরাহ্ণ বেলাতেও চোখ দু'টো তার অন্ধকার হয়ে এল, উত্তেজনায় তার হাত পা ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপ্‌তে লাগল, শিশুটি তার হাত থেকে পড়ে না যায়!

জনহীন একটি সঙ্কীর্ণ পথের একান্তে দাঁড়িয়ে সে কাপড় চোপড়গুলি সরিয়ে পীড়িত শিশুটির দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো। শিশুটি একবার কাঁদবার চেষ্টা করুল কিন্তু পারুল না, শুধু চোখ খুলে একবার তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করুল। রমাপতির আর কোনো সন্দেহ নেই,

সে সব বুঝতে পেরেছে। মনে হলো, অবৈধ প্রণয়ে সন্তানটির সৃষ্টি হয়েছে, অন্যায়ের অমঙ্গলের নবজাত প্রতিনিধি! হঠাৎ এই শিশুর সমস্ত ভবিষ্যত যেন তার চোখে স্পষ্ট উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। এই সন্তান বড় হয়ে উঠেছে, সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে ব্যর্থ করে' ভদ্রসমাজে বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, দুর্নীতির প্রশ্রয়ে নরনারীর জীবনগুলিকে নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌ছে, পাপের মনোহর চিত্র এবং দার্শনিক যুক্তি দিয়ে সে অবোধ ভদ্রঘরের পুত্রকন্যাদের মনুষ্যত্বহীন, স্বাস্থ্যহীন, দুর্ব্বল লালসার পথে টেনে নিয়ে চলেছে। শৃঙ্খলা মানে না, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মানে না, নরনারীর দেহাতীত ভালবাসা বোঝে না, জীবনের সহজ ধর্ম্মকে অস্বীকার করে, নীতিজ্ঞানহীনতা নিয়ে গৌরব করে' বেড়ায়, মানুষের বহুদিনের আদর্শগুলিকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করে' বাহাদুরী প্রকাশ করে!

কতকগুলি গাছের জটলার পাশে রমাপতি সরে' গেল। মুখখানা তখন তার কঠিন ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়ে উঠেছে। পথে লোকজনের চলাচলের কোনো সম্ভাবনাই নেই, রমাপতির মনে হলো, এ শিশুকে বাঁচ্‌তে দেওয়া কিছুতেই চলবে না, একে মরতেই হবে! এর ভবিষ্যত পাপ এবং অত্যাচার থেকে এ জগতকে বাঁচাতেই হবে! সে রক্ষা করবে সমাজকে, শৃঙ্খলাকে, ধর্ম্মকে, জীবনের অখণ্ড ঐক্যকে। নরনারীর জীবনের আনন্দ, প্রেম, সৌন্দর্য্য-বোধ, মহৎ প্রেরণা, সৎ-বৃত্তি, স্বাস্থ্য, নৈতিক চেতনা—সমস্তগুলিকে বাঁচাতে গেলে এই শিশুটির মৃত্যুর একান্ত প্রয়োজন! রমাপতির এ আধুনিকতম দার্শনিক তত্ত্ব নয়, এ হচ্ছে পৃথিবীর প্রতি, জাতির প্রতি, দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি সহজ স্বাভাবিক বিচার!

কিন্তু হত্যা?

রমাপতির অন্তরাত্মা এ-চিন্তায় চম্‌কে উঠলো! পরক্ষণে মনে হলো, হত্যা নয় সে আজ পাপের বিচার করবে! ভাবলো, এখানে নিরালায় নির্জ্জনে জঙ্গলের মধ্যে যদি শিশুটিকে ফেলে রেখে যায়, তা হ'লে' এর বাঁচার আর কোনো উপায় বা আশা থাকবে না!'

ক্ষীণায়ু পীড়িত মৃতকল্প শিশুটির পানে রমাপতি আর একবার চাইলো। চেয়ে যা মনে হলো, রমাপতির দেহে রোমাঞ্চ দেখা দিল! শিশুটি বেঁচে নেই।—না—না—নিষ্পাপ অসহায় শিশু রমাপতির নিষ্ঠুর কঠিন বাসনার কথা যেন জান্‌তে পেরেছিল, জান্‌তে পেরে নিজে থেকেই যেন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছে—

রমাপতি কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে গাছের জঙ্গলের মধ্যে মৃতদেহটি রেখে আবার পথে নেমে এসে হন্ হন্ করে' চল্‌তে লাগ্‌ল। মনে তার আনন্দের দীপ্তি! বিধাতার নিয়ম রক্ষা পেয়েছে—পাপের খানিকটা ভার আপনা হতে' পৃথিবীর বুক থেকে সরে' গেছে! এ আনন্দ সে চাপ্‌বে কেমন করে'? রমাপতি হাসতে লাগ্‌ল। আঃ আজ তার সমস্ত মন বাঁশীর মত ফাঁকা, বীণাযন্ত্রের মত সঙ্গীতময়!

পথ দিয়ে সে হেলে দুলে পাগলের মত চল্‌তে লাগল। আচ্ছা, হয় ত অবৈধ প্রণয়ের ফলে শিশুটির জন্ম হতে পারে, কিন্তু সে যদি সত্যই ভালোবাসার সৃষ্টি হয়? একান্ত প্রেমের তপস্যার ভিতর দিয়ে দু'টি অনুরক্ত নরনারী যদি তাকে পেয়ে থাকে?

রমাপতি চল্‌লো। পথের মোড় ফিরতেই দূরে সে দেখল, টুটু চলেছে। বাড়ীর দিকে নয়, শহরের জটলার পথে। টুটু আজকাল বাড়ীতে প্রায় আসেই না।

পথে আলো জ্বলছে, একটা আলো থেকে আর একটা আলো. অনেক

দূর। সুতরাং সে পথকে একরূপ অন্ধকার বলাই চলে। মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক রেখে রমাপতি টুটুকে অনুসরণ করে' চল্‌তে লাগল। একটা ভয়ানক নেশা যেন তাকে পেয়ে বসেছে!

সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। টুটু তাড়াতাড়ি চলেছে, কি যেন একটা জরুরী কাজ কোথায় তার জন্য অপেক্ষা করছে। অনেকখানি পথ অতিক্রম করে' সে একটা বাজারের কাছে এল, একটা দোকানের কাছে দাঁড়াল, কি যেন কিন্‌ল, পরে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে আবার চল্‌তে লাগল। কিয়দ্দূর গিয়ে পকেট্ থেকে সিগারেট বার করে' দেশালাই জ্বেলে ধরাল, এবং আরো কয়েক পা গিয়ে সে একটা চায়ের দোকানে ঢুক্‌ল।

চা খেয়ে সে যখন পথে নেমে আবার চলতে লাগল্, রমাপতি দূর থেকে পুনরায় তার পিছু নিল। একটা লোক তার অনুসরণের ভঙ্গী দেখে একবার ফিরে তাকাল, হয় ত মনে করল গোয়েন্দা, এবং গোয়েন্দা মনে করে' লোকটা নিজেই ভয়ে ভয়ে সরে' পড়ল। রমাপতির কোনোদিকে তাকাবার সময় ছিল না, টুটুর অস্পষ্ট আকৃতিটা ছাড়া সমস্ত পৃথিবী তখন তার চোখ থেকে মুছে গেছে।

একটা বিশেষ রাস্তার মধ্যে টুটু প্রবেশ করল। পথটা এই সন্ধ্যা বেলায় লোকে লোকারণ্য! এত সরু পথ, কার-কারবারের কেন্দ্রও নয়, রাশি রাশি পানের দোকান ও হোটেল ছাড়া আর কোনো দোকানও নেই, তবু এ পথে অবিশ্রান্ত গাড়ীঘোড়া, গোলমাল এবং জন-কলরব লেগেই রয়েছে। বয়োবৃদ্ধ, প্রৌঢ়, তরুণ, হিন্দু, মুসলমান, ট্যাঁস-ফিরিঙ্গি, কোনো জাতের মানুষের সংখ্যাই কম নয়, নিরন্তর সেই প্রবাহের মধ্যে টুটু এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছে; তার চলনের ভঙ্গীতে কোনো সঙ্কোচ, কোনো জড়তা নেই! যেতে যেতে হঠাৎ বাঁ-দিকে একটা বাড়ীতে সে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল।

রমাপতি এসে সেই বাড়ীটার দরজার কাছে একবার দাঁড়াল। এতক্ষণ সে লক্ষ্যই করে নি, এইবার সে দেখল এদিককার প্রত্যেক বাড়ীর দরজাতেই দু'টি-চারটি করে' মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রমাপতি একবার তাদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে একপাশে সরে' দাঁড়াল। এইখানে দাঁড়িয়েই সে টুটুর জন্য অপেক্ষা করবে!

পথটা সঙ্কীর্ণ, সবাই গায়ে গা ঠেকিয়ে এবং পাশ কাটিয়ে চলেছে। অনেকের দৃষ্টি উদাসীন, অনেকের করুণ, আবার অনেকের ক্ষুধার্ত্তও বটে। অনেকে পথের সুবিধার জন্য এই দিক দিয়ে বেঁকে যায়, যাবার সময় তাকাতে তাকাতে চলে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বঙ্গের ছাত্র এবং আফিসের কেরাণীর সংখ্যাই এদিকে যেন একটু বেশী। অনেকে আবার খদ্দর পরা!

'সুমুখ থেকে সরো না গা? কি দেখছ ওবাড়ীর দিকে হাঁ করে'?'

কি যেন একটা কটূক্তিও রমাপতির কানে এল। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই আর একটি মেয়ে বল্‌ল, 'তোমার জন্যে ত রোয়াক তৈরী হয় নি—সরো ওখান থেকে!'

রমাপতি এগিয়ে এসে আর একটি মেয়েকে বল্‌ল, 'একটু বসতে দেবে ভেতরে গিয়ে?'

মেয়েটি তার দিকে একবার আপাদমস্তক তাকাল, একটা ভয়ানক কদর্য্য আকৃতি তখন রমাপতির মুখে চোখে ফুটে উঠেছে, ভয়ে ভয়ে সে একবার পথের দিকে গলা বাড়িয়ে বল্‌ল, 'না, আমার বাবু আসবে এখুনি।'

অন্য আর একটি মেয়ে এতক্ষণ দরজার চৌকাঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবার সরে' এসে খপ্‌ করে' রমাপতির একটা হাত ধরে' জড়িতকণ্ঠে বল্‌ল, 'এসো ভাই তুমি আমার সঙ্গে।'

রাস্তার ধারে জান্‌লার কাছেই তার ঘর। জান্‌লা দিয়ে সুমুখের

বাড়ীর দোতালার ঘরখানা বেশ দেখা যাচ্ছিল। রমাপতির কেমন করে' যেন মনে হলো টুটু রয়েছে ওই ঘরখানির মধ্যে। অত্যুচ্চ নানা মিশ্রিত কণ্ঠের কলরবে উপরের ঘরখানা ততক্ষণে মুখর হয়ে উঠেছে। জান্‌লার কাছে রমাপতি এসে দাঁড়াল।

ঘরখানি অপরিচ্ছন্ন, বিশৃঙ্খল—একটু আগে যেন কোনো পশু দাপাদাপি করে' গেছে। এমন জায়গায় রমাপতি জীবনে এই প্রথম এল। ঘরের বাইরে চারিদিকের কলকণ্ঠ, অশ্লীল ভাষা, কদর্য্য ইসারা, জড়িত কণ্ঠের প্রলাপ—সমস্ত একত্র মিলে একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র আবেষ্টনী রমাপতির বুকের উপর বসে' তাঁর টুঁটি টিপে ধর্‌ল।

মেয়েটি বল্‌ল, 'দাঁড়িয়ে যে? লজ্জা? বেশ যা হোক!'

উঠে বসে' কথাগুলি বলে' মেয়েটি আবার শুয়ে পড়্‌ল। কিন্তু সে শুধু কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যেই, তার পরেই টল্‌তে টল্‌তে সে আবার উঠে বস্‌ল। হেসে বল্‌ল, 'কই নাম জিজ্ঞেস করলে না ত, সবাই যেমন করে? যাক্, নাম আমি ভুলে গেছি! নাম নিয়ে তোমার কি হবে?'

রমাপতি বল্‌ল, 'জল পড়ছে যে তোমার চোখে!'

'ওই ত আমার রোগ, বুঝলে, চোখে জল দেখে কত লোকে কত কি ভেবে নেয়। ভাবে, বুঝি কাঁদি আমি। দূর, নেশা করলেই আমার চোখ দিয়ে জল গড়ায় ভাই! কতদিন ভেবেছি আর খাবো না, এ নেশা কাট্‌লে আর ও ছাই ছোঁব না! দূর, তাও না, রাত আটটা বাজ্‌লেই এম্‌নি এম্‌নি আমার চোখে নেশা লাগে—আচ্ছা তুমি কত দেবে বল ত? চুপ করে' রইলে? কিচ্ছু দেবে না?' মেয়েটি উঠে হেঁট হয়ে রমাপতির পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ল, 'অমনি যেও না ভাই, কিছু দিও, কাল আমাকে ঘর ভাড়ার দরুণ পঁচিশ টাকা একটি একটি করে' গুণে গুণে—তুমি ভাবছ না পেলে আমি অপমান করব?'

মেয়েটি আবার শুয়ে পড়ল, তারপর জড়িতকণ্ঠে বল্‌ল, 'সবাই আমাকে এই কথা বলে—হ্যাঁ, অপমান আমি করি, কেউ ফাঁকি দিলে গালাগাল দিই! দেবো না? আমাদের কেমন করে' চলে তোমরা জানো? সব আমরা চাপা দিয়ে থাকি!'

রমাপতি তার দিকে চেয়েছিল।

'অমন করে' তাকিও না, বুঝলে? সত্যি অমন করে' তাকিও না! দাও টাকা, উঃ, আর আমি পারি নে—দম আটকাচ্ছে। আর, আর আমি মদ খাবো না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি—টাকা—টাকা—আঃ আর যে আমি পারি নে। আচ্ছা, আমার চোখ দিয়ে যে জল গড়াচ্ছে, কই তুমি মুছিয়ে দিলে না ত! কি নিষ্ঠুর, তোমার মায়া-দয়া নেই কারো ওপর!'

ঘণ্টা তিনেক পরে মেয়েটির ঘুম ভাঙ্‌লো। জেগে দেখল, আলোটা নিবে গেছে, ঘরের ভিতরটা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার! আস্তে আস্তে সে উঠে বস্‌ল। নেশা তখন তার কেটে গেছে। তাই ত, এ লোকটা গেল কোথায়? পালিয়ে গেল নাকি? আশ্চর্য্য, মত্ত অবস্থায় সবাই কি তাকে এমনি প্রবঞ্চনা করে' চলে যাবে? অন্ধকারে সমস্ত বিছানাটা সে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বেড়ালো, নাঃ, সত্যিই সে পালিয়ে গেছে! গলাটা তার শুকিয়ে গিয়েছিল, উঠে একটু জল খেতে হবে! ওমা, একি, যাঃ, হঠাৎ তার হাতে লেগে খাটের ওপর থেকে ঝন্ ঝন্ করে' কয়েকটি টাকা মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়্‌ল।

সত্যি আজ সে অবাক হয়ে গেল! এ টাকা সেই দিয়ে গেছে! হায় রে, কত রকম মানুষ জীবনে সে দেখল কিন্তু কারোকেই চিন্‌তে পার্‌ল না। বিছানার উপর বসে' আন্দাজ করে' সে বুঝল, লোকটা যাবার সময় তার মাথার তলায় সযত্নে একটি বালিশ দিয়ে গেছে, তার অসম্বৃত দেহের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে গেছে একখানি চাদর! মেয়েটির

মনে হ'ল, অকাতরে এতগুলি টাকা দিয়ে গেল, এ তার পাওনা নয়, এ দয়া, এ দান!

তা হোক, এই গভীর নিশীথ-অন্ধকারে আনন্দে তার মদালস মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল আজও সে পদচ্যুত হয় নি, আজও সে ধর্ম্মকে আশ্রয় করে' রয়েছে, নৈলে মানুষের ছদ্মবেশে এ দেবতার সে দেখা পেয়েছিল কেমন ক'রে? সে জীবনে নিশ্চয়ই আজও পাপ করে নি! চোখে তার আবার ঘুম এল।

*

* *

পথ আব্‌ছা অন্ধকার। জনবিরল সেই পথে টুটু টল্‌তে টল্‌তে চলেছে। এক পায়ে তার জুতো, আর এক পা খালি। মাটিতে পা ঘষে ঘষে টাল্ সাম্‌লে সে পথ হাতড়াচ্ছে। সে যেন দেউলে হয়ে গেছে।

একটা বাগানের ধারে ফুটপাথের কাছে সে এসে বস্‌ল। চমৎকার পরিচ্ছন্ন পথ, এখানে একটু শুয়ে বিশ্রাম করে' গেলে মন্দ হয় না! টুটু কাৎ হয়ে শোবার চেষ্টা করল। আঃ—সে বড় ক্লান্ত!

'কে বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থিয়েটার দেখছ? পুলিশ? গোয়েন্দা? না কি কম্‌লির ভূত? একটা দেশালাই জ্বালো না, কেমন ভূত দেখে নিই! ও কি, এগিয়ে আসো কেন? ভয় পাবো যে! কিচ্ছু নেই! ট্যাঁক খালি, বেশ ত, দাও পিঠে হাত বুলিয়ে, কিচ্ছু বল্‌ব না— চালাকি করতে এসো না! পকেট মারতে চেও না বাবা!'

হ্যাঁ, বেশ—ভারি মিষ্টি হাত তোমার, এবার তোমাকে আমার মায়ের মতন লাগ্‌ছে—দাও, আঁচল দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দাও— কম্‌লি, তুমি এতও জানো? আচ্ছা আমি কি করব বল ত? আমি কি দায়ী এ জন্যে? আমার নিজের ওপর কি কোনো হাত আছে? একি,

তোমার মতলব ত ভাল ঠেক্‌ছে না ভাই, গলা জড়িয়ে খামকা ফোঁস ফোঁস করে' কান্না জুড়লে যে? ছাড়ো ছাড়ো—'

'টুটু, ও টুটু, চল এবার বাড়ী যাই, উমা যে একা রয়েছে! তোমার উমা!'

টুটু জড়িত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল, চোখ দু'টো তখন তার নেশায় কাঁপছে, ফিরে তাকিয়ে সোজা হয়ে সে দু'হাতে রগ্‌ড়ে চোখ মুছ্‌ল, কিন্তু কিছুই বুঝতে না পেরে অস্পষ্ট অন্ধকারে একবার রমাপতির মুখের কাছে মুখ সরিয়ে এনে দেখল, তার পর একবার নিজের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দূর পথের দিকে তাকাল! অবাক হয়ে সে শুধু তাকিয়েই রইল।

রমাপতির চোখ দিয়ে তখন দর্‌ দর্‌ করে' জল নেমে এসেছে।

ওদিকে রাত শেষ হ'ল।

সমাপ্ত

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মুদ্রাকর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ, দাস এণ্ড নাথ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৩, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা